উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৭৪,৩৪০.০৯ (+৬০৯.৮৬)

নিফটি : ২২,৫৪৪.৭০ (+২০৭.৪০)

১০ টাকায় আলু কিনবে প্রশাসন
চাষিদের থেকে সহায়কমূল্যে ৩০০ মেট্রিক টন আলু কিনবে জেলা প্রশাসন। এছাড়া প্রশাসনের তরফে ৪০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
» ৩

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা, মৃত ৪
বৃহস্পতিবার ভোরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে চারজনের। ভোর পাঁচটা নাগাদ ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।
» ৪

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
	৩০°	১৬°	২৯°	১৪°	২৯°	১৪°	৩১°	১৬°

রোজা না রাখায় 'অপরাধী' সামি
» ১২

২২ ফাল্গুন ১৪৩১ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 7 March 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 287

দোলের আগেই রঙিন। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

জয়শংকরের কনভয়ে লন্ডনে হামলা খালিস্তানিদের

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : ব্রিটেন সফরে গিয়ে খালিস্তানি সমর্থকদের বিক্ষোভের মুখে পড়ল বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। লন্ডনের চ্যাথাম হাউসে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান থেকে বেরনোর সময়েই বিদেশমন্ত্রীর উপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে খলিস্তানি সমর্থকরা। ছেঁড়া হয় ভারতের পতাকা। তবে মুহূর্তের মধ্যেই বিক্ষোভকারীদের এলাকা থেকে সরিয়ে দেয় লন্ডন পুলিশ। তবে এই ঘটনায় কড়া সমালোচনা করেছে ভারত।

ব্রিটেন সফরে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানাল ভারত। বুধবার লন্ডনের চ্যাথাম হাউসের সামনে হামলাকারীরা তাঁর গাড়ির কাছে চলে যান বলে অভিযোগ। সেই সঙ্গে ছেঁড়া হয় ভারতের জাতীয় পতাকাও। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বিদেশমন্ত্রক ওই ঘটনাকে 'উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড' বলে নিন্দা করেছে। একইসঙ্গে ব্রিটেনকে তাদের কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছে।

অভিযোগ, বিদেশমন্ত্রীর ওপর ওই হামলার নেপথ্যে রয়েছেন খালিস্তানপন্থীরা। বুধবার রাতে চ্যাথাম হাউসে একটি আলোচনাসভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন জয়শংকর। খালিস্তানপন্থীরা পতাকা নিয়ে জড়ো হয়েছিলেন অদূরে রাস্তার ওপর। পুলিশের সামনেই লাউডস্পিকারে ভারত-বিরোধী স্লোগান দিচ্ছিলেন তাঁরা।

অভিযোগ

- বিদেশমন্ত্রীর ওপর হামলার নেপথ্যে রয়েছেন খালিস্তানপন্থীরা
- বুধবার রাতে চ্যাথাম হাউসে একটি আলোচনাসভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন জয়শংকর
- খালিস্তানপন্থীরা পতাকা নিয়ে জড়ো হয়েছিলেন অদূরে রাস্তার ওপর
- পুলিশের সামনেই লাউডস্পিকারে ভারতবিরোধী স্লোগান দিচ্ছিলেন তাঁরা

জয়শংকর কর্মসূচি শেষে বেরোনোর সময় বিক্ষোভকারীদের জটলা থেকে এক ব্যক্তি হঠাৎই ছুটে তাঁর গাড়ির সামনে চলে যান। এরপর কনভয়ের সামনেই ভারতের জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলতে দেখা যায় তাঁকে। এই সময় আরও কয়েকজন খালিস্তানপন্থী বিদেশমন্ত্রীর কনভয়ের কাছে এসে স্লোগান দিতে শুরু করেন। প্রাথমিকভাবে পুলিশ কিছুটা হকচকিয়ে গেলেও কিছুক্ষণ পরে বিক্ষোভকারীদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়।

ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে ব্রিটেনের বিদেশ, কমনওয়েলথ ও উন্নয়ন দপ্তর (এফসিডিও)। বৃহস্পতিবার তারা বলেছে, 'গতকাল চ্যাথাম হাউসের বাইরে যে ঘটনা ঘটেছে, তার নিন্দা করছি। ব্রিটেন শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকারকে সম্মান করে, তবে কাউকে ভয় দেখানো, হুমকি দেওয়া বা জনসমাবেশে বাধা দেওয়ার যে কোনও প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। মেট্রোপলিটন পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করেছে এবং আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক *এরপর দশের পাতায়*

চুপ কর্তৃপক্ষ, ক্ষুব্ধ সাবিত্রী

স্কুলে দুই শিক্ষকের মারামারি

মানিকচক, ৬ মার্চ : স্কুলের দুই শিক্ষকের মারামারিতে রক্তারক্তি মানিকচকের মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুলে। প্রধান শিক্ষকের কক্ষের ভেতরে ওই হাতাহাতি হয় বলে অভিযোগ। তবে ঠিক কি কারণে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন দুই শিক্ষক তা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। ঘটনার পর থেকেই স্কুলের মূল ফটক তালাবন্ধ করে দেওয়া হয়।

ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার এমনই চেষ্টা হয় যে, মানিকচক থানার পুলিশ আর বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তরের দুজন শিক্ষাবন্ধুকে মোতায়েন করে সাংবাদিকদের মূল ফটকে আটকে দেওয়া হয়। দীর্ঘক্ষণ স্কুল ক্যাম্পাসের বাইরে অপেক্ষা করে বারবার ফোন করেও প্রধান শিক্ষকের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে দুই শিক্ষকের সংঘর্ষের কারণ সম্পর্কে উঠে আসছে বিভিন্ন তথ্য।

এই স্কুলের একজন মহিলা শিক্ষিকাকে কেন্দ্র করে ওই গণ্ডগোল বলে দাবি করছেন অনেকে। আর সেই গণ্ডগোলের কারণ হিসাবে ত্রিকোণ প্রেমের তথ্যও উঠে এসেছে। এমনটাই দাবি করেছেন বেশ কয়েকজন অভিভাবক। তবে এই বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ স্কুলের অধিকাংশ সহশিক্ষক। ঘটনার বিষয়ে মুখ খুললে তাদের উপর শাস্তির খাঁড়া ঝুলতে পারে বলে আশঙ্কা অধিকাংশ সহশিক্ষকের। তবে দুই শিক্ষকের সংঘর্ষের ঘটনা স্বীকার করে নিয়েছেন মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি উত্তমকুমার ঝা। শুক্রবার এবিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। গোটা ঘটনায় বেজায় ক্ষুব্ধ মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র।

জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরেই মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুলের গণিত শিক্ষক সানোয়ার আলি পারভেজ ও জীববিদ্যার শিক্ষক মহম্মদ খালেক বারবার ছোটখাটো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছিলেন। দুই শিক্ষককে নিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ নিজ কক্ষে আলোচনায় বসেন প্রধান শিক্ষক অতীন্দ্রনাথ দাস। অভিযোগ, আলোচনা চলাকালীন দুই শিক্ষক বচসায় জড়িয়ে পড়েন এবং বচসা গড়ায় হাতাহাতিতে। হাতাহাতিতে দুই শিক্ষকই অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার সংঘর্ষে জড়িত একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে বারবার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। এমনকি প্রধান শিক্ষককে বোতল ছুড়ে মারার চেষ্টা, সহশিক্ষককে মারধর, একজন প্রবীণ সহশিক্ষককে গলা ধাক্কা সহ ভূরিভূরি অভিযোগ উঠেছে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে। তবে শাসকদলের *এরপর দশের পাতায়*

কী ঘটেছিল

- মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুলের গণিত শিক্ষক সানোয়ার আলি পারভেজ ও জীববিদ্যার শিক্ষক মহম্মদ খালেক বারবার ছোটখাটো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছিলেন
- দুই শিক্ষককে নিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ নিজ কক্ষে আলোচনায় বসেন প্রধান শিক্ষক অতীন্দ্রনাথ দাস
- আলোচনা চলাকালীন দুই শিক্ষক বচসায় জড়িয়ে পড়েন এবং বচসা গড়ায় হাতাহাতিতে। দুই শিক্ষকই অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ

মাছের 'ডাক্তার' সেজে পুলিশের জালে বাংলাদেশি

হিলি, ৬ মার্চ : মাছের হ্যাচারিতে হানা দিয়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করল ভুয়ো আধার কার্ডে এদেশে তিন বছরের বেশি হ্যাচারির 'ডাক্তার' সেজে থাকা এক বাংলাদেশিকে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই হ্যাচারির মালিককেও। তাঁর নাম অমৃত দাস (৩৮) ওরফে হরেকৃষ্ণ। বাড়ি ধলপাড়া। আর ভুয়ো আধার কার্ডে এদেশে থাকা ওই বাংলাদেশির নাম শ্যামকুমার সাহা (৪২)। আদত বাড়ি বাংলাদেশের নওগাঁয়। একইসঙ্গে ধরা পড়েছে একটি বেসরকারি ব্যাংকের আধার কার্ড বিভাগের কর্মী অলোক পাল। তাঁর বাড়ি কিসমতদাপট গ্রামে।

গত চার বছর ধরে শ্যামকুমার সাহা এদেশে মাছের হ্যাচারিতে ডাক্তারের কাজ করছিলেন। আর তাঁকে ঢাল করে হিলিতে মাছ ব্যবসার সিন্ডিকেট গড়ে তোলেন

> অবৈধভাবে এক বাংলাদেশি ভারতে এসে চার বছর ধরে হিলি থানার ত্রিমোহিনীর একটি ফিশ ফার্মে মাছের দেখাশোনার কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলে গোপন সূত্রে জানতে পারি। তারপরেই আমরা তল্লাশি চালাই। ওই বাংলাদেশি সহ ঘটনায় জড়িত প্রত্যেককেই গ্রেপ্তার করা হয়।
>
> **বিক্রম প্রসাদ,** ডিএসপি

অমৃত দাস। শ্যামকুমারের ভুয়ো আধার কার্ড তৈরি করে দেন অমৃত দাস। সাহায্য করেন বেসরকারি ব্যাংকের কর্মী অলোক পাল, নির্বিবাদে চলছিল ব্যবসা। তাল কাটল বুধবার।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে ওই মাছের হ্যাচারিতে হানা দেয় হিলি থানার পুলিশ। আটক করে ছদ্মবেশী ভারতীয় শ্যামকুমারকে থানায় এনে পুলিশ শুরু করে ম্যারাথন জেরা। বয়ানে অসংগতি মেলায় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। জেরায় সে জানায় তাঁর ভুয়ো আধার কার্ডটি তৈরি করে দিয়েছেন অমৃত দাস। পুলিশ পরে অমৃত দাসকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে জেরা করে পুলিশ খোঁজ পায় বেসরকারি ব্যাংকের আধার কার্ড বিভাগের কর্মী অলোক পালের। পুলিশ তাঁকেও গ্রেপ্তার করে। তিন জনকে দফায় দফায় জেরা করে চক্রের সন্ধান করছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে পাঁচটি ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

উত্তরের খোঁজে

পিঠে তৈরির গল্পের ঢঙে তাল তৈরির কারখানা

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

সন্দেশখালি। আরজি কর হাসপাতাল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বঙ্গ রাজনীতিতে তিনটি ভিন্ন জায়গা চিরকালীন মাইলফলক হয়ে থাকল দুটো গুরুত্বপূর্ণ উপসংহারে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

প্রথমত, শাসকদলে ছোট-মেজো-সেজোর দাদাগিরি বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পিসি-ভাইপোর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে আসলে। বিভিন্ন জেলায়, বিভিন্ন সেক্টরে অবাধে তোলাবাজি, দাদাগিরি চলছে। অবলম্বন, নদী-জঙ্গল-খনি-রাজপথ-অবৈধ নির্মাণ।

দ্বিতীয়ত, সব বিরোধী পার্টির রাজনীতিকদের প্রতিবাদের খিলানটি অনেকটাই দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত মিথ্যার ওপর। ভালোভাবে খোঁজখবর না নিয়েই তাঁরা প্রতিবাদে নামা অভ্যাস করে ফেলেছেন। তিল থেকে তাল তৈরির কারখানার শ্রমিক হয়ে পড়ছেন অতি সহজে। নিজের অজান্তে।

ফলম ফলৌ ফলাঃ কী যে হল, সব ক্ষেত্রেই মুখটি পুড়ছে বিরোধীদের। যা নিয়ে চ্যাঁচামেচি চালাচ্ছেন দীর্ঘসময় ধরে, তা প্রমাণ করতে গিয়ে নাকানিচোবানি। নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়া। বিজেপি থেকে সিপিএম-কংগ্রেস, সব পার্টির নজরদারির যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে আসলে। সংগঠন হারিয়ে গেলে যা হয়। শাসকই তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। বিরোধীরা সেই অস্ত্রে আত্মঘাতী গোল করে ফেলছে। বিজেপি এবং সিপিএমের অনেক নেতা একান্তে মেনে নিচ্ছেন ভুলের কথা।

মাসকয়েক আগেও খবরের কাগজের পাতায়, টিভির পর্দায় বারবার উঠে এসেছে শেখ শাজাহানের নাম। সন্দেশখালির সন্দেশ গোটা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে, ওখানে নাকি রাতে পিঠে তৈরির জন্য মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হত। তারপর তাঁদের ভোগ করতেন অতিথিরা। একেবারে আগের জমিদার আমল। পরে বোঝা গেল, দ্বিতীয় লাইনটার ধাঁচে কিছুই হয়নি বাস্তবে। বরং বিজেপি নেতারা ভুয়ো অডিও তৈরি করেছিলেন তৃণমূলকে চাপে ফেলতে। আর কোনও উচ্চবাচ্য নেই। বিজেপি যাঁকে প্রতিবাদী মুখ হিসেবে প্রার্থী করেছিল, সেই রেখা পাত্রও সম্পূর্ণ চুপ। কার্যত উধাও।

একইরকম স্টাইলে আরজি করেও যে তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে এত চর্চা, এত প্রতিবাদ হল, তার কিছুই প্রমাণ হল না। সিবিআই পর্যন্ত এক শতাংশ বাড়তি তত্ত্ব প্রমাণ করতে পারল না। শাসকদের হারা ম্যাচ জিতিয়ে দিল বিরোধীরাই। এর মাঝে তিনটে বড় প্রশ্নের ধাঁধায় বিদ্ধ হলাম আমরা, যার বিশ্লেষণ বিরোধী নেতাদের কাছে খুঁজে পাওয়া গেল না।

এক, সেদিন রাতে যে জুনিয়ার ডাক্তাররা ডিউটিতে ছিলেন, তাঁরা সামান্যতম বাড়তি তথ্য দিতে পারলেন *এরপর দশের পাতায়*

শিক্ষক নিগ্রহে চিহ্নিত ৭ পরীক্ষার্থী

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৬ মার্চ : কালিয়াচকের চামাগ্রাম স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিগ্রহের ঘটনায় ক্যামদিটোলা হাই মাদ্রাসার সাত কীর্তিমান পড়ুয়াকে চিহ্নিত করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃপক্ষ। সমস্ত পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীদের কলকাতায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে ঘটনায় জড়িত পরীক্ষার্থীদের সমস্ত পরীক্ষা বাতিল করা হবে এবং পরবর্তী দুই বছরের জন্য তাঁদের সাসপেন্ড করা হবে। একই সঙ্গে ওই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষককে শোকজ করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় সাংবাদিক সম্মেলনে জানান সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

সংসদ সভাপতি জানিয়েছেন, 'বুধবার চামাগ্রাম হাইস্কুলে পরীক্ষা চলাকালীন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিগ্রহ করে হাই মাদ্রাসার একদল ছাত্র। ইতিমধ্যে ৭ জন ছাত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাকি আরও ২ জন সন্দেহের তালিকায় রয়েছে। ক্যামদিটোলা হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের কাছেও জবাব চাওয়া হয়েছে।'

চিরঞ্জিত ভট্টাচার্যের কথায়, 'মালদার কালিয়াচক-৩ ব্লকের চামাগ্রাম হাইস্কুলে শিক্ষকদের মারধরের ঘটনায় জড়িত ক্যামদিটোলা হাই মাদ্রাসার ৭ জন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাকি আরও ২ জন সন্দেহের তালিকায় আছে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর তাদের কলকাতায় ডেকে পাঠানো হবে। তবে যারা চিহ্নিত হয়েছে, তাদের আলাদা রুমে পরীক্ষা দিতে হবে।' তিনি জানান, কলকাতায় জিজ্ঞাসাবাদের পর দোষী প্রমাণিত হলে পরবর্তী দুই বছরের জন্য উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় তারা বসতে পারবে না।

সংসদের সিদ্ধান্ত

- শিক্ষকদের মারধরের ঘটনায় জড়িত ক্যামদিটোলা হাই মাদ্রাসার ৭ জন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে চিহ্নিত করা হয়েছে
- বাকি আরও ২ জন সন্দেহের তালিকায় আছে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর তাদের কলকাতায় ডেকে পাঠানো হবে
- তবে যারা চিহ্নিত হয়েছে, তাদের আলাদা রুমে পরীক্ষা দিতে হবে

প্রসঙ্গত, পরীক্ষায় বসার আগে পরীক্ষার্থীদের তল্লাশি চালানোর সময় ক্যামদিটোলা হাই মাদ্রাসার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে চামাগ্রাম হাইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা আক্রান্ত হন। হামলায় ওই স্কুলের মোট ছয়জন শিক্ষক জখম হয়েছেন।

যদিও চামাগ্রাম হাইস্কুল ও ক্যামদিটোলা হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকরা জানিয়েছেন, সরকারিভাবে কিছুই জানানো হয়নি। সবকিছু জানার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। চামাগ্রাম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শক্তিপদ সরকারের কথায়, 'সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চিহ্নিত করা যাবে। ওই পরীক্ষার্থীদের নাম, রোল নম্বর দেখে ক্যামদিটোলা হাই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত করতে পারবেন।'

অপরদিকে ক্যামদিটোলা হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলামের বক্তব্য, 'কোন কোন স্কুলকে শোকজ করেছে জানি না। সেদিন তিন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ছিল। চার স্কুলের প্রধান শিক্ষক রয়েছে। যদি ধরে নিই ক্যামদিটোলা হাই মাদ্রাসাকে শোকজ করেছে তবে অপরটি *এরপর দশের পাতায়*

'সাজানো' কেসে ৪ বছর কারাবাস

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৬ মার্চ : মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তিকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসাবে প্রায় চার বছর জেল খাটতে হল। পুলিশের 'সাজানো' কেসের ভিত্তিতে ওই ব্যক্তিকে কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিল মেখলিগঞ্জ আদালত। বুধবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি ডঃ অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দি রয়েছেন শ্যামলচন্দ্র পাল নামে ওই ব্যক্তি। প্রসঙ্গত উত্তরবঙ্গ সংবাদই প্রথম শ্যামলকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পাঠানোর খবর প্রকাশ করেছিল।

> আইনি পদক্ষেপ করতে চাই না। যত দ্রুত সম্ভব আমার স্বামীকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হোক। দীর্ঘদিন ধরে জেলে রয়েছেন আমার স্বামী। ওঁকে দেখতে যাওয়ার মতো সামর্থ্যও আমার হয়নি।
>
> **চায়না কুণ্ডু পাল,** স্ত্রী

আদালতের রায়ে প্রশ্ন উঠেছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। কীভাবে পুলিশ একজন দেশের নাগরিককে বাংলাদেশি হিসেবে আদালতের কাছে পেশ করল, কী তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁকে বাংলাদেশি নাগরিক হিসাবে প্রতিপন্ন করেছিল, সব নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

২০১৯ সালে হঠাৎ একদিন নিখোঁজ হয়ে যান কোচবিহার জেলার দিনহাটা-১ ব্লকের নিগমনগরের দ্বিতীয় খণ্ড ভাংনি এলাকার বাসিন্দা শ্যামলচন্দ্র পাল। তাঁর বাবার নাম খগেন্দ্রনাথ পাল। বাবা-মা ছাড়াও বাড়িতে তাঁর স্ত্রী চায়না কুণ্ডু পাল, ছেলে ও মেয়ে আছেন। বর্তমানে তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়েছে, ছেলে দিনহাটায় একটি দোকানে কাজ করেন।

শ্যামল মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ায় বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে তাঁর পরিবার। একদিন পর তাঁর মা করুণারানি পাল মাথাভাঙ্গা থানায় ছেলে নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর কেটে যায় দুটি বছর। পরিবার যেমন খুঁজে পায়নি শ্যামলকে, তেমনই পুলিশের তরফে শ্যামলের কোনও হদিস পরিবারকে দেওয়া হয়নি। ২০২২ সালে একদিন দিনহাটার পাল পরিবারের কাছে খবর আসে বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের অধীনে বহরমপুর মানসিক হাসপাতালে সাজাপ্রাপ্ত বন্দি হিসাবে রয়েছেন শ্যামল। কিন্তু বিশেষভাবে সক্ষম ছেলে জেলে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে পরিবার জানতে পারে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে জেল খাটছেন শ্যামল। পুলিশের খাতায় শ্যামল হয়ে গিয়েছেন হরিলালচন্দ্র পাল। বাবার নাম হয়েছে থাক্কাচন্দ্র পাল। ঠিকানা দেখানো রয়েছে বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার ডালনা।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিনহাটা-১ ব্লকের দ্বিতীয় খণ্ড ভাংনি এলাকায় শ্যামলের বাড়িতে গিয়ে দেখা মিলল স্ত্রী চায়নার। সার্কিট বেঞ্চের নির্দেশে স্বামী *এরপর দশের পাতায়*

পিছিয়েই থাকা নাকি উন্নয়ন?
কোন পথে হবে উত্তরের উত্তরণ
বলবেন আপনারাই
লিখব আমরা
আপনাদের মনের কথা
উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

মুখোশ নিয়ে খেলা খেলা

বৃহস্পতিবার কুশমণ্ডিতে ছবিটি তুলেছেন সৌরভ রায়।

ফের রায়গঞ্জে পুকুর ভরাট, কাঠগড়ায় তৃণমূল

রায়গঞ্জ, ৬ মার্চ : রায়গঞ্জ শহরে ফের উঠল পুকুর ভরাটের অভিযোগ। এবার অভিযোগ উঠল রমেন্দ্রপল্লি থেকে। বিরোধীরা এর জন্য কাঠগড়ায় তুলেছে তৃণমূলকে। পুকুর ভরাটের পিছোনে প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন মদত দেখতে পাচ্ছে বিরোধীরা। কটাক্ষ, প্রশাসন জেগে ঘুমোচ্ছে। যদিও 'দাদাদের ভয়ে' মুখে কুলুপ এঁটেছে এলাকাবাসী।

পুকুর ভরাট চলছে রমেন্দ্রপল্লি এলাকায় প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ দাসের বাড়ির ঠিক কাছেই। অনেকে মনে করছেন আগামীতে এখানে বড় ফ্ল্যাট তৈরি হবে। রায়গঞ্জ শহরে পুকুর ভরাটের অভিযোগ এই প্রথম নয়। সিপিএমের রায়গঞ্জ শহর এরিয়া কমিটির সম্পাদক তীর্থ দাসের অভিযোগ, 'তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর পুকুর ভরাট কোনও গোপন বিষয় নয়, প্রকাশ্যেই চলছে। স্থানীয় কাউন্সিলার এবং অসাধু প্রোমোটারের গোপন বোঝাপড়ায় এমনটা হচ্ছে।'

পুকুর বোজানো হচ্ছে রমেন্দ্রপল্লি এলাকায়। রায়গঞ্জে।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্তের কথায়, 'রায়গঞ্জে পুকুর ভরাট নতুন বিষয় নয়। মূলত পুকুর মালিকদের ভয় দেখিয়ে কম দামে পুকুর কিনে পরবর্তীতে সেখানে ফ্ল্যাট তৈরি করে বিক্রি করা হচ্ছে।'

বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার স্পষ্টভাবে অভিযোগ তুলেছেন, 'যারা পুকুর ভরাট করছে তারা সকলেই তৃণমূল পোষিত ও আশ্রিত। আমরা গত বছর ভূমি দপ্তরে মৌখিকভাবে বিষয়টি জানিয়েছিলাম। কিন্তু কর্তাদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। আসলে তাঁদের টাকার ভাগ পৌঁছে যায়। ওই এলাকায় সাংবাদিক খবর করতে গেলে তাড়া করে অসাধু ব্যক্তিরা। সেখানে উত্তরবঙ্গ সংবাদ সাহসিকতার সাথে এগুলো নিয়ে খবর করছে তার জন্য কুর্নিশ জানাই।'

সমস্ত বিষয়টা প্রশাসনের উপরই ছেড়েছে রায়গঞ্জ পুরসভা। পুরসভার উপ পুর প্রশাসক অরিন্দম সরকারের সাফাই, 'এখানে আমাদের কোনও মদত নেই। প্রশাসনকে অবগত করা হয়েছে কিনা সেটা দেখতে হবে। যদি সত্যিই পুকুর ভরাট হয় তাহলে তা ঠিক হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'

প্রাণে খুশির তুফান...। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

অধ্যাপক আবার পুলিশি হেপাজতে

রায়গঞ্জ, ৬ মার্চ : শিক্ষক সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রায় ৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে সোমবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল অধ্যাপক জোসেফ সরেনকে। রায়গঞ্জ জেলা আদালতের গেটের বাইরে আসতেই ইটাহার থানার পুলিশ ওই অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার রায়গঞ্জ সিজিএম আদালতে তোলা হলে বিচারক অভিযুক্ত অধ্যাপক জোসেফ সরেনকে প্রতারণার অভিযোগে দুইদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বৃহস্পতিবার পুনরায় ধৃত অধ্যাপককে আদালতে তোলা হলে আরও দুইজন প্রতারিত আরজাউল হক ও ঘুটু মহম্মদ অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ফের ওই অধ্যাপককে দুইদিনের পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয় বলে জানান আইনজীবী মন্তোষ সরকার।

অনুপ্রবেশ রোধ

হেমতাবাদ, ৬ মার্চ : ভারত - বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া কেটে এপারে প্রবেশের চেষ্টা করল একদল বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। বৃহস্পতিবার ভোররাতে উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ ব্লকের চৈনগর পঞ্চায়েত এলাকার মাকরহাট সীমান্তের এই ঘটনা ঘটে। যদিও বিএসএফ জওয়ানরা ঘটনাস্থলে যেতেই অনুপ্রবেশকারীরা পালিয়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দা মৈনুল হক বলেন, মাস ছয়েক আগেও তার কাটার ঘটনা ঘটে। আজ ভোর রাতে আবার ঘটেছে । এমন ঘটনা লেগেই রয়েছে এই এলাকায় । তবে বিএসএফের কড়া নজরদারির জন্য অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকতে পারছে না। হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা বলেন, 'খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছয়। তবে কোন অনুপ্রবেশকারী সীমান্ত পেরোতে পারেনি। কাঁটা বেড়া মেরামত করা হয়েছে।'

কলেজ ছাত্রীর গচ্চা ৫১ হাজার টাকা

রূপক সরকার ও পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৬ মার্চ: ফিক্স ডিপোজিটে টাকা জমা হচ্ছে না। তাই আধার কার্ডেরসঙ্গে প্যান কার্ডের লিংক করাতে গিয়ে ৫১ হাজার টাকা খোয়ালেন কলেজছাত্রী অজ্বিনী সাহা। বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই তিনি বালুরঘাটে সাইবারথানার দ্বারস্থ হন।

অজ্বিনী সাহারবাড়ি কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গায়। বর্তমানে পতিরামের উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝিয়ান ক্যাম্পাসে প্রথম বর্ষের ছাত্রী। এদিন সকালে ব্যাংক ম্যানেজারের পরিচয় দিয়ে একজন তাঁকে ফোন করেন। বলেন, তাঁর (অজ্বিনীর) আধারের সঙ্গে প্যানকার্ডের লিংক না থাকায় ফিক্স ডিপোজিটে টাকা জমা হচ্ছে না। তাই দ্রুত লিংক করাতে হবে। এর জন্য তার মোবাইলে

সাইবার প্রতারণা

যাবে একটি ওটিপি। তারআগে ছাত্রীর থেকে প্যানকার্ড নম্বর চেয়ে নেনফোনেরওপরপ্রান্তেথাকাব্যক্তি। ফোনে কথা বলতে বলতেই ছাত্রীর মোবাইলে ওটিপি আসে। আর সেটাদিতেই অজ্বিনীর অ্যাকাউন্ট থেকে৫১ হাজার টাকা গায়েব হয়ে যায়। সেই মেসেজ আসে ছাত্রীর মোবাইলে। এতেই বুঝতে পারেন তিনি সাইবার প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

অজ্বিনী সাহা বলেন, 'বাইরে থাকি। তাই আমার কাছে মাঝে মধ্যেই ব্যাংক থেকে ফোন আসে। নানা কারণে ব্যাংকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করতে হয়। এদিনএকজন ব্যাংকের ম্যানেজার পরিচয় দিয়ে আমায় ফোন করে। আমায় ফোনে যা যা করতে বলা হয়েছিল করেছি। ওটিপি দিতেই অ্যাকাউন্ট থেকে ৫১ হাজার টাকা গায়েব হয়েছে। বাবা অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতেন। সেই টাকা খোয়া গিয়েছে।' বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন ডিএসপি হেডকোয়ার্টার্র বিক্রম প্রসাদ।

চাকরি জীবনের প্রথম স্কুলে উপস্থিত সুকান্ত

রূপক সরকার ও বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

বালুরঘাট ও পতিরাম, ৬ মার্চ : কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের চাকরি জীবনে প্রথম স্কুল ছিল রাজুয়া সখী সুন্দরী হাইস্কুল। বৃহস্পতিবার দুপুরে সেই স্কুলে গেলেন সাংসদ। স্কুলে গিয়েই নস্টালজিক হয়ে পড়লেন তিনি। স্কুলের পুরোনো কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি পড়ুয়াদের সঙ্গেও আলাপচারিতায় মেতে উঠলেন। স্কুলের প্রাক্তন সহকর্মীকে পেয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন বর্তমান শিক্ষক- শিক্ষিকারা।

২০০৭ -য়ে সুকান্ত মজুমদার এই স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। মাত্র এক বছর ছিলেন। পরে কলেজে চাকরির সুযোগ পান। বিগতদিনে একাধিকবার ওই এলাকা দিয়ে গেলেও পরে স্কুলে ঢোকা হয়নি। যা নিয়ে কিছুটা হলেও আক্ষেপ ছিল সুকান্তর। অবশেষে এদিন ওই এলাকায় একটি নাটমন্দিরের উদ্বোধনে গিয়ে নিজের পুরোনো স্কুলে যান তিনি।

সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'চাকরি জীবনে এই স্কুলে প্রথম শিক্ষকতা করি। ২০০৭ - ২০০৮ সাল পর্যন্ত ছিলাম। এর আগেও বহুবার স্কুলের পাশ দিয়ে গিয়েছি। কিন্তু স্কুলে ঢোকা হয়নি। আজ সুযোগ পেয়েই স্কুলে চলে এলাম। আমার সময়ের অনেক সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হল। কথা বললাম। সুযোগ পেলে আবার আসব।'

প্রধান শিক্ষক উজ্বল শীল বলেন, 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার আমাদের স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। আজ স্কুল পরিদর্শনে এসে ওনাকে স্কুলের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।'

একই দিনে বোল্লার সরণগ্রামে নির্মীয়মাণ নাটমন্দিরের কাজ খতিয়ে দেখলেন সাংসদ সুকান্ত। মন্দির তৈরি করতে খরচ হচ্ছে দশ লক্ষ টাকা। অর্থ বরাদ্দ হয়েছে সাংসদ তহবিল থেকে। সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে ছিলেন জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী ও অন্য নেতারা।

জনমত যাচাইয়ে আসছেন রাহুল, প্রিয়াংকা

মালদা, ৬ মার্চ : ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় কার সঙ্গে হাত মেলাবে কংগ্রেস, তা নিয়ে দিল্লি থেকে হাইকমান্ড কোন মতামত চাপিয়ে দেবেনা। সাধারণ কর্মীরাই সেই সিদ্ধান্ত নেবেন। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানান রাজ্যের এক মাত্র কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রের সাংসদ এদিন বলেন, 'এই বছরের মাঝামাঝিতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি আসবেন। জোট নিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের জনমত নেবেন তাঁরা। বাংলার কংগ্রেস যা চাইবে, তাতেই সম্মতি দেবে দিল্লি।'

ইশা এদিন বলেন, 'প্রদেশ কংগ্রেসের বৈঠকে জোট নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ছাব্বিশের ভোটের আগে সংগঠনের শক্তি বাড়াতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ঠিক হয়েছে, জেলা কমিটি, ব্লক কমিটি, অঞ্চল কমিটিগুলো পুনর্গঠন করার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে তুলে আনা হবে। বাড়ানো হবে মহিলা কর্মীদের সক্রিয় আংশ গ্রহণ।'

সীমানা প্রাচীর নিয়ে বিবাদ

বৈষ্ণবনগর, ৬ মার্চ : বাড়ির সীমানা প্রাচীর দেওয়াকে কেন্দ্র করে মারধরের ঘটনায় পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করল। ধৃতের নাম দেবাশিস দাস। বাড়ি বেদরাবাদের সহজপল্লি।

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাজু দাস নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে বাড়ির সীমানা প্রাচীর দেওয়াকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোল বাধে আত্মীয় দেবাশিস দাসের।

তাঁর বিরুদ্ধে রাজু দাসকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। ঘটনার দিন রাজু দাস বৈষ্ণবনগর থানায় দেবাশিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। তার ভিত্তিতে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ দেবাশিস দাসকে গ্রেপ্তার করে।

২টি ট্র্যাক্টর আটক

করণদিঘি, ৬ মার্চ : অবৈধ মাটি কাটা এবং পাচারের দায়ে দুটি ট্র্যাক্টর আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন ভূমি দপ্তরের আধিকারিক। করণদিঘি ভূমি দপ্তরের আধিকারিক বিপুল বসাক বলেন, 'গোপন সূত্রে খবর পাই, রাজস্ব না দিয়ে অবৈধভাবে মাটি কাটা চলছিল ভুলকি এলাকায়। সেখানে ছাপা মারতেই মাটি ভর্তি দুটি ট্র্যাক্টর আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।'

নলডুবিতে যানজটে দুর্ভোগ

পুরাতন মালদা, ৬ মার্চ : পুরাতন মালদা শহরের নলডুবি রেলগেটে ফ্লাইওভার তৈরির দাবি আজও মেটেনি। ফলে সেখানে ঘনঘন যানজট সমস্যা লেগেই রয়েছে। ভোগান্তি পোহাচ্ছেন শহরের মানুষ। দুর্ভোগ কমাতে এলাকায় দ্রুত ফ্লাইওভার তৈরির দাবি জানানো হয়েছে। পুরকর্তারা বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি করেছেন বলে দাবি করেন।

পূর্ত দপ্তর থেকে ১৫ কোটি টাকা খরচ করে শহরে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ চলছে। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল যানজট থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া। কিন্তু ফ্লাইওভার তৈরি না হলে যানজট সমস্যা মিটবে না বলে নিশ্চিত বাসিন্দারা। এ বিষয়ে মঙ্গলবাড়ি শহরের বাসিন্দা তথা গৌড় কলেজের অধ্যাপক বিজয়কুমার ঘোষ বলেন, 'মঙ্গলবাড়ি রেলগেটে ফ্লাইওভার প্রয়োজন। ফ্লাইওভার হলে চলাচলের পথ আরও সুগম হবে। এ নিয়ে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।' পুর চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ বলেন, 'মঙ্গলবাড়ি রেলগেটের সমস্যা সমাধানের জন্য লিখিত আকারেপ্রস্তাব জেলা প্রশাসন এবং রেল কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হয়েছে।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

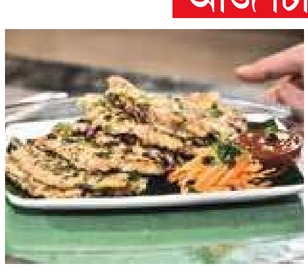

নারীদের জন্য পর্বে **শসার উত্তপম** এবং **ড্রিংক ফর ওয়েট লস** তৈরি শেখাবেন সম্পা গড়াই। **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ ভাই আমার ভাই, ১০.০০ দেবতা, দুপুর ১.০০ নাটের গুরু, বিকেল ৪.০০ ক্রিমিনাল, সন্ধে ৭.৩০ আওয়ারা, রাত ১০.৩০ রোমিও ভার্সেস জুলিয়েট, ১.০০ নেটওয়ার্ক

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ বাবা কেন চাকর, দুপুর ২.৩০ আশ্রয়, বিকেল ৫.০০ অভাগিনী, রাত ১২.৩০ অ্যাবি সেন

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ শুধু তোমারই জন্য, বিকেল ৪.৩০ রাম লক্ষ্মণ, সন্ধে ৭.৩০ ঘাতক, রাত ১০.৩০ মন মানে না

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মহুলবনীর সেরেঞ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে, রাত ৯.০০ ক্রিশ ক্রস

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পথ

জি সিনেমা : সকাল ১০.১৬ ধমাল, দুপুর ১২.৫৬ হম আপকে হ্যায় কওন!, বিকেল ৫.১১ অন্তিম: দ্য ফাইনাল ট্রুথ, রাত ৮.০০ আরআরআর, ১১.৪৪ গুমনাম

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৫৭ ভোলা, দুপুর ১.৪৬ রাম লখন, বিকেল ৫.৩০ নাম্বার ওয়ান বিজনেসম্যান, রাত ৮.০০ কৃশ, ১১.৪০ এক্সএক্সএক্স।

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৪১ লভ হস্টেল, ২.১৮ তরলা, বিকেল ৪.২৭ সোনচিড়িয়া, সন্ধে ৬.৪৭ রানওয়ে ৩৪, রাত ৯.০০ ফ্যরে, ১০.৫৬ মিলি

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.০২ সত্যমেব জয়তে, দুপুর ২.২৬ ইজ্জত কি রোটি, বিকেল ৪.৫৭ সজন চলে সসুরাল, সন্ধে ৭.৫৫ পিকে, রাত ১১.০৪ তেজস্বিনী

স্টার মুভিজ : বেলা ১১.৩০ দ্য মেগ, বিকেল ৫.১৫ ডেডপুল, সন্ধে ৭.০০ সাং-চি অ্যান্ড দ্য লেজেন্ড অফ দ্য রিংস, রাত ৯.০০ এয়ার ফোর্স ওয়ান, ১১.০০ বে ওয়াচ

রমেডি নাউ : দুপুর ১২.৫৫ অলোহা, ২.৪০ প্রিটি উত্ত্যমান, সন্ধে ৬.০০ লাইফ ফর সামথিং লাইক ইট, রাত ১০.২৫ ফায়ারহাউস ডগ

আওয়ারা সন্ধে ৭.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

ফ্যরে রাত ৯.০০ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

অ্যাগ্রেসিভ ওয়াইল্ড সন্ধে ৬.৪৮ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

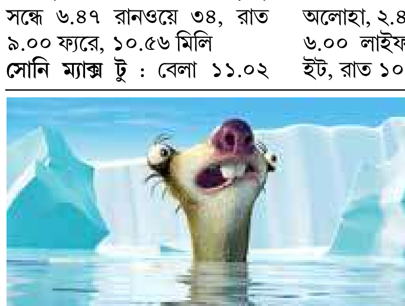

আইস এজ টু ঃ দ্য মেল্ট ডাউন বিকেল ৫.০৮ মুভিজ নাউ

চাহিদা মেটাতে পরিসর বাড়াচ্ছে ব্লু স্টার

নিউজ ব্যুরো

৬ মার্চ : আসন্ন গ্রীষ্মকালে জনসাধারণের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ব্লু স্টার লিমিটেড রেফ্রিজারেশন পণ্যগুলিকে নতুনভাবে নিয়ে আসতে চলেছে। ৮০ বছরের বেশি সময় ধরে ব্লু স্টার রেফ্রিজারেশন পণ্য তৈরিতে সুনাম অর্জন করেছে। উদ্যানপালন, দুধ, আইসক্রিম, পোলট্রি, প্রক্রিয়াজাত খাবার, ফার্মাসি প্রভৃতি ক্ষেত্রে আরও আকর্ষণীয় রেফ্রিজারেশন পণ্য নিয়ে আসছে। বিভিন্ন পরিমাপের ফ্রিজার, ডিপ ফ্রিজার, স্টোরেজ ওয়াটার কুলার প্রভৃতি তৈরি করবে।

ব্লু স্টারের ডিপ ফ্রিজার ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কুলিং পারফরমেন্স অফার করছে। মাত্র ষোলো হাজার থেকে দাম শুরু। স্টোরেজ ওয়াটার কুলারগুলি ১৫ থেকে ১২০ লিটার পর্যন্ত ধারণক্ষমতার। যা স্কুল কিংবা যে কোনও প্রতিষ্ঠানের জন্য খুবই কার্যকরী হতে চলেছে। অতিনিম্ন তাপমাত্রার ফ্রিজার, ভ্যাকসিন ট্রান্সপোর্টার যেগুলি ফার্মাসিউটিক্যাল স্টোরেজের চাহিদা পূরণ করবে।

ব্লু স্টার এয়ার কন্ডিশনার ও বাণিজ্যিক রেফ্রিজারেশন বিক্রির পর গ্রাহক পরিষেবায় ভারতে শীর্ষস্থানে রয়েছে। সেই পরিষেবা আরও বাড়াতে ইতিমধ্যে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে।

গ্র্যান্ড পুল ক্যাম্পাস নিয়োগ এনবিইউয়ে

নিউজ ব্যুরো

৬ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগ ও আদিত্য বিড়লা গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে গ্র্যান্ড পুল ক্যাম্পাস নিয়োগ অভিযান সম্পন্ন হল সফলভাবে।

এই অভিযান উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের এমবিএ চতুর্থ সেমেস্টারের পড়ুয়াদের পাশাপাশি শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ এবং নামচির সিকিম অ্যালপাইন ইউনিভার্সিটির বিজনেস অ্যাডমিনেস্ট্রেশন বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, শিক্ষা ও শিল্পের মধ্যে সহযোগিতা দৃঢ় করা এবং প্লেসমেন্ট ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ডঃ সনময় মালিক, ট্রেনিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সেলের প্লেসমেন্ট কনভেনার এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রধান।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল, আদিত্য বিড়লা গ্রুপের নিয়োগ দলের প্রি-প্লেসমেন্ট টক প্রেজেন্টেশন, যেখানে কোম্পানির কাজের সংস্কৃতি, ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ ও নিয়োগের নীতিমালা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য দেওয়া হয়। এই গ্র্যান্ড পুল ক্যাম্পাস নিয়োগ অভিযান ফের প্রমাণ করল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চমানের চাকরির সুযোগ তৈরি করতে বদ্ধপরিকর।

পিএম শ্রী জহর নবোদয় বিদ্যালয়, বারোবিশা, আলিপুরদুয়ার

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৬.০৩.২০২৫

জনসাধারণকে এতদ্বারা সূচিত করা হচ্ছে যে পিএম শ্রী জহর নবোদয় বিদ্যালয়, বারোবিশা আলিপুরদুয়ারে বাতিলকরণ প্রক্রিয়া অনুসারে অনুপযোগী কম্পিউটার এবং জুনিয়ার সায়েন্স ল্যাবের জিনিসপত্রের নিলাম করা হবে। ইচ্ছুক ব্যক্তি/ফার্ম কার্যালয় অবধিতে তারিখ ১৫.০৩.২০২৫ 'এতে যোগাযোগ করতে পারেন। নিলাম তারিখ ১৭.০৩.২০২৫ 'এতে বিদ্যালয়ে সকাল ১১.০০ টায় যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে করা যাবে।

প্রাচার্য
জহর নবোদয় বিদ্যালয়,
আলিপুরদুয়ার

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA, SUKNA

ADMISSION NOTICE: 2025-26

Online Registration for Admission to **Class I and Balvatika-3** in Kendriya Vidyalaya Sukna for the **Academic Session 2025-26** will commence from **07.03.2025 10:00 AM onward to 21.03.2025 up to 10:00 PM**. Registration details for admission can be obtained through the website. Link to apply online for Class 1: https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in Link to apply online for Balvatika 3: https://balvatika.kvs.gov.in. Parents must carefully go through the instructions on the portal before using it.

Offline Registration for **Class II to VIII** will commence from **02.04.2025 to 11.04.2025**. Forms may be collected from the Vidyalaya between **12:30 PM to 02:00 Noon**. Registration for Class II to VIII will be done only if vacancies exist.

Principal, KV Sukna
Tele:- 0353 - 2573375

Spoken English

ক্লাসে/বাড়িতে সবার জন্য অনবদ্য স্পোকেন ইংলিশ কোর্স। M.P./H.S. '25-দের স্পেশাল ক্লাস শুরু হচ্ছে।- 86375-28788. (C/115210)

TENDER NOTICE

Notice inviting e-tender by the undersigned vide N.I.T NO 07(e)/HGP/2024-25 DATED-04/03/2025 and N.I.T NO 08(e)/HGP/2025 DATED-04/03/2025 Of Hiranandapur Gram Panchayat for Details Visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan
Hiranandapur Gram Panchayat

রঙিয়া ডিভিশনে বিদ্যুতায়নের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-২৫-২০২৪-২৫; তারিখ ঃ ০৫-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম ঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও ইয়ার্ডে লাইন নং- ১৯ -এর বিদ্যুতায়নের কাজ এবং ওয়ার্কশপের শান্টিং নেকের বর্ধিত অংশ -এর ব্যবস্থার সাথে যুক্ত টিআরডি (পিএসআই) সম্পর্কিত কাজ। বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ৮২,৬০,৭৩৬.২৯/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,৬৫,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৬-০৩-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৬-০৩-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডারনথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁওয়ে কলোনির রাস্তার উন্নতি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১১ অব ২০২৫; তারিখঃ ২৮-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.ঃ ডিসিই এসটিএমএলজি-১৩-২০২৫। কাজের নাম ও স্থানঃ (ক) মালিগাঁওয়ে - এসএসই/ডব্লিউ/এইচকিউ-র এক্তিয়ারের ৭.০ কিমি কলোনির রাস্তার উন্নতি- পূর্ব গোটানগরে ২.৮ কিমি ও সেন্ট্রাল গোটানগরে ৪.২ কিমি। (খ) মালিগাঁওয়ে - এসএসই/ডব্লিউ/এইচকিউ-র এক্তিয়ারের অধীনে ৭.০ কিমি কলোনির রাস্তার উন্নতি- পূর্ব মালিগাঁওয়ে ২.৭ কিমি, পশ্চিম মালিগাঁওয়ে ২.৮ কিমি ও সেন্ট্রাল গোটানগরে ১.৫ কিমি। টেন্ডার মূল্যঃ ৯,২৬,৩৪,৫৯১.৪৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ৬,১৩,২০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৪-০৩-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২৪-০৩-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. চিফ ইঞ্জিনিয়ার/এস্টেট, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ট্রলি এবং ডিজি সেটসমূহের লোডিং এবং পরিচালন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এম-টিএছকে-২০২৫ -১৪ তারিখঃ ০৩-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ লক্ষ্ণৌ এনই মণ্ডল, উত্তর পূর্ব রেলওয়ের গোণ্ডা-গোরখপুর ...

জ্যেষ্ঠ ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিক্রয়

Sale Tata LPT 1512-2021-WB-78-6177. Ph : 03552 291151. (C/115178)

Sale Eicher Pro 2110-2022- WB-73-G-3056. Ph : 03532950301. (C/115177)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি খামারবাড়িতে সর্বক্ষণ থাকার জন্য 1 জন মাঝবয়সি লোক চাই। M-9002590042 (C/115223)

সিকিউরিটি গার্ডের কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়ার সুবিধা ও অন্যান্য সুবিধা। M-8927713227 (C/115223)

ভাড়া

শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায় বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। 8370949304, 98323-56037, সময় - 9 A.M. - 8 P.M. (C/115170)

অ্যাফিডেভিট

Sworn by Notary Public I Sudha Debi Thakur W/o 13765392Y Rank HAV Sunil Thakur, C/o- 56 APO R/o- Champasari, Siliguri, Darjeeling hereby declare that Sudha Debi Thakur and Sudha Devi Thakur is same and one identical person. (C/115181)

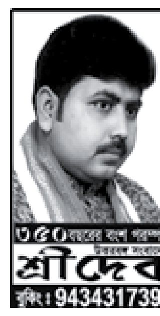

আজ ও কাল
আলিপুরদুয়ার ৯.৩
শিলিগুড়ি ১০/১১
জলপাইগুড়ি
শ্রীদেবাচার্য্য
ফোনঃ 9434317391/9163667741

e-Tender Notice

DDP/N-36/2024-25 & DDP/N-40/2024-25

e-Tenders for 02 (Two) no. of works under 5th SFC & 15th FC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-36/2024-25 is 21.03.2025 at 15.00 Hours & DDP/N-40/2024-25 is 17/03/2025 at 14.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
CHHAAVA
*ing : Vicky Kausal, Rashmika Mandana
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাড়ির কোনও গুরুজনের শারীরিক কারণে ব্যয় বাড়বে। পাওনা আদায় করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। **বৃষ ঃ** লটারি বা ফাটকায় আর্থিক ক্ষতি। স্ত্রীর পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা কাটবে। **মিথুন :** আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে পারিবারিক বিবাদ আরও বাড়বে। **কর্কট :** কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতায় কঠিন কাজ সমাধান করতে পারবেন। শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায় যুক্তদের সাফল্য মিলবে। **সিংহ :** গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাগজপত্রে সই করার আগে বাড়ির লোকের সঙ্গে পরামর্শ করুন। পড়াশোনায় সামান্য বাধা। **কন্যা :** আর্থিক ব্যাপারে চিন্তা হলেও সন্ধের পর তা কেটে যাবে। দাম্পত্যে একটু সময় দিন। **তুলা :** পাশের বাড়ির লোকের সঙ্গে খুব বুঝেশুনে কথা বলুন। ব্যবসায় সমস্যা বাড়তে পারে। **বৃশ্চিক :** সেবামূলক কাজে নিজেকে যুক্ত করতে পেরে তৃপ্তি পাবেন। জমি, বাড়ি কেনাবেচায় সমস্যা হতে পারে। **ধনু :** রাস্তাঘাটে খুব সতর্কভাবে চলাফেরা করুন। সংসারে আপনার কথার ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। **মকর :** ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যাকুলতা বাড়বে। **কুম্ভ :** কাউকে টাকা ধার দিয়ে আফসোস করতে হতে পারে। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা মিটবে। **মীন :** ব্যবসায় ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে বাধা আসতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২২ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ১৬ ফাল্গুন, ৭ মার্চ, ২০২৫, ২২ ফাগুন, সংবৎ ৮ ফাল্গুন সুদি, ৬ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫৯, অঃ ৫।৩৮। শুক্রবার, অষ্টমী দিবা ১।৩২। মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ৩।২২। প্রীতিযোগ রাত্রি ১০।৮। ববকরণ দিবা ১।৩২ গতে বালবকরণ রাত্রি ১২।৪৩ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, অপরাহ্ন ৪।৫ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাত্রি ৩।২২ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ১।৩২ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৮।৫৪ গতে ১১।৪৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪৪ গতে ১০।১৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।৩২ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৩।২২ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১।৩২ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নিষ্ক্রমণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট এবং নবমীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৩ মধ্যে ও ৮।১ গতে ১০।২৮ মধ্যে ও ১২।৫৪ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৪।৯ গতে ৫।৩৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২১ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ৩।১৩ গতে ৪।১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩০ গতে ১১।১৭ মধ্যে ও ৪।১ গতে ৫।৫৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভাঙা টালির চালের ফাঁক দিয়ে উত্তরহীন প্রশ্ন ওড়ে

কতবার আবেদন করলে মিলবে সুবিধা

শেখ পান্না

রতুয়া, ৬ মার্চ : বয়স পেরিয়েছে পঁচাত্তর। স্ত্রী ফুলবতীর হাত ধরে ভাঙা ঘরের দুয়ার থেকে গঙ্গার গতিবিধি বোঝেন বৃদ্ধ দীনেশ কর্মকার। এই বর্ষা কি পেরোবে? পেটে খিদে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। চাঁদোয়ার টালি ভেদ করে ঘরের ভিতরে পড়ে চাঁদের আলো। ঘুমন্ত ফুলবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে অনুযোগ, 'রাতে খ্যাতেও দিলি না!' যদিও পরক্ষণেই বুঝতে পারেন, দোষটা স্ত্রীর নয়। ঘরে আনাজ না থাকলে ফুলবতীই বা কী করবে! সে নিজেও তো খালি পেটে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভেঙে পড়া ঘর। বৃহস্পতিবার রতুয়ায়। - সংবাদচিত্র

রতুয়া-১ ব্লকের মহানন্দটোলা পঞ্চায়েতের জিতুটোলা গ্রামের বাসিন্দা দীনেশবাবুরা। চারদিকে কঞ্চির দেওয়াল, তার উপর মাটির প্রলেপ। এভাবে তৈরি দুটি ঘরই ছিল সম্বল। একটা সময় শরীরে জোর ছিল। খাটতেন খেতেন। একটা মেয়ে ছিল। বিয়েও দিয়েছেন। আর ছেলেপুলে হয়নি। ক'বছর ধরেই শরীরের জোর কমছিল। একটুতেই হাঁপিয়ে উঠতেন। আগের মতো কাজ করতে পারতেন না। বছরখানেক ধরে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। মেয়ে মাঝেমধ্যে আসে। বাবা-মাকে দেখে যায়। এটা-ওটা দিয়ে যায়। ক'দিন পেট ভরে খাবার জোটে। ফুরিয়ে গেলে সব আবার আগের মতো। চেয়েচিন্তে দিন গুজরান।

এসব মানুষের জন্য মানবিক রাজ্য সরকার। একাধিক প্রকল্প। বিনা পয়সায় পাকাবাড়ির হাতছানি। শুধু আবেদন জানালেই হল। দীনেশবাবুরা আবেদন করেছেন। একবার নয়, বারবার। কিন্তু সরকারি কোনও সহায়তা পাওয়া দূরের কথা, তার বাজনাও শোনেননি। ফুলবতী বলছেন, '৫০ বছর হয়ে গেল এখানে আসা, কোনও কিছুই পাইনি। কেউ কোনও উপকার করেনি। কতবার আবেদন করেছি। কিছুই সরকারি সুবিধে পাইনি। বিডিওকেও জানিয়েছি। কাজ হয়নি। স্বামী ১০ বছর ধরে কাজ করতে পারে না। দেড় বছর ধরে বিছানায় পড়ে। একটাই মেয়ে। বিয়ে হয়ে গিয়েছে। শুধু লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকাটা জুটেছে। ব্যস, সেখানেই সব শেষ! বিল মেটাতে না পারায় বিদ্যুৎ নেই। ১২ হাজার টাকা বিল করেছিল। দেব কোথা থেকে? এভাবেই দিন কাটছে।'

> ৫০ বছর হয়ে গেল এখানে আসা, কোনও কিছুই পাইনি। কেউ কোনও উপকার করেনি। কতবার আবেদন করেছি। কিছুই সরকারি সুবিধে পাইনি। বিডিওকেও জানিয়েছি। কাজ হয়নি।
>
> **ফুলবতী কর্মকার**, গৃহবধূ

গ্রামের সবাই অভাবী কর্মকার দম্পতির কাহিনী জানেন। রাধেশ্যাম মণ্ডল বলছেন, 'খুব কষ্টের সংসার। দীনেশের বউ সবজি বিক্রি করে যা পায় তাতেই পেট চালায়। দুজনের কেউ কোনও ভাতা পায় না। আবাস যোজনার বাড়ি জোটেনি। অথচ যাদের দরকার নেই, তারা ঘর পেয়েছে। এরা পয়সা দিতে পারে না। তাই ঘর জোটে না, ভাতা জোটে না। এদের ভাতাটা দরকার। ওদের সেটা দেওয়া হোক। অন্তত দুবেলা খেয়ে বাঁচতে তো পারবে। সরকারি বাড়িটা পেলে রোদ-ঝড়-বৃষ্টিতে মাথাটুকু বাঁচাতে পারবে।'

বিডিও রাকেশ টোপ্পোর বক্তব্য, 'ফুলবতী কর্মকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন। তাঁর স্বামী দীনেশ কর্মকার বার্ধক্য ভাতার আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর আবেদন অনুমোদনও করা হয়েছে। তবে মোবাইল নম্বর নিয়ে একটু সমস্যা রয়েছে। তাঁদের ডেকে সেই সমস্যার সমাধান করে দেওয়া হবে। তাঁদের বাড়ি ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। আবাসের নতুন তালিকা তৈরি হলে তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হবে।'

কেন্দ্রের রণাঙ্গন পোর্টালে ব্রাত্য 'ব্যাটল অফ হিলি'

বিধান ঘোষ

বালুরঘাট ও হিলি, ৬ মার্চ : ভারত রণভূমি দর্শন পোর্টালে ব্রাত্য থাকল হিলি। অথচ ১৯৭১ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের তাৎপর্যপূর্ণ রণাঙ্গন ছিল দক্ষিণ দিনাজপুরের এই সীমান্ত অঞ্চল। এমনকি সেনা দিবসে ওই পোর্টালের উদ্বোধনেও যুক্ত ছিল হিলি শহিদ বেদি প্রাঙ্গণ। তা সত্ত্বেও হিলি রণাঙ্গনের সেখানে ঠাঁই হয়নি। কেন্দ্র সরকারের তৈরি পোর্টালটি সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসতেই বির্তক শুরু হয়েছে। হিলি রণাঙ্গন কেন জায়গা পেল না, সেই প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ।

ভারতীয় সেনার বীরত্ব মানুষের কাছে তুলে ধরে সীমান্ত এলাকার সামাজিক অর্থনীতি বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ও কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের যৌথ তত্ত্বাবধানে 'ভারতীয় রণভূমি দর্শন' নামে পোর্টালটি চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে স্বাধীন ভারতের যুদ্ধবিধ্বস্ত রণাঙ্গনগুলি তুলে ধরা হয়েছে। পর্যটকেরা ওই পোর্টালের মাধ্যমে রণাঙ্গনগুলি ভ্রমণ করে ভারতীয় সেনার বীরত্ব সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

চলতি বছরের ১৬ জানুয়ারি ভারতীয় সেনা দিবসে পুনেতে সেনাবাহিনীর একটি অনুষ্ঠান থেকে ভারত রণভূমি দর্শন পোর্টালের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা ও পর্যটন দপ্তর হিলির শহিদ বেদি প্রাঙ্গণেও সেদিন অনুষ্ঠান করেছিল। পুনের মূল অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হিলি থেকে যোগ দিয়েছিলেন সেনারা। তা নিয়ে জেলায় উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত পোর্টালে ভারতের অন্য রণাঙ্গনগুলি থাকলেও হিলি ব্রাত্য থেকে যাওয়ায় অনেকেই হতবাক।

> দ্য ব্যাটল অফ হিলি-কে ব্রাত্য করা মানে ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধকেই স্মৃতি থেকে সরিয়ে দেওয়া।
>
> **বিমানকৃষ্ণ সাহা**, গবেষক

হিলির বাসিন্দা শিক্ষক, আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক বিমানকৃষ্ণ সাহা বলেন, 'হিলির প্রতি চিরবঞ্চনা আজও অব্যাহত। মুক্তিযুদ্ধের বড় ক্ষেত্র হিলি ভারতের ইতিহাসে মর্যাদা পাবার বিষয়টি আরও একবার এড়িয়ে গেল কর্তৃপক্ষ। এভাবেই আস্তে আস্তে নথিভুক্ত না হবার জন্যই হারিয়ে যাবে দ্য ব্যাটল অফ হিলির ইতিহাস। তার সঙ্গে সঙ্গেই ম্লান হয়ে যাবে হিলিবাসীর জড়িয়ে থাকা আবেগ।'

তাঁর কথায়, 'দ্য ব্যাটল অফ হিলি-কে ব্রাত্য করা মানে ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধকেই স্মৃতি থেকে সরিয়ে দেওয়া।' এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষামন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী, বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'ব্যাটল অফ হিলি কেন নেই, খোঁজ নিয়ে দেখব।'

টোটো-ভুটভুটির সংঘর্ষে আহত মা ও শিশু

কুমারগঞ্জ ও গাজোল, ৬ মার্চ : টোটোর সঙ্গে ভুটভুটির সংঘর্ষে আহত হলেন মা এবং তার সঙ্গে থাকা শিশু। তাদের বাড়ি কুমারগঞ্জের হরিশ্চন্দ্রপুরে। দু'জনেরই হাতে-পায়ে আঘাত লেগেছে । টোটোটিরও বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার কুমারগঞ্জ থানার গোপালগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে পৌনে ১২টা নাগাদ । এই দুর্ঘটনার পর ভুটভুটিচালক তাঁর গাড়ি নিয়ে পালান। স্থানীয়রা আহত মা ও তার সঙ্গে থাকা শিশুটিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়।

অন্যদিকে, সরকারি বাসের সঙ্গে টোটোর সংঘর্ষের ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হল গাজোলের আদিনা স্ট্যান্ডের কাছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। ঘটনায় আহত হয়েছে টোটোচালক এবং টোটোর যাত্রী। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় তাদের তড়িঘড়ি করে মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়।

দুর্ঘনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার দুপুরে। টোটোয় যাত্রী নিয়ে পাণ্ডুয়ার উদ্দেশে যাচ্ছিলেন চালক। পিছন থেকেই মালদাগামী একটি সরকারি বাস আসছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা লাগে টোটো গাড়িতে। দুর্ঘটনায় আহত হন টোটো চালক ও যাত্রী। তাদেরকে মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে গাজোল থানার পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত টোটো ও সরকারি বাসটিকে আটক করে।

শিমুলের মাঝে শালিক। বৃহস্পতিবার গাজোলে। - পঙ্কজ ঘোষ

কীর্তনকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৬ মার্চ : হরিনাম সংকীর্তনকে কেন্দ্র করে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বটতলায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হল বুধবার। ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণের অভিযোগ উঠল এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। তাঁদের হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ১৫ জনের বিরুদ্ধে হরিশচন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, বুধবার রাতে বটতলায় ২৪ প্রহর কীর্তনের অধিবাস উপলক্ষ্যে পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সময় এলাকারই কিছু লোক কীর্তন কমিটির সঙ্গে গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়েন। এরপরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এদিন সকাল থেকে এই এলাকায় পুলিশি টহলদারি চলছে। অভিযুক্তদের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি চলছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ।

পিসিকে দাহ, পরে ভাইপোর দেহ উদ্ধার

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৬ মার্চ : পিসির মৃতদেহ সৎকার করে বাড়ি ফিরেছিলেন। তারপরেই ভাইপোকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হল। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পরগনাইট পাড়ায়। মৃতের নাম সুজন সিং (২৩)। তিনি পেশায় একজন পরিযায়ী শ্রমিক। মৃত্যুর কারণ নিয়ে কিছুই বলতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা।

পরিবারের দাবি, বুধবার রাতে পিসি মালতী সিংয়ের দেহ সৎকার করতে শ্মশানে গিয়েছিলেন সুজন। তবে পরিবার ও প্রতিবেশীদের আগেই তিনি বাড়ি চলে আসেন। পরিবারের অন্য সদস্যরা সৎকার শেষে বাড়ি এসে দেখেন, সুজনের ঝুলন্ত দেহ। বিষয়টি নজরে আসতেই দেরি না করে তাঁকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। মৃত ওই তরুণের বাবার বাড়ি গঙ্গারামপুর থানার ফুলবাড়িতে। তবে ছোটো থেকেই তিনি তাঁর দাদুর বাড়ি পরগনাইট পাড়াতে থাকেন।

মৃতের আত্মীয় অর্জুন সিংয়ের শোক, 'কাল এক আত্মীয়র দেহ সৎকার করতে আমরা শ্মশানে ছিলাম। ফিরতে অনেকটা রাত হয়ে যায়। বাড়ি এসে দেখি সুজনের ঝুলন্ত দেহ। ও নিজেও শ্মশানে ছিল। তবে একটু আগে চলে এসেছিল। কেন এমন করল, বুঝতে পারছি না।'

অন্যদিকে, বালুরঘাট থানার তরফে জানানো হয়েছে, দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। একটি অস্বাভাবিক মামলা রুজু করা হয়েছে।

ভাইয়ের বিয়েতে এসে দিদির মৃত্যু

গঙ্গারামপুর, ৬ মার্চ : ভাইয়ের বিয়েতে এসে মৃত্যু হল দিদির। এক মুহূর্তে আনন্দের পরিবর্তে বিয়ে বাড়িতে নেমে এল শোকের ছায়া। মৃতের নাম মিনতি পাল (৪৮)। বাড়ি ইসলামপুর কলেজপাড়ায়। গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠায়।

পিসতুতো ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে মিনতিদেবী গঙ্গারামপুরে এসেছিলেন। বৃহস্পতিবার অন্য আত্মীয়দের সঙ্গে মিনতিদেবী জল ভরতে বেরিয়েছিলেন। বাজনার তালে তাল মেলাতে তখন সকলে মত্ত। এমন সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন মিনতিদেবী। তড়িঘড়ি তাঁকে গঙ্গারামপুর হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত বলে জানিয়ে দেন। মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছতেই শোকের ছায়া নেমে আসে।

ফলন বেশি, ১০ টাকায় আলু কিনবে প্রশাসন

প্রকাশ মিশ্র

মালদা, ৬ মার্চ : চাষিদের থেকে সহায়কমূল্যে ৩০০ মেট্রিক টন আলু কিনবে জেলা প্রশাসন। এছাড়া প্রশাসনের তরফে ৪০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে মালদাতেও এবার ব্যাপকহারে আলুর চাষ হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এবার উৎপাদন বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। চাষিদের কিছুটা সুরাহা দিতে এবার রাজ্য সরকার সহায়কমূল্যে আলু কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে মালদা জেলা প্রশাসন প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের কাছ থেকে ৩০০ মেট্রিক টন জ্যোতি আলু ১০ টাকা কেজি দরে কিনবে।

এই প্রসঙ্গে জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, 'ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের কাছ থেকে সহায়কমূল্যে এবার ৩০০ মেট্রিক টন আলু কিনবে প্রশাসন। ওই আলু বিভিন্ন হিমঘরে সংরক্ষিত হবে। বিভিন্ন হিমঘরে সরকারি কোটায় এবার আলু সংরক্ষণের পরিমাণ বেড়েছে। কুড়ি শতাংশ থেকে বেড়ে ৩০ শতাংশ হয়েছে। এজন্য আগামী কুড়ি মার্চের মধ্যে ব্লকের কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে আবেদন জানাতে হবে। আগে এলে আগে পাবে এই ভিত্তিতে বন্ড দেওয়া হবে। গাজোলের একটি হিমঘরে পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেখানে ৪০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ চাষিরা সংরক্ষণ করতে পারবেন।'

মালদা কোল্ড স্টোরেজ ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সভাপতি উজ্জ্বল সাহার বক্তব্য, ' ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষিদের উৎপাদিত আলু সংরক্ষণের জন্য হিমঘরগুলি নিজস্ব ৭০ শতাংশ কোটার বন্ডের কুপন বিলি করা হচ্ছে। এরফলে ১৪ হাজারের বেশি চাষি উপকৃত হবেন।'

হৃদরোগে মৃত্যু তৃণমূল নেত্রীর

বুনিয়াদপুর, ৬ মার্চ : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের মহিলা তৃণমূল সভাপতি তন্দ্রা সিং-এর। বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তন্দ্রা সিং দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছিলেন। এদিন সকালে শৌচাগারে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। দ্রুত তন্দ্রা সিংকে গঙ্গারামপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সিটি স্ক্যান করার কথা ছিল। তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুরসভার সভাপতি তপতি মণ্ডল বলেন, 'গতকাল সন্ধ্যায় দলের এক সভা ছিল। সেই সভায় আমি ও তন্দ্রা সিং ছিলাম। এদিন সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে চমকে উঠি। এই মৃত্যু কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছি না। তার সদা হাসিখুশি মুখ ভোলার নয়। আমি এবং দল এক পরোপকারী এবং সৎ কর্মীকে হারালাম।'

বাইক উদ্ধার

রায়গঞ্জ, ৬ মার্চ : রায়গঞ্জ শহরের দেবীনগর এলাকায় বুধবার বাড়ির সামনে থেকে বাইক নিয়ে চম্পট দেয় চোর। লাল রংয়ের গামছা দিয়ে চোরের মুখ ঢাকা ছিল। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্তে নেমে ওইদিনই রায়গঞ্জের অদূরে বালিজোলঘাট এলাকা থেকে চোর সহ চোরাই বাইকটি উদ্ধার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

মিঠুন হালদার ও আকতাশ আলিকে চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের মধ্যে মিঠুন রায়গঞ্জের গোয়ালপাড়ার এবং আকতাশ বীরঘই এলাকার বাসিন্দা। বাইকটি বিহারে পাচারের ছক কষা হয়েছিল বলে পুলিশসূত্রে খবর।

কুপ্রস্তাবের প্রতিবাদ করায় গোয়ালে আগুন

চাঁচল, ৬ মার্চ : গৃহবধূকে কুপ্রস্তাব। বাইরে বেরোলেই বারবার বিভিন্নভাবে উত্ত্যক্ত করা। কিন্তু কুপ্রস্তাবে রাজি হননি ওই বধূ। তার প্রতিশোধ নিতেই গোয়াল ও খড়ের গাদায় অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী তরুণের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় চাঁচলে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অভিযোগকারী বধূর দাবি, প্রতিবেশী তরুণের সঙ্গে কিছুদিন আগে বিবাদ হয়। সেই আক্রোশ থেকে মাঝেমধ্যে সে রাস্তায় আমাকে উদ্দেশ্য করে অশালীন মন্তব্য করত। কুপ্রস্তাব দিত। আমি প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু সেই প্রতিবাদে আমল দেয়নি ওই তরুণ। তারপরেই অভিযুক্ত চক্রান্ত করে বুধবার সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ির গোয়াল ও খড়ের গাদায় অগ্নিসংযোগ করে। হাওয়ার কারণে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় দমকলকেন্দ্রে। আগুনে দুটি গোয়াল ছাড়াও বাড়ির কিছু আসবাবপত্র পুড়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে লক্ষাধিক টাকার।

ওই বধূর স্বামী জানান, 'ইদানীং আমার স্ত্রীকে খারাপ মন্তব্য করত। সে চক্রান্ত করেই আমাদের বাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করেছে। দুটি গোয়াল একদম পুড়ে গিয়েছে।' চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগ হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিয়ের দাবিতে ধর্না

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৬ মার্চ : স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। সে বছর কয়েক আগের কথা। তারপর থেকে বাপের বাড়িতেই থাকতেন। সেখানেও পাশের গ্রামের একজনের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিয়ের প্রতিশ্রুতিও পান। হঠাৎ জানা যায়, অন্য জায়গায় ওই তরুণের বিয়ে ঠিক হয়েছে। এবার সংসার করার দাবিতে প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসলেন ওই মহিলা। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুরের এক এলাকায়। ঘটনায় পলাতক প্রেমিক ও তার পরিবার।

স্থানীয়রা জানান, আগেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে ওই মহিলার। বাপের বাড়িতে থাকার সুবাদে এক তরুণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রেমিকার দাবি, ওই তরুণ নাকি বিয়ের প্রতিশ্রুতিও দেয়। এমনকি শারীরিক সম্পর্কও তৈরি হয়। বর্তমানে তিনি দুই মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

অভিযোগ, দুই বছর ধরে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে দুজনের মধ্যে। কয়েকদিন আগে ওই তরুণী জানতে পারেন, তাঁর প্রেমিকের অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়েছে। এরপরই এদিন সকাল থেকে প্রেমিকের বাড়ির সামনে বিয়ের দাবিতে ধর্নায় বসেন ওই তরুণী। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। যদিও অভিযুক্তের বোনের দাবি, ওই তরুণী ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন। ওর সঙ্গে আমার দাদার কোনও সম্পর্ক নেই।

পুলিশ জানিয়েছে, এবিষয়ে এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা জ্যোতি সূত্রধার - কে 24.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 59H 86133 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি কোটিপতি হওয়ার একটি স্বচ্ছ সুযোগ প্রদান করেছে। আমি তাদের এই পরিকল্পনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যা স্বল্প খরচে কোটিপতি তৈরি করে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দিতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

কর্মীসভায় মীনাক্ষী

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৬ মার্চ : সকলের জন্য শিক্ষা এবং কাজের দাবিতে আগামী ২৮ মার্চ উত্তর কন্যা অভিযান করবে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ডিওয়াইএফআই। আর এই অভিযানের প্রস্তুতি হিসাবে হরিশ্চন্দ্রপুর এক নম্বর এবং দুই নম্বর ব্লক ডিওয়াইএফআই লোকাল কমিটির উদ্যোগে কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জী, ফেডারেশনের রাজ্য সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি সাহা সহ আরও অনেকে। এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর সংগঠন সমিতির সভাগৃহে রুদ্ধদ্বার কক্ষে যুব ফেডারেশনের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মীসভায় ১ নম্বর এবং ২ নম্বর ব্লকের যুব সংগঠনের সমস্ত পদাধিকারী এবং

সহকর্মীদের সঙ্গে র‍্যালিতে।

কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। আসন্ন উত্তর কন্যা অভিযান নিয়ে এবং যুব ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র নিয়ে বিশদে আলোচনা করেন মীনাক্ষী মুখার্জি। এদিন কর্মীসভার শেষে মীনাক্ষী মুখার্জীর নেতৃত্বে হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায় একটি মিছিল অনুষ্ঠিত করা হয় যুব ফেডারেশন-এর কর্মীদের নিয়ে। এদিনের মিছিলে মীনাক্ষীদেবী অভিযোগ করেন, 'উত্তরবঙ্গজুড়ে সিন্ডিকেটরাজ চলছে। দিনের পর দিন কাজ না পেয়ে তরুণ-তরুণীরা বাইরে যাচ্ছে। বাড়ছে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা। পরিকাঠামো ভেঙে পড়ছে সরকারি স্কুলের। বন্ধ রয়েছে নিয়োগ। তার প্রতিবাদেই চলতি মাসে ২৮ তারিখ উত্তর কন্যা অভিযান।'

পথ দুর্ঘটনা

রায়গঞ্জ, ৬ মার্চ : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণের। মৃত তরুণ শ্যামচাঁদ ঘোষ (২৫) ফরাক্কা থানার অন্তর্গত বাগদাবরা গ্রামের বাসিন্দা। সোমবার ওই যুবক বিহারের চম্পারণ থেকে ট্রাক চালিয়ে নিজের বাড়ি ফিরছিলেন। ইটাহারে একটি ট্যাংকার তাঁর ট্রাকে সামনে থেকে ধাক্কা মারে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।

রোজনামচার ঐতিহ্য...

নিপুণ হাতে বড়ি দেওয়া। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটের মোমিনপুর এলাকায়। - অভিজিৎ সরকার

পৃথক ২ দুর্ঘটনায় মৃত চার

গৌতম দাস ও সিদ্ধার্থশংকর সরকার

গাজোল ও পুরাতন মালদা, ৬ মার্চ : বৃহস্পতিবার ভোরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিন জনের। গুরুতর আহত একজন। ভোর পাঁচটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের হিয়াখোর এলাকায়। একইদিনে পুরাতন মালদার নারায়ণপুরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে লরির ধাক্কায় এক জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত আরও দুজন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গাজোল থানার পুলিশ। সকলকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। দুর্ঘটনার জেরে টোটোটি চুরমার হয়ে যায়। যদিও সুযোগ বুঝে ঘাতক গাড়িটি নিয়ে চম্পট দিয়েছে চালক। পলাতক ওই গাড়ির খোঁজে বিভিন্ন সূত্র ধরে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত টোটো ও লরি। বৃহস্পতিবার গাজোল ও পুরাতন মালদায়। - পঙ্কজ ঘোষ

মৃত ব্যক্তিদের নাম টোটোচালক আলতাফ হোসেন (৪৫), ললিত ভুঁইমালি (৭০), নাজিমুদ্দিন শেখ (৫৫)। গুরুতর আহত হয়েছেন শামসুদ্দিন শেখ।

তাঁরা গাজোলের মাছ এবং সবজি আড়তে আসছিলেন। সেসময় গাজোলের দিক থেকে বালুরঘাটগামী অজ্ঞাতপরিচয় একটি গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে টোটোটিতে। দুর্ঘটনার জেরে টোটোটি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আরোহীরা সকলেই ছিটকে পড়েন। পুলিশ এসে সকলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর তিন জনকে মৃত বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। একজনকে পাঠানো হয় মালদা মেডিকেলে।

স্থানীয়দের অনুমান, সম্ভবত ঘাতক গাড়ির চালক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সেসময় উলটোদিকে গিয়ে টোটোটিকে ধাক্কা মারে। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তিন জনের দেহ ময়নাতদন্তের জন্যে পাঠানো হয়েছে মালদা মেডিকেলে।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার ভোরে পুরাতন মালদার নারায়ণপুরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে পাথরবোঝাই লরির ধাক্কায় এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন। তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম নুরুল হক (৫৩)।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ মালদা থেকে গাজোলের দিকে দ্রুতগতিতে যাচ্ছিল ঘাতক লরিটি। নারায়ণপুরের চাকি মোড়ের কাছে লরিটি প্রথমে একটি জেসিবিকে ধাক্কা মারে, যার ফলে জেসিবিটি রাস্তার পাশে উলটে যায়। ঘটনাচক্রে লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি গাড়ির শোরুমে ঢুকে পড়ে। শোরুমের ওই নৈশপ্রহরী ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহতদের মধ্যে রয়েছেন জেসিবির চালক এবং লরিচালক।

পরে মালদা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। মৃতের নিকট আত্মীয় শামসুল বলেন, 'আমরা মর্মাহত। বেপরোয়াভাবে যান চলাচল না হলে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটত না। বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি।'

সংসারে বেশি ব্যস্ত

হিলির সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা সহ গ্রাম পঞ্চায়েত ধলপাড়া। ওই পঞ্চায়েতের প্রধান বীথিকা ঘোষ। ২০১৩ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত তিনি ওই পঞ্চায়েতের তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের আরএসপি'র টিকিটে জয়ী বিরোধী দলনেতা ছিলেন। তারপরেই দলবদল করে ২০২৩ সালে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়ে পঞ্চায়েত প্রধানের সিংহাসনে বসেন। তাঁকেই নানা প্রশ্ন উত্তরবঙ্গ সংবাদের।

জনতার চার্জশিট

ধলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

বীথিকা ঘোষ
প্রধান, হিলি গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : আপনার থেকে আপনার স্বামীর হস্তক্ষেপ পঞ্চায়েতের কাজকর্মে বেশি?

প্রধান : আমাকে সংসারের কাজ সামলাতে হয়। সেকারণে আমি ফিল্ডে যেতে পারি না। স্বামী ফিল্ড করে এবং আমি অফিস করি।

জনতা : ত্রিমোহিনী বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় এখনও পর্যন্ত রাত্রীকালীন পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই?

প্রধান : ত্রিমোহিনীর সব জায়গাতেই আলো রয়েছে। কিছু জায়গায় হয়তো এখনও আলোর ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু প্রত্যেক গ্রামেই আলো রয়েছে। প্রত্যেক পঞ্চায়েত সদস্যকে লাইট দিয়ে এলাকায় আলোর ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।

জনতা : পঞ্চায়েতের নিকাশিনালাগুলি বেহাল। সঠিকভাবে সাফাই করা হয় না। একটুতেই নিকাশিনালার জল উপচে পড়ে?

প্রধান : আমাদের এখানে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই। জাতীয় সড়কের হাইড্রেনে মানুষ নোংরা আবর্জনা ফেলে স্তূপ করে দিয়েছে। মানুষ বাড়ি করে নয়ানজুলিগুলিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে বৃষ্টির জল গড়াতে পারে না। আমরা পঞ্চায়েত থেকে বছরে দুবার করে নিকাশিনালা সাফাই করি।

জনতা : নতুন করে অনেক রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নির্মাণ করা হয়নি এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধুঁকছে?

প্রধান : কোন এলাকায় কোন রাস্তা প্রয়োজন, সেই তথ্য মেম্বারদের কাছ থেকে নিয়ে অ্যাকশন প্ল্যানে তোলা হয়। মেম্বাররা যেমন দিচ্ছে তেমন রাস্তা হচ্ছে। নতুন রাস্তা তৈরি সম্পন্ন হয়নি, তার জন্য মেম্বাররা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ দিচ্ছে না। ভবিষ্যতে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করব।

জনতা- পঞ্চায়েত এলাকায় দুটি পিএইচই প্যাম্প রয়েছে এবং আরও নির্মাণ হচ্ছে। কিন্তু এখনও কেন মানুষের বাড়িতে জল পৌঁছায়নি?

প্রধান : ধলপাড়া ও কালিকাপুর গ্রামের বাড়িতে জল পৌঁছেছে। কিন্তু জলের গুণগতমান ভালো না। আর বাকি কোথাও জল পৌঁছায়নি। আমরা বিশুদ্ধ পানীয় জল দ্রুত মানুষের বাড়িতে সরবারহ করতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।

জনতা : সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে এলাকা থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। আবার কিছু দিন পরে বন্ধ হয়ে যায়। এখনও কেন ওই প্রকল্প মসৃণভাবে পরিচালিত করা যাচ্ছে না?

প্রধান : আমরা বাজার থেকে ও ডোর টু ডোর বর্জ্য সংগ্রহ করছি। কিন্তু আমাদের নোংরা রাখার পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা নেই। তবুও আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। পর্যাপ্ত জায়গা পেলে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। আমরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব যদিও কখনও সম্ভব হয়।

জনতা : ত্রিমোহিনী জনবহুল এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হওয়া সত্ত্বেও এলাকায় ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবায় অ্যাম্বুল্যান্সেরও ব্যবস্থা নেই। শিক্ষা ও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে কেন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেই?

প্রধান : আমরা পঞ্চায়েত থেকে পাঠ্যপুস্তক বিলি সহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করি। শিক্ষায় শিশুবান্ধব পঞ্চায়েত, স্কুলগুলিতে উন্নয়নমূলক কাজ ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন নিয়ে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে অ্যাকশন প্ল্যানে ধরা রয়েছে।

একনজরে

ব্লক- হিলি, গ্রাম পঞ্চায়েত- ৩ নম্বর ধলাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, মোট গ্রাম সংসদ- ২৩টি, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য- ১৯, জনসংখ্যা- ২৫,১৭৩ (২২,৫১৩ জনগণনা- ২০১১), আয়তন- ২৩.৫ বর্গকিলোমিটার।

জনতা : ত্রিমোহিনী বাজারে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ফুটপাথ দখল করে দোকান, টোটো বা যানযট নিয়ে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ কেন নীরব। কেন সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে পদক্ষেপ করা হয় না?

প্রধান : জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের জায়গা। তার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর রয়েছে। আমাদের এক্তিয়ারে নেই। প্রশাসন বিষয়টি দেখবে। কিন্তু প্রশাসন এখানে থেকেও দেখে না। আমি কি লাঠি হাতে টোটো তাড়াব। তবুও সমস্যা হলে হস্তক্ষেপ করে সমাধান করি।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

রংবাহারি।। রাজগঞ্জের পানিকৌরিতে ছবিটি তুলেছেন বর্ষা রায়।

জবরদখল রুখতে প্রশাসনিক অভিযান

সাজাহান আলি

কুমারগঞ্জ, ৬ মার্চ : প্রধান পাকা রাস্তার ধারে ভরাট হচ্ছে নয়ানজুলি। বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে নর্দমা। কালভার্টের মুখ বন্ধ করে দেওয়া ছাড়াও সরকারি খাসজমিতে অনুমতি ছাড়াই বাড়ি তৈরির অভিযোগ উঠেছে কুমারগঞ্জে। এই সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখতে বুধ ও বৃহস্পতিবার অভিযান চালায় প্রশাসন। কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসন, পঞ্চায়েত সমিতি, ভূমি সংস্কার দপ্তর ও পুলিশ প্রশাসন মিলিতভাবে এই অভিযানে শামিল হয়।

প্রশাসনের এই অভিযানে ভীত হয়ে অভিযুক্তরা বেশিরভাগই পালিয়ে যান। প্রশাসনের আধিকারিকরা জানিয়ে দেন, নিয়মভঙ্গকারীরা কাজ বন্ধ রেখে প্রশাসনিক দপ্তরে দেখা না করলে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রশাসনের দাবি, যেভাবে মাটি ফেলে নয়ানজুলি ভরাট করা হচ্ছে তাতে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা একেবারে মুখ থুবড়ে পড়বে। ফলে বর্ষাকালে রাস্তাঘাট সহ বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হতে পারে।

মাটি ভরাট হচ্ছে কালভার্টে।

কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস বলেন, 'অভিযান চালিয়ে নয়ানজুলি ভরাট, নর্দমা বন্ধ, সরকারি খাসজমিতে বেআইনি পাকাবাড়ি নির্মাণের মতো অবৈধ কাজ অবিলম্বে বন্ধ করতে বলা হয়েছে। প্রশাসনের সঙ্গে তাঁদেরকে দেখা করতে বলা হয়েছে।'

কুমারগঞ্জের বিএল অ্যান্ড এলআরও ভিক্টর সাহা জানান, 'অভিযুক্তদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সরকারিভাবে নোটিশ করা হচ্ছে। নোটিশ পাওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁরা যোগাযোগ না করলে থানায় অভিযোগ দায়ের ও আর্থিক জরিমানা করা হবে।'

কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদারের বক্তব্য, 'কোনও অবস্থাতেই সরকারি জমি জবরদখল করতে দেওয়া হবে না। এক্ষেত্রে কেউ অভিযোগ না করলেও পুলিশ খবর পেলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'

কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায় জানান, 'এভাবে যেখানে সেখানে মাটি ফেলে নিকাশি ব্যবস্থাকে বন্ধ করে দেওয়ার মতো ঘটনা, পুকুর খনন, খাসজমিতে পাকাবাড়ি নির্মাণ কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। এসবের বিরুদ্ধে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নেবে।'

পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ গণেশ দাস বলেন, 'কিছু বেপরোয়া মানুষের এই ধরনের প্রবণতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই যে কোনও মূল্যে এই ধরনের বেআইনি কাজ বন্ধ করতেই হবে।

পুত্রসন্তান জন্মের পরে স্ত্রীকে বাড়িছাড়া স্বামীর

শিশুদের ফেরাতে চাইল্ডলাইনের দ্বারস্থ বধূ

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৬ মার্চ : পুত্রসন্তান লাভের জন্য দ্বিতীয় বিয়ে। দ্বিতীয় স্ত্রী দুই সন্তানের জন্ম দেন। তার মধ্যে একটি পুত্রসন্তান। এরপরেই দুই নাবালক সন্তানকে কেড়ে নিয়ে স্ত্রীকে বাড়িছাড়া করার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। সন্তানদের ফিরে পেতে কখনও গ্রামের মোড়লের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই মহিলা, আবার গিয়েছেন চাঁচল থানাতেও। কিন্তু কোনও ফল না হওয়ায় মাস তিনেক আগে একবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাতেও ফিরে পাননি নাবালক সন্তানদের। বাধ্য হয়ে বৃহস্পতিবার তিনি চাইল্ডলাইনের হদিস পেতে মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে আসেন ওই গৃহবধূ। সংবাদমাধ্যমের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

স্বামী পরিত্যক্তা ওই বধূর নাম নুরেদা বিবি। ইংরেজবাজারের মহদিপুর অঞ্চলের মাস্টারপাড়ায় তাঁর বাড়ি। বছর দশেক আগে ভালুকা এলাকার আবু হায়াত নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে নুরেদার বিয়ে হয়। অভিযোগ, হায়াত বিবাহিত থাকা সত্ত্বেও নুরেদাকে কিছুই জানাননি। বিয়ের পরেই স্বামীর প্রথম স্ত্রীর বিষয়ে জানতে পারেন। শুধু তাই নয়, প্রথম পক্ষের দুটি কন্যাসন্তানের কথাও জানতে পারেন নুরেদা।

বিয়ের পর থেকেই শুরু হয় প্রথম পক্ষের স্ত্রী শুকতারা বিবির সঙ্গে ঝামেলা। এরপরেই মাত্র ১০ দিনের মধ্যেই নুরেদাকে হায়াত বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। তারপর আর নুরেদাকে ভালুকায় স্বামীর বাড়িতে নিয়ে যাননি বলে অভিযোগ। মহদিপুরেই দুটি সন্তানের জন্ম হয় তাঁর। বিড়ি বেঁধে দুই সন্তানকে নিয়ে স্বামী ছাড়া সংসার চালাচ্ছিলেন নুরেদা বিবি। মেয়ে সুমাইয়ার বয়স বর্তমানে ১০ বছর এবং ছেলে উমর ফারুকের বয়স ৫ বছর।

সাত মাস আগে হায়াত আচমকায় মহদিপুরে এসে দুই সন্তানকে জোর করে ভালুকা নিয়ে চলে যান। সন্তানদের ফিরে পেতে নুরেদা ভালুকা গিয়েছিলেন। সেখানে হায়াতের প্রথম পক্ষের স্ত্রী হাঁসুয়া নিয়ে তাড়া করেছিলেন বলে অভিযোগ।

সংসারের খরচ দেবে না বলে আমাকে মহদিপুরে রেখে গিয়েছে। আমার ছেলেমেয়ে সামান্য বড় হয়েছে। তারপরেই হঠাৎ আমার কাছ থেকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে যায়। সমাজ, পুলিশ, আদালতের দ্বারস্থ হয়েও কোনও কাজ হয়নি। আমাকে এক ব্যক্তি জেলা চাইল্ডলাইনে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর কথাতেই সন্তানদের ফিরে পেতে এখানে এসেছি।

নুরেদা বিবি, নির্যাতিতা বধূ

নুরেদা বিবি জানান, 'আজ ৭ মাস ধরে আমার দুই ছেলেমেয়েকে চোখে দেখিনি। আমার স্বামী দুই সন্তানকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। বিয়ের আগে জানতাম না আমার স্বামীর আগে বিয়ে হয়েছে। পরে জানতে পেরেছি, প্রথম পক্ষের দুটি মেয়ে রয়েছে। ছেলে হয়নি বলে আমাকে বিয়ে করেছে। সংসারের খরচ দেবে না বলে আমাকে মহদিপুরে রেখে গিয়েছে। আমার ছেলেমেয়ে সামান্য বড় হয়েছে। তারপরেই হঠাৎ আমার কাছ থেকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে যায়। সমাজ, পুলিশ, আদালতের দ্বারস্থ হয়েও কোনও কাজ হয়নি। আমাকে এক ব্যক্তি জেলা চাইল্ডলাইনে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর কথাতেই সন্তানদের ফিরে পেতে এখানে এসেছি।'

প্রাক্তন ছাত্রের উদ্যোগে স্কুলে দুটি কম্পিউটার

হরষিত সিংহ

হবিবপুর, ৬ মার্চ : হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডী কেন্দুয়া বাস্তহারা প্রাইমারি স্কুলে বসল কম্পিউটার। উদ্যোক্তা স্কুলেরই এক প্রাক্তন ছাত্র। এই স্কুল থেকে পড়াশোনার হাতেখড়ি চিত্তরঞ্জন সাহার। বর্তমানে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ছোটবেলা থেকে স্কুলের উন্নয়নের জন্য তিনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এবার নিজের উদ্যোগেই তিনি স্কুলে দুইটি কম্পিউটার দিলেন। তাঁর এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার বিশিষ্টজনরা।

চিত্তরঞ্জন সাহার কথায়, 'আমি এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। স্কুলের জন্য আমার আবেগ রয়েছে। আমি চাই, এই স্কুলের বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠুক। তারা যেন শিক্ষার দিক থেকে কোনওরকমে পিছিয়ে না যায়, তাই আমার এমন প্রচেষ্টা।'

হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচণ্ডী পঞ্চায়েতের কেন্দুয়া বাস্তহারা প্রাইমারি স্কুল। বর্তমানে এই স্কুলটিতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা হয়। স্কুলে মোট পড়ুয়া ৯৩ জন। শিক্ষক- শিক্ষিকা রয়েছেন ছয়জন। আর পাঁচটা গ্রামীণ স্কুলের মতো এই স্কুলটিও।

এই স্কুল থেকে একাধিক মেধাবী ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেছেন। তাঁদের অনেকেই এখন সফল হয়েছে। এই স্কুলের পড়াশোনার উন্নতির জন্য অনেকেই বিভিন্নভাবে এগিয়ে আসছেন। তবে এলাকায় প্রথম কোনও প্রাইমারি স্কুলে কম্পিউটার বসানো হল প্রাক্তনীর উদ্যোগে। এতে খুশি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দুটি কম্পিউটারের সূচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান বাসন্তী বর্মন, হবিবপুরের বিডিও মনোজ কাঞ্জিলাল, জেলা স্কুল পরিদর্শক(প্রাথমিক) মলয় মণ্ডল সহ অনেকে।

নতুন কম্পিউটার পেয়ে খুশি ছাত্রীরা। বৃহস্পতিবার তোলা সংবাদচিত্র।

মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান বাসন্তী বর্মন বলেন, 'খুব ভালো উদ্যোগ। প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কম্পিউটারের মাধ্যমে পড়াশোনা করবে। এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।'

এই বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক পলাশ সরকার জানান, 'ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বাড়বে। ছোটবেলা থেকেই তারা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিতে পারবে। প্রাক্তন ছাত্রের এমন উদ্যোগকে আমরা স্কুলের তরফে সাধুবাদ জানাচ্ছি।'

তড়িদাহত হয়ে মৃত

রায়গঞ্জ, ৬ মার্চ : তড়িদাহত হয়ে প্রাণ হারালেন এক তরুণ। মৃতের নাম সুজিতকুমার সিংহ (৩০)। ডালখোলা থানার অন্তর্গত বেগুয়া এলাকার বাসিন্দা।

বৃহস্পতিবার, সকালে সাড়ে ছটা নাগাদ জমিতে সাবমার্সিবল পাম্প চালানোর জন্য বৈদ্যুতিক সংযোগ করতে গিয়ে তড়িদাহত হন সুজিত। ঘটনার বেশ কিছুক্ষণ পর এলাকাবাসীর নজরে বিষয়টি আসে। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে করণদিঘি হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখান থেকে রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আনা হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। দুপুরে তাঁর ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়।

গলায় ফাঁস তরুণের

মালদা, ৬ মার্চ : পুখুরিয়া থানার অন্তর্গত পিরগঞ্জ এলাকায় তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত তরুণের নাম পঞ্চানন সরকার (৩১)। আত্মহত্যার কারণ নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছে পরিবারের লোকজন। পরিবার ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চানন বুধবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় ঝুলন্ত ফ্যানে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়েন। পরে পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে নিয়ে আসেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুকুরে পড়ে প্রৌঢ়ের মৃত্যু

বালুরঘাট, ৬ মার্চ : পুকুরের জলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। মৃতের নাম কমল সরেন(৫৫)। বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের মঙ্গলপুর কেজি স্কুলপাড়ায়। পেশায় কৃষক। বৃহস্পতিবার সকালে বালুরঘাট থানার পুলিশ ওই প্রৌঢ়ের দেহ উদ্ধার করেন। পরে পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

বুধবার রাতে বাড়িতে একাই ছিলেন ওই প্রৌঢ়। স্ত্রী বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। ছেলে ক্যাটারারের কাজ করতে বাড়ির বাইরে ছিলেন। রাতের বেলা শৌচকর্ম করতে উঠেছিলেন তিনি। সেই সময় পুকুরের জলে পড়ে যান। এদিকে পুকুরে নেট থাকায় তাতে আটকে যান তিনি। চেষ্টা করলেও কোনওভাবেই উঠতে পারেননি। বৃহস্পতিবার সকালে ছেলে দেখেন, বাড়ির সামনে পুকুরে বাবার মৃতদেহ ভাসছে। এরপর বিষয়টি জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে বালুরঘাট থানার পুলিশ হাজির হয়।

মৃতের ছেলে মহাদেব সরেন বলেন, 'রাতে কাজে আমি বাইরে ছিলাম। ভোরে বাড়ি এসে শুয়ে পড়ি। সকালে উঠে দেখি বাবার মৃতদেহ পুকুরে ভাসছে। ভোরে ভেবেছিলাম ঘরে বাবা ঘুমোচ্ছে। বাবা পুকুরে পরে যাওয়ার বিষয়টি কিছুই বুঝতে পারিনি। যখন জানতে পারলাম, তখন সব শেষ।'

দ্রুত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের বার্তা

রতুয়া, ৬ মার্চ : বৃহস্পতিবার বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করা হল রতুয়ায়। এদিন রতুয়া থানার মাঠে বিদ্যুৎ বিভাগের চাঁচল মহকুমা আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই কর্মসূচি হয়। প্রথমে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মচারীদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয় এবং এই র‍্যালি গোটা রতুয়া স্ট্যান্ড পরিক্রমা করে রতুয়া থানার মাঠে এসে শেষ হয়। কর্মসূচিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের উদ্দেশে বিভিন্ন রকমের বার্তা রাখা হয়। বিদ্যুতের প্রয়োজনীয় কাজ করতে কি ধরনের সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে পাশাপাশি সাধারণ মানুষ বিদ্যুৎ দপ্তরকে কীভাবে কাজে সহযোগিতা করতে পারে সেই বার্তা তুলে ধরা হয়। বকেয়া বিদ্যুৎ বিল দ্রুত পরিশোধের বার্তাও রাখেন বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা।

এফআইআর

যাদবপুর কাণ্ডে জখম ইন্দ্রানুজ রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে কোর্টের নির্দেশে এফআইআর দায়ের করল পুলিশ। ব্রাত্য বসু, অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্র প্রমুখের বিরুদ্ধে ওই এফআইআর দায়ের করা হয়।

ফের পথে

অভয়া কাণ্ডের বিচার চেয়ে ৯ মার্চ ঘটনার সাত মাস পূর্ণ হওয়ার দিন ফের পথে নামছেন চিকিৎসকরা। হাজরা ও ধর্মতলা থেকে দুটি মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে এজন্য।

ধৃত এজেন্ট

হালতুতে শিশুসন্তানকে নিয়ে দম্পতির আত্মহত্যার ঘটনায় লোন রিকভারি এজেন্ট চঞ্চল মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ওই দম্পতির ওপর চঞ্চল টাকা পরিশোধের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ।

তাপমাত্রা কমল

হঠাৎ করেই শিরশিরে হাওয়া বইছে দক্ষিণবঙ্গে। যার জেরে তাপমাত্রা বেশ খানিকটা কমেছে। ফলে রীতিমতো ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বসন্তের দুপুরে উঁকিঝুঁকি টিয়ার। বৃহস্পতিবার কলকাতা ময়দানে। রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

১৫ মার্চ পৃথক ভার্চুয়াল বৈঠকের ডাক নিয়ে তৃণমূলে জল্পনা

কোর কমিটি এড়ালেন অভিষেক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ মার্চ : ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূলের সাংগঠনিক বৈঠকে ভূতুড়ে ভোটার ধরতে ৩৬ সদস্যের কোর কমিটি গঠন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিটিতে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর পরেই নাম ছিল দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু বৃহস্পতিবার কলকাতার তৃণমূল ভবনে সুব্রত বক্সীর ডাকা প্রথম বৈঠকেই গরহাজির থাকলেন অভিষেক। শুধু তিনিই নন, অনুপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনও। ঘটনাচক্রে ইনি দলীয় রাজনীতিতে অভিষেক-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে গরহাজির থাকলেও দলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে ১৫ মার্চ ভার্চুয়ালি বৈঠক করবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন অভিষেক।

এই বৈঠকের কথা অভিষেকের অফিস থেকে আগেই সাংবাদিকদের কাছে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এদিন বৈঠকের প্রায় শেষপ্রান্তে হাতে একটি চিরকুট নিয়ে সুব্রত বক্সী দলীয় নেতৃত্বকে সেই খবর জানান।

অভিষেকের এদিনের অনুপস্থিতি ও পৃথক বৈঠক ডাকার মধ্যে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই সাংগঠনিক রদবদল সহ একাধিক ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিষেকের মতবিরোধ চলছিল বলেই তৃণমূল সূত্রে খবর। ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলীয় বৈঠকে মঞ্চে অভিষেক উপস্থিত থাকলেও খুব সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন। মঞ্চে ছিল শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীরই ছবি।

কোর কমিটির বৈঠক। বৃহস্পতিবার তৃণমূল ভবনে। - রাজীব মণ্ডল

সাম্প্রতিক অতীতে মমতার পাশাপাশি অভিষেকের ছবিও দলীয় মঞ্চে ব্যবহার হয়েছে। বিধানসভার শীতকালীন ও বাজেট অধিবেশনে পরিষদীয় বৈঠক করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। দুটি বৈঠকেই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, দল তাঁর কথাতেই চলবে। অন্য কোথাও থেকে দল চলবে না। তারপরই এদিন অভিষেকের অনুপস্থিতি নতুন করে সম্পর্কের 'শৈত্য' জল্পনা উসকে দিল।

বৈঠকে উপস্থিত দলের এক প্রবীণ নেতা বলেন, 'কে এলেন, কে এলেন না জানি না। তবে যিনি আসবেন না, তাঁকে পিছিয়ে পড়তে হবে।' তৃণমূল সূত্রে খবর, অভিষেক এদিন কলকাতাতেই ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর অনুপস্থিতিতে দলীয় নেতৃত্বের মধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছিলেন, ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজ তদারকি করা হবে কলকাতার বাইপাসে তৃণমূল ভবন থেকে। বিগত কয়েক বছর ধরে নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ পরিচালনা করা হত অভিষেকের অফিস থেকে। তবে বৈঠকে না থাকলেও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজে নেতৃত্বে অভিষেককেই রাখা হয়েছে। একইভাবে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজের দায়িত্বে থাকছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, মুখ্যমন্ত্রী সাংগঠনিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ করতে চাইলেও অভিষেকের পালটা ভার্চুয়াল বৈঠক ডেকে বিকেন্দ্রীকরণকেই বেছে নিচ্ছেন।

ভূতুড়ে ভোটার ধরতে জেলায় উদ্যোগে জোর

কলকাতা, ৬ মার্চ : ভোটার তালিকায় ভূতুড়ে ভোটার খুঁজতে জেলা স্তরে আরও তৎপর হতে জেলা নেতৃত্বকে নির্দেশ দিলেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রতিটি জেলায় চারজনের একটি কোর কমিটিও গঠন করে দেওয়া হয়েছে। ব্লক ও বুথ সভাপতিদের সঙ্গে ওই কোর কমিটির সদস্যরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। ১৫ দিন পর জেলা স্তরের কোর কমিটিগুলির কাছ থেকে রাজ্য নেতৃত্ব ফের রিপোর্ট নেবেন। বৃহস্পতিবার কলকাতায় তৃণমূল ভবনে কোর কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে এই কথা জানিয়ে দিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। প্রায় দেড় ঘণ্টার বৈঠকে প্রতিটি জেলা ধরে হিসাব নেন বক্সী। এদিন বৈঠকে উপস্থিত না থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বৈঠকের নির্যাস জানিয়ে দিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি।

তবে কোর কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। দেউচা-পাঁচামি প্রকল্পের জমিজট কাটাতে ব্যস্ত থাকায় আসতে পারেননি বীরভূম জেলা তৃণমূলের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। তবে সেখানকার কোর কমিটির বাকি সদস্যরা ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬ সদস্যের যে কোর কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন, তাঁদের নিয়েই প্রতিটি জেলায় ৪ সদস্যের কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার কোর কমিটিতে রয়েছেন মন্ত্রী মলয় ঘটক, দলের জেলা সভাপতি তথা সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল ও কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মাবসুনিয়া। কোচবিহার জেলার কোর কমিটিতে রয়েছেন জগদীশচন্দ্র বর্মাবসুনিয়া, মন্ত্রী উদয়ন গুহ, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল ও ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মল রায়। জলপাইগুড়ি জেলার কোর কমিটিতে রয়েছেন ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মল রায়, রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম প্রমুখ। এদিন বৈঠকের পরে কোর কমিটির সদস্য সব্যসাচী দত্ত বলেন, 'আমরা গত ৬ দিন ধরে এলাকায় এলাকায় ঘুরে ভোটার তালিকা যাচাই করেছি। গত সাতদিনে কেমন কাজ হল, তা নিয়ে এদিনের বৈঠকে পর্যালোচনা হয়েছে। ফের আমরা এই নিয়ে বৈঠকে বসব।'

এদিনের বৈঠকে সুব্রত বক্সী জানিয়ে দিয়েছেন, প্রতিটি বাড়িতে দলীয় কর্মীদের পৌঁছোতে হবে। তালিকায় কোনও অসংগতি থাকলে তা সঙ্গে সঙ্গে জেলা নেতৃত্বকে জানাতে হবে। জেলা প্রশাসনের ওপরে তালিকা সংশোধনের জন্য লাগাতার চাপ দিতে হবে।

সভাপতি পদে সর্বসম্মত প্রার্থীর খোঁজ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৬ মার্চ : চলতি সপ্তাহে বঙ্গ বিজেপির জেলা সভাপতিদের নির্বাচন ও নাম ঘোষণা হয়ে গেলেই দলের রাজ্য সভাপতি কে হবেন তার হদিস মিলবে। দলের সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যেই এবারও আলোচনা ও সহমতের ভিত্তিতেই বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি ঘোষণা হওয়ার কথা বলে বৃহস্পতিবার গেরুয়া শিবিরের খবর।

দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সূত্রের খবর, এবার এই নিয়ে পরোক্ষে চাপ আসছে আরএসএস থেকে। সাধারণত সরাসরি বিজেপির সাংগঠনিক বিষয়ে নাক গলায় না আরএসএস ও সংঘ পরিবার। তবে মনেপ্রাণে আরএসএস বরাবরই চেয়ে এসেছে যিনিই দলের কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সভাপতি হোন, তিনি যেন আরএসএসের লোক হন।

এবিষয়ে আরএসএস বা সংঘ পরিবার সরাসরি চাপ সৃষ্টি না করলেও তাদের এই সংক্রান্ত একটা প্রভাব থেকেই যায়। খুব সম্ভবত এবারও পশ্চিমবঙ্গে দলের রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

গত সোমবার হাওড়ায় আরএসএসের দু'দিনের সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের শীর্ষ কয়েকজন নেতা বিজেপির শীর্ষ রাজ্য নেতাদের সামনে এর সুস্পষ্ট আভাস দিয়ে গিয়েছেন। রাজ্যে দলের শীর্ষ দু-একজন নেতা অবিলম্বে বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটানোর কথা বলেন। সামনেই রাজ্যে বিধানসভার ভোট। তাই এখনই এবিষয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যাতে সিদ্ধান্ত নেন তার দাবি জানান তাঁরা।

এখন রাজ্য বিজেপিতে লক্ষ টাকার প্রশ্ন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র মার্চের শেষাশেষি কলকাতা সফরের আগে, না তিনি ফিরে যাওয়ার পর বিজেপির রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা হবে? এই ব্যাপারে নিশ্চিত নন বঙ্গ বিজেপির অধিকাংশ শীর্ষ নেতা। তাঁরা প্রায় সকলেই মুখে কুলুপ এঁটেছেন। এক প্রবীণ শীর্ষ নেতার কথায় অবশ্য ভিন্ন সুর শোনা গিয়েছে। তাঁর মন্তব্যকের কোনও বিষয় নিয়ে মার্চের শেষে অমিত শার আসার কথা এই রাজ্যে। তার সঙ্গে দলের রাজ্য সভাপতি ঘোষণার বিষয়টি যুক্ত নয়।

চলতি মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কলকাতায় আসতে পারেন। নয়া রাজ্য সভাপতির সঙ্গে সেই সুবাদে তাঁর কথাও হতে পারে ওই সময়ে।

বঙ্গ বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতা অবশ্য এব্যাপারে সন্দিহান। তাঁদের সন্দেহ, অমিত শা কলকাতা সফর সেরে ফিরে যাওয়ার পরই রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা হবে দিল্লি থেকে। রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে এই টানাপোড়েনে এখনও দলের ভবিষ্যৎ কিন্তু অন্ধকারেই রয়ে গিয়েছে।

নবাবের সম্পত্তি খুঁজতে কোর্টের কমিটি

কলকাতা, ৬ মার্চ : বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদদৌলার হীরাঝিল প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন এলাকা কী পরিস্থিতিতে রয়েছে, তা পরিদর্শন করতে কমিটি গঠন করল কলকাতা হাইকোর্ট। মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক এই কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন। নবাবের সম্পত্তির কোনও কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা, প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ রক্ষা করা যায় কি না তা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট পেশ করবে কমিটি। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় (দাস)-এর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, মুর্শিদাবাদের জেলা শাসকের নেতৃত্বে এই দলে থাকবে কেন্দ্র ও রাজ্যের একজন করে প্রতিনিধি, রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের প্রতিনিধি। ৬ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ বিষয়টি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

কন্যাশ্রী প্রকল্পে এআই ব্যবহার

কলকাতা, ৬ মার্চ : কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা দ্রুত ও নির্ভুলভাবে ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই-এর সাহায্য নিচ্ছে রাজ্য সরকার। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এই ব্যবস্থার ঘোষণা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে এই নিয়ে প্রাথমিক প্রস্তুতি শেষ হয়ে গিয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে নতুন নাম নথিভুক্ত, তথ্য যাচাই, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা আইএফএসসি কোডের ত্রুটি নির্ধারণ ইত্যাদির কাজ করা হবে। এতদিন এই কাজগুলিতেই সবচেয়ে বেশি ভুল হত। এআই ব্যবহার করা হলে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে ছাত্রীদের কাছে কন্যাশ্রী প্রকল্পের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে বলেই মনে করছেন নবান্নের কর্তারা।

এর আগে তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে ট্যাব কেনার টাকা বিলিতে অনিয়ম হয়েছিল। এক ছাত্রের টাকা অন্যজনের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা চালু হলে কাজের সুবিধা হওয়ার পাশাপাশি স্বচ্ছতাও আসবে। সরকারি সুযোগসুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সময়, তথ্যগত ভুল দ্রুত সমাধানে এআই সাহায্য করবে। সাধারণ সফটওয়্যারের তুলনায় এই ব্যবস্থা আরও বেশি নির্ভুল হবে বলেই মনে করছেন নবান্নের কর্তারা।

ইউনিক আইডি দাবি তৃণমূলের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ মার্চ : ভোটার কার্ডে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নম্বর নিয়ে তৃণমূলের দাবিতে সুর নরম করল কমিশন। বৃহস্পতিবার রাজ্যে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে গিয়ে সারা দেশে প্রতি ভোটার পিছু এই ইউনিক নম্বর চালু করার দাবি জানানোই শুধু নয়, অভিযোগের প্রমাণ মেলার পরেও তা নিয়ে পদক্ষেপ না করার পিছনে কমিশনের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগও করেছে তৃণমূল।

দলের কোর কমিটির বৈঠকের পর ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে এদিন রাজ্যে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে গিয়ে এপিক কার্ডে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নম্বর চালু করার দাবিতে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর নেতৃত্বে এদিন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়রা একযোগে কার্যকরী মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক দিব্যেন্দু দাসের সঙ্গে দেখা করেন।

পরে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'পাসপোর্ট, আধার কার্ড, প্যান কার্ডে যদি প্রতি ব্যক্তির জন্য একটি নির্দিষ্ট নম্বর বা ইউনিক নম্বর থাকতে পারে, তাহলে ভোটার কার্ডে তা থাকতে অসুবিধা কোথায়?'

সম্প্রতি নেতাজি ইন্ডোরে দলীয় সভায় মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও দিল্লির ভোটে বিজেপি বহিরাগতদের দিয়ে ভোট করিয়ে জিতেছে বলে অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার জবাবে দিল্লি ভোটের ফল দেখে ভয় পেয়েছে তৃণমূল বলে পালটা কটাক্ষ করেছিল বিজেপি। এরপরেই রাজ্যের ভোটার তালিকায় একই এপিক নম্বরে বহিরাগত রাজ্যের ভোটারের দৃষ্টান্ত দিয়ে কমিশন ও বিজেপিকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিযোগের পরেই নড়েচড়ে বসে কমিশন।

এদিন তৃণমূলের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকের পর রাজ্যের কার্যকরী মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস বলেন, 'ওঁদের সব দাবি কমিশনকে জানানো হবে।' কমিশন স্বীকার করেছে, ১৯৫০ সালের রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ পিপলস অ্যাক্ট জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে, এই ধরনের সংস্থান রয়েছে। ফলে বিষয়টি যেহেতু এখন কমিশনের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার প্রশ্ন, তাই কমিশন এ নিয়ে কোনও খামতি রাখতে চায় না। যদিও বিজেপির মতে, মূল সমস্যা থেকে নজর ঘোরাতেই এই কৌশল মুখ্যমন্ত্রীর। রাজ্যের বাঙালি হিন্দু ভোটারদের সমর্থন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সংশয়ে।

তাই ভোটার তালিকা থেকে তাদের বহিরাগত তকমা দিয়ে নাম কাটতে চান। বাংলাদেশের ঘটনার পর, রাজ্যের ভোটার তালিকায় বাংলাদেশি রোহিঙ্গা মুসলিম ভোটাররাই তৃণমূলের ভোটার। তালিকা থেকে তাদের নাম যাতে বাদ না পড়ে তাই ধমকে চমকে কমিশন ও বিজেপিকে সন্ত্রস্ত রাখতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দেউচা-পাঁচামিতে তিনদিন বন্ধ কাজ, ইন্টারনেটও

ভিটে ছাড়তে নারাজ বাসিন্দারা

আশিস মণ্ডল

সিউড়ি, ৬ মার্চ : কয়লাখনি এলাকায় চরকা কেটে আন্দোলন শুরু করেছেন আদিবাসীরা। তাঁদের বিক্ষোভের জেরে টানা তিনদিন ধরে বন্ধ দেউচা-পাঁচামির খনন কাজ। আদিবাসীদের ধারাবাহিক আন্দোলনের আঁচ যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য দেউচা-পাঁচামিতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। বৃহস্পতিবার আটক করা হয়েছে আদিবাসী নেতাদের। যদিও এ নিয়ে মুখ খুলতে চাননি প্রশাসনের আধিকারিকরা।

এদিন সাগরবাঁদি গ্রামে জমায়েত হয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আদিবাসী মানুষজন। সেইসঙ্গে বীরভূম সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার আদিবাসীদের এই আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য তাঁদের আহ্বান জানানো হয়েছে। সেইমতো এদিন বোলপুর থেকে শিবু সোরেনের নেতৃত্বে আদিবাসী নেতারা দেউচা-পাঁচামি যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেখানে পৌঁছানোর আগেই বোলপুর থানার পুলিশ তাঁদের ডেকে পাঠিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রাখে।

শিবুর অনুগামী বিশ্বনাথ কিসকু ও রাম সোরেন বলেন, 'তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরে আমাদের শিবুদাকে আটকে রেখেছে বোলপুর থানায়। দেউচায় আমাদের আদিবাসী ভাইবোনের সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে।'

এই প্রসঙ্গে বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, 'আমরা শিল্পের বিরোধী নই। তবে শিল্পের নামে আদিবাসীদের জল, জমি ও জঙ্গলের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে, চাকরি থেকে বঞ্চিত করে রাজ্যসভার সাংসদ তাঁর নিজের লোকেদের ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। কয়লা শিল্পের নামে পাথর তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তার জন্য আদিবাসী সমাজের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।'

দেউচা-পাঁচামিতে বিক্ষোভ আদিবাসীদের। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

চলতি বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন থেকে দেউচা-পাঁচামিতে কয়লাখনির খননকাজ শুরুর কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরেও জল, জঙ্গল, জমির অধিকার ছাড়তে নারাজ স্থানীয় মানুষজন। বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা।

দেউচা-পাঁচামিতে প্রস্তাবিত কয়লাখনির বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন বাসিন্দারা। কারণ, এখানে ৩৪০০ একর জমিজুড়ে মজুত রয়েছে কয়লা। এই কয়লা উত্তোলন করতে হলে প্রায় ২০টি গ্রামকে অন্যত্র সরাতে হবে। কমপক্ষে ২১ হাজার মানুষকে পুনর্বাসন দিতে হবে। যার মধ্যে অধিকাংশ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন।

এই অবস্থায় বিক্ষোভকারীরা খননের মেশিনপত্র সহ প্রশাসনিক লোকজনদের তাড়িয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। তবে গ্রামগুলির মোড়লদের নোটিশ পাঠিয়ে আলোচনায় বসার আবেদন করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। যদিও, কেউ তাতে রাজি হননি।

কারণ, এর আগে প্রশাসনের সঙ্গে একাধিক বৈঠকেও মেলেনি সমাধান সূত্র। দেউচা-পাঁচামির বাসিন্দাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী আগেই জমিদাতাদের চাকরি, আর্থিক প্যাকেজ, পুনর্বাসন ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ঘোষণাই সার, প্রতিশ্রুতিমতো কথা রাখেনি সরকার বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের।

সব মিলিয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় ও এশিয়ার সর্ববৃহৎ প্রস্তাবিত কয়লাখনির কাজ তিনদিন ধরে বন্ধ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে নিজেদের ভিটেমাটি ছাড়তে নারাজ স্থানীয়রা।

বোস-মমতাকে চায়ে পে চর্চার পরামর্শ

কলকাতা, ৬ মার্চ : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বিবাদ চায়ে পে চর্চায় মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্য প্রশাসনের দুই প্রধান ব্যক্তির মধ্যে আইনি লড়াইয়ের দৃষ্টান্ত শোভনীয় নয়, এমনটাই মন্তব্য করলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। তাই দুই পক্ষকে এই পদ্ধতিতে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন বিচারপতি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ৪ জনের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন রাজ্যপাল।

এই মামলাতে এদিন বিচারপতি রাওয়ের এজলাসে রাজ্যপালের আইনজীবী সময় চেয়ে নেন। বিচারপতি রাজ্যপালের আইনজীবীর উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা মামলাটি গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আদালত এমনটাই মনে করছে। তাহলে বার বার সময় চাইছেন কেন?' উত্তরে রাজ্যপালের আইনজীবী জানান, মামলায় সংযুক্ত অন্যান্য পক্ষ কলকাতা শহরের বাইরে থাকেন। তাই এটি অরিজিনাল সাইডের মামলা হতে পারে না। এই বিষয়ে মামলায় কিছু সংযুক্ত করার জন্য সময় চেয়ে নেওয়া হচ্ছে। তারপর বিচারপতি দুই পক্ষকে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিতেই মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'চায়ে পে চর্চায় সমস্যা নেই। আসলে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সহনশীল হওয়া দরকার।' পালটা এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে রাজ্যপালের আইনজীবী বলেন, 'আমার মক্কেল রাজনৈতিক ব্যক্তি নন। উনি সাংবিধানিক পদে রয়েছেন।' কল্যাণ জবাবে বলেন, 'রাজনৈতিক ব্যক্তি বলেই এই মামলা করেছেন। সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপাল এমনিতেই রক্ষাকবচ পান। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রেও নিয়মনীতি রয়েছে।' ৯ এপ্রিল মামলার পরবর্তী শুনানি।

পলাশ দেখতে বেলুড়ে ফুলপ্রেমীরা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৬ মার্চ : চারিদিকে লাল-হলুদের হাতছানি। বসন্তে সেই লাল ও হলুদ পলাশ দেখতে কলকাতা ও আশপাশ এলাকার যেসব মানুষ পুরুলিয়ায় যেতে পারছেন না, তাঁদের অনেকেরই এবারের গন্তব্য হাওড়ার বেলুড়। এখানকার ইএসআই হাসপাতালের ভিতরে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ফুটে আছে পলাশ।

বসন্তে রাঙা হয়ে ওঠে পুরুলিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা। ফুলপ্রেমীরা সেই দৃশ্য দেখতে ছোটেন সেখানে। পুরুলিয়ার পলাশের খ্যাতি আজ বিশ্বজুড়ে। কিন্তু কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলার যে সমস্ত ফুলপ্রেমী সময়ের অভাবে যেতে পারছেন না পুরুলিয়ায়, তাঁরা এখন দলে দলে ভিড় জমাচ্ছেন বেলুড়ে।

লাল-হলুদ পলাশে ছেয়ে গিয়েছে বাগান। সেখানেই সন্তর্পণে পা ফেলে ছবি তোলা ও রিল বানানোর ভিড় এখন। বেলুড় স্টেশন থেকে টোটো চেপে মিনিট সাতেক লাগে ইএসআই হাসপাতাল। হাসপাতালের পিছন দিকে রাস্তার দু'পাশে সারি সারি পলাশ গাছ। হাত বাড়ালেই পলাশ ফুল। যত খুশি দেখো, ছবি তোলো, কিন্তু ডাল ভাঙা মানা। স্থানীয় সাপুইপাড়া বসুকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে এই আবেদন জানিয়ে দেওয়া হয়েছে পোস্টারেও। ফুলপ্রেমীরা অবশ্য কেউই এই আবেদন অমান্য করছেন না।

টালিগঞ্জ নেতাজিনগর থেকে করবী বসাক, রুনা বসাক, প্রণতি বসু মজুমদার, নীলিমা বসু প্রমুখ এসে রীতিমতো আপ্লুত। পলাশ গাছের নীচে মনের আনন্দে গেয়ে ওঠেন রবীন্দ্রসংগীত। বলেন, 'পুরুলিয়ায় যেতে না পারার দুঃখ ভুলে গিয়েছি।' হুগলির আরামবাগ থেকে মা চন্দনা

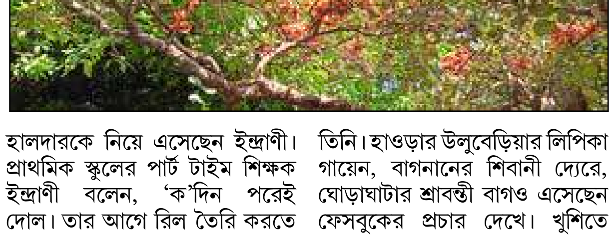

হালদারকে নিয়ে এসেছেন ইন্দ্রাণী। প্রাথমিক স্কুলের পার্ট টাইম শিক্ষক ইন্দ্রাণী বলেন, 'ক'দিন পরেই দোল। তার আগে রিল তৈরি করতে এখানে আসা।' বেলুড়ের চাঁদমারি এলাকার নৃত্যশিক্ষিকা দীপা মজুমদার কচিকাঁচাদের নিয়ে এসেছেন। দোলের আগে একটি ভিডিও তৈরির জন্যই এই জায়গাকে বেছে নিয়েছেন তিনি। হাওড়ার উলুবেড়িয়ার লিপিকা গায়েন, বাগনানের শিবানী দ্যেরে, ঘোড়াঘাটার শ্রাবন্তী বাগও এসেছেন ফেসবুকের প্রচার দেখে। খুশিতে ডগমগ তিন বোন একের পর এক ছবি তুলছেন, রিল তৈরি করছেন। নবম শ্রেণির ছাত্র অরিস্মিতকে নিয়ে উত্তর ২৪ পরগনার দুর্গানগর থেকে রিমা গুহ সরকার এখানে এসে আবেগাপ্লুত।

এখানকার পলাশ গাছের আলাদা কোনও যত্ন করা হয় না। প্রাকৃতিকভাবেই বেড়ে ওঠে। বেলুড় ইএসআই হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার জয়দীপ পাল জানান, ১৯৬৯ সালে প্রায় পরিত্যক্ত এই এলাকায় গড়ে উঠেছিল বক্ষরোগ ও যক্ষ্মার চিকিৎসার এই হাসপাতাল। সেইসময়ই সরকারি বনসৃজন প্রকল্পে লাগানো হয়েছিল এই গাছ। ধীরে ধীরে সংখ্যায় বেড়েছে পলাশ গাছ। গত কয়েক বছর ধরে এখানকার ফুল দেখতে আসছেন ফুলপ্রেমীরা।

মুখ্যসচিবকে নির্দেশ

কলকাতা, ৬ মার্চ : কলকাতা হাইকোর্টের ওবিসি শংসাপত্র সংক্রান্ত নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা গ্রহণ করা হল। তাই রাজ্যের মুখ্যসচিবকে ১২ মার্চ দুপুর দুটোয় ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ।

ঘৃণ্য অপরাধ

ছি ছি! নিন্দা করতে কোনও শব্দই উপযুক্ত নয়। শিক্ষক নিগ্রহের মতো ন্যক্কারজনক আর কী হতে পারে! তার ওপর নিগ্রহে অভিযুক্তরা যদি ছাত্র হয়! গুরুর গায়ে হাত তোলার মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে পড়ুয়ারা। সর্বশেষ ঘটনাটি মালদা জেলায়। বৈষ্ণবনগর থানার চামাগ্রাম এলাকায়। উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীরা কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। ইংরেজি পরীক্ষার দিন তারা শিক্ষকদের ওপর হামলা করেছে।

শিক্ষকদের 'অপরাধ', তাঁরা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছিলেন। পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার আগে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি করছিলেন। পরীক্ষার হলে যাতে কেউ মোবাইল বা অন্য কোনও ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট নিয়ে ঢুকতে না পারে, তাই এই ব্যবস্থা করেছিল সংসদ। কিন্তু চামাগ্রাম হাইস্কুলের পরীক্ষাকেন্দ্রে যাদের আসন পড়েছিল, সেই পরীক্ষার্থীরা তাতে ক্ষিপ্ত হয়। উলটে নকল করতে দেওয়ার অন্যায় আবদার শুরু করে। শিক্ষকরা সেই বেআইনি কাজে প্রশ্রয় না দেওয়ায় তাঁদের ওপর নেমে আসে আক্রমণ।

স্কুলের অফিস-রুমেও হামলা চলে। এমনকি শিক্ষকদের দিকে গরম জল ছুড়ে দেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে ওই পড়ুয়ারা পরীক্ষার্থী। এই নবীন প্রজন্ম দেশের ভবিষ্যৎও বটে। কিন্তু তাদের অপরাধ ক্ষমাহীন। প্রথমত, তারা হামলা করেছে শিক্ষক সমাজের ওপর। দ্বিতীয়ত, নকল করার মতো বেআইনি কাজ করতে দেওয়ার অনুমতি চাইছিল ওরা। নিগ্রহের ফলে ৬ জন শিক্ষক জখম হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হয়েছে।

তাঁদের এই ক্ষত শুধু শারীরিক নয়, মানসিকও। পড়ুয়ারা যদি কোনও শিক্ষকের গায়ে হাত তোলে, তবে তার চেয়ে অসম্মান, অপমান আর কিছু হতে পারে না। সেই অসম্মান শুধু আহত ওই ৬ জন শিক্ষকের নয়, গোটা শিক্ষক সমাজের, শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সকলের। শেষ বিচারে অপমান সমাজেরও। নবীনদের সুষ্ঠু শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হওয়ার দায় আমাদের সকলের। শিক্ষকদেরও। কিন্তু শুধু সেই যুক্তিতে কতিপয় পরীক্ষার্থীর এই অন্যায়কে আড়াল করা যায় না।

বরং মালদা জেলার ঘটনাটি গোটা শিক্ষা জগৎ ও সমাজের পক্ষে অত্যন্ত সতর্কতা বয়ে আনছে। শিক্ষক যদি নিজের ছাত্রের কাছে নিরাপদ না হন, তবে তার চেয়ে উদ্বেগজনক শুধু নয়, লজ্জাজনক আর কী হতে পারে! ভয়াবহ এই ঘটনাটিকে কোনওভাবে লঘু করে দেখা উচিত হবে না প্রশাসনের। পরীক্ষার্থী বলে যেমন সহৃদয়তার সঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যত্নবান হতে হবে, তেমনই কড়া পদক্ষেপ করাও জরুরি।

অন্যথায় এরকম বিশৃঙ্খলা করে কেউ পার পেয়ে গেলে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে। যাদবপুরে সদ্য শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ঘিরে হুলুস্থুল ও দুই ছাত্রের আহত হওয়ার ঘটনায় সেইরকম সুদূরপ্রসারী পরিণামের ইঙ্গিত করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। ওই ঘটনায় দায়ের করা মামলায় বিচারপতি বাংলাদেশের নাম না করে সেই দেশে ছাত্রদের একাংশের অরাজকতার উল্লেখ করেছেন।

বৈষম্য বিরোধিতার নামে আন্দোলনে শামিল একদল পড়ুয়ার উগ্রমূর্তিতে বাংলাদেশে সরকার বদল হয়ে গিয়েছে। নতুন সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েও ক্ষান্ত হয়নি ছাত্র-জনতা। দেশজুড়ে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদিতে পড়ুয়াদের একাংশ জড়িয়ে পড়ছে বা মদত দিচ্ছে। মালদায় শিক্ষক নিগ্রহের মতো বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যদের চরম হেনস্তায় অভিযুক্ত হচ্ছে পড়ুয়াদের একাংশই।

বিচারপতি সারকথা বলেছেন, প্রতিবেশী দেশের ওই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ভারতে হতে দেওয়া যায় না। সেজন্য প্রশাসনকে কড়া হতে হবে। কিন্তু একা প্রশাসনের পক্ষে গোটা ছাত্র সমাজকে শিক্ষক নিগ্রহের মতো অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব। সেজন্য চাই পড়ুয়াদের সচেতনতা। সেই সচেতনতা সৃষ্টির মূল দায় সমাজের। আমার-আপনার। শিক্ষকদেরও। স্কুল স্তরে ছাত্রদের সুষ্ঠু মানসিক বিকাশে সহযোগীর ভূমিকা নিতে হবে তাঁদের। নকলের মতো অন্যায় করে পাশ করার মানসিকতাকে নস্যাৎ করার জন্য সচেতনতা চাই সমাজের, অভিভাবকদের।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

পদ্মের গন্ধে তিন কমিউনিস্ট পার্টির যুদ্ধ

কারাতের প্রবেশে সিপিএম কি বিজেপিকে নিয়ে নরম? প্রশ্ন ঘিরে দেশের তিন কমিউনিস্ট পার্টিতে অভিনব বিতর্ক।

প্রসূন আচার্য

ভারতীয় জনতা পার্টি ফ্যাসিস্ট। কিন্তু ঠিক কতটা? তার চরিত্রটা ঠিক কেমন?

একটু নরম? নাকি মুসোলিনি-হিটলারের মতো কঠিন?

এই নিয়ে বেজায় ফ্যাসাদে দেশজ কমিউনিস্টরা। সমস্যাটা আরও বেড়েছে, কারণ সামনেই ২-৬ এপ্রিলে ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম পার্টি কংগ্রেস তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে। এখনও অবধি ধারে এবং ভারে সিপিএমের ওজন বাকি সব কমিউনিস্ট পার্টির থেকে বেশি। ফলে বিতর্ক একদম হাতেগরম।

ধান ভানতে একটু শিবের গীত না গাইলে বিষয়টি খোলসা হবে না।

নানা সত্যি-মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং বন্ধু আদানির বিমানে চড়ে দেশজুড়ে প্রচার করে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় এসেছিলেন ২০১৪ সালের মে মাসে। তার কিছুদিনের পর থেকেই কমিউনিস্টদের একাংশ তাঁকে কেন্দ্র করে বর্তমান বিজেপির রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে সরাসরি 'ফ্যাসিস্ট' বলে দাগিয়ে দিতে শুরু করেন। এমনকি ২০১৫ সালে প্রকাশ কারাতের তিন টার্মের পর যিনি সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক হন, সেই সীতারাম ইয়েচুরি একাধিক প্রবন্ধে আরএসএস এবং বিজেপিকে ফ্যাসিস্ট বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু যেহেতু লিখিত দলিল ছাড়া কমিউনিস্টরা শেষ অবধি কিছুতেই বিশ্বাস করে না, তাই দলের ডকুমেন্টে এই কথা সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি।

২০১৬ সালে ক্ষমতাবান কেরল লবির প্রধান নেতা প্রকাশ সংবাদমাধ্যমকে এক সাক্ষাৎকার দিয়ে বসেন। যাতে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, বিজেপিকে ঠিক ফ্যাসিস্ট বলা যায় না। তাঁর এই কথার পরেই সিপিএমের মতো রেজিমেন্টের দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ, ইয়েচুরির বহু পুরোনো বন্ধু বিহারের লালুপ্রসাদ যাদব ৯০ দশক থেকেই বিজেপিকে 'ফ্যাসিস্ট শক্তি' বলে চিহ্নিত করেছেন। সঙ্গে সীতারাম একই সুরে সুর মিলিয়েছেন।

২০১৯ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর মোদি সংঘ পরিবারের তিনটি বড় অ্যাজেন্ডা পূরণ করেন।

কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিল করে দেন। দেশজুড়ে বিতর্কের মধ্যেও প্রতিবেশী দেশ, মূলত বাংলাদেশ থেকে আসা বাঙালি মুসলিমরা যাতে কোনওভাবেই ভারতের নাগরিক না হতে পারেন। হিন্দু বা বৌদ্ধ, জৈনরা এলেই নাগরিকত্ব পান, তার জন্য সিএএ চালু করেন। এরপর আদালতের রায়কে সামনে রেখে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন করেন।

ফলে বিজেপির চরিত্রটা ঠিক কী, তাই নিয়ে বামেরা অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে যান। সংঘের অ্যাজেন্ডা পূরণ করে ২০২৪ সালে মোদি তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসেন। প্রবল বিজেপি বিরোধী ইয়েচুরি হঠাৎই ফুসফুসের সংক্রমণে মারা যান। ফাঁকা হয়ে যায় সিপিএমের সাধারণ সম্পাদকের পদ। মাঝপথে নতুন কাউকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব না দিয়ে কারাতকেই আবার কোঅর্ডিনেটর হিসেবে কাজ চালাতে বলা হয় এবং তাঁর অধীনেই পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক দলিলের খসড়া লেখা হয়েছে।

কিন্তু গোল বাধে এই খসড়াতে কয়েকটি লাইন নিয়ে। আরও স্পষ্ট করে বললে বিজেপি বা আরএসএসকে 'নিও ফ্যাসিস্ট' বলাকে কেন্দ্র করে। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি এখনও বিজেপির প্রতি সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, বকলমে প্রকাশ কিছুটা নরম মনোভাব দেখাচ্ছে? শুরু হয় বিতর্ক। প্রশ্ন তোলে মিডিয়া। প্রশ্ন তোলে সাম্প্রদায়িক ইস্যু সামনে রেখে বিজেপিকে ফ্যাসিস্ট বলে দাগিয়ে দেওয়া রাহুল গান্ধির কংগ্রেস।

বাংলায় এই বিতর্ক উসকে দেয় সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সিপিএমের মুখপত্র গণশক্তির একটি লেখায়। কেন শুধু 'ফ্যাসিস্ট' না বলে বিজেপিকে 'নিও ফ্যাসিস্ট' লেখা হচ্ছে, তার কারণ ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়, বিজেপি সম্পর্কে মূল্যায়নে সিপিএমের সঙ্গে বাকি দুই ভোটে অংশগ্রহণকারী ইন্ডিয়া ব্লকের শরিক সিপিআই এবং সিপিআই(এমএল) লিবারেশন পার্টির পার্থক্য আছে। আপাত মনে হয়, রাজনৈতিক বিচারে বিজেপি সম্পর্কে এই দুই দলের অবস্থান সিপিএমের থেকে কড়া।

এর পরেই লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর ফেসবুক পেজে সিপিএমের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিতর্ক আরও জমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এখনও বিজেপিকে সরাসরি ফ্যাসিস্ট না বললে আর কবে বলব?

সিপিএম তাদের পার্টি কংগ্রেসের খসড়ায় কী লিখেছে দেখা যাক। 'প্রায় ১১ বছর মোদি সরকার থাকার পরিণামে দক্ষিণপন্থা, সাম্প্রদায়িক, একনায়কতান্ত্রিক শক্তির সমাহার ঘটেছে নিও ফ্যাসিস্ট চরিত্রের সঙ্গে। মোদি সরকার হিন্দুত্ব শক্তি এবং বড় বুর্জোয়া শক্তির প্রতিনিধি। তাই আমাদের প্রাথমিক কাজ, বিজেপি এবং আরএসএসের হিন্দুত্ব-কর্পোরেট যোগসাজশের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং তাকে পরাস্ত করা।'

সিপিএম পলিটিকাল ড্রাফটে এই কথা লেখার পরেই প্রথমে কেরলের বাম সরকারের অন্যতম শরিক সিপিআইয়ের রাজ্য সম্পাদক বিনয় বিশ্বম প্রশ্ন তোলেন। তিনি হিন্দু সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকারে বলেন, 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ঠিক যেভাবে ইতালিতে মুসোলিনি এবং জার্মানিতে হিটলারের উদ্ভব ঘটেছিল, ফ্যাসিস্ট মোদি সরকার ঠিক সেইভাবে সংঘের আদর্শগত শিকড় বিস্তার করেছে।' অর্থাৎ সিপিআইয়ের স্পষ্ট মত, মোদি সরকার আসলে ফ্যাসিস্ট সরকার এবং এই সরকারের ফ্যাসিস্ট চরিত্র নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোনও সংশয় নেই।

পালটা জবাব দেন কেরলের সিপিএমের সম্পাদক বিভি রাঘবন। তিনি পালটা সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমরা সিপিআইয়ের সঙ্গে একমত নই। আরএসএস তাদের হিন্দুত্বের অ্যাজেন্ডায় গোটা দেশকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইছে। দক্ষিণ পন্থা সাম্প্রদায়িক শক্তির এটা একটা নিও ফ্যাসিস্ট চরিত্র।'

ইতালি-জার্মানিতে ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থান ঘটেছিল ১০০ বছর আগে। তারপর পুঁজি থেকে আরম্ভ করে প্রযুক্তি এবং জিও পলিটিক্স অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবীর বহু দেশ এই নিও ফ্যাসিস্ট শব্দ ব্যবহার করে। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে আপত্তি কিছু নেই বলে মনে হলেও মূল আপত্তি বিজেপির চরিত্র নিয়েই।

এই পরিস্থিতিতে দলে বিতর্ক বাড়তে থাকায় ২ মার্চ গণশক্তি পত্রিকা বিষয়টি ব্যাখ্যায় গিয়ে বলে, সিপিএম ২২তম পার্টি কংগ্রেসে বলেছিল, কর্তৃত্ববাদী ও হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক আক্রমণে ফ্যাসিস্ট ধাঁচের প্রবণতার লক্ষণ। ২৩তম পার্টি কংগ্রেসে বলেছিল, মোদি সরকার আরএসএসের ফ্যাসিস্ট ধাঁচের কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর এবার ২৪তম পার্টি কংগ্রেসের দলিলে তার থেকেও এক ধাপ উপরে উঠে বলা হয়েছে।'

সমস্যা হচ্ছে, 'নিও ফ্যাসিস্ট' শব্দবন্ধ নিয়ে এই বিস্তারিত ব্যাখ্যার পরে গণশক্তিতে লেখা হয়, 'আমাদের পার্টির এই অবস্থান সিপিআই এবং সিপিআই(এমএল) লিবারেশন থেকে আলাদা। সিপিআই মোদি সরকারকে ফ্যাসিস্ট সরকার বলে চিহ্নিত করেছে। আর সিপিআই(এমএল) লিবারেশন-এর মতে, ভারতে ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়েছে।'

এর পরেই দীপঙ্কর কার্যত সিপিএমের অবস্থানকে সমালোচনা করে বিরাট মতামত পোস্ট করেন ফেসবুকে। তাঁর মত হচ্ছে, 'মোদি সরকার দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছে। এর বিরুদ্ধে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে একজোট হয়ে লড়তে হবে। কেন সিপিএম এই কথা বলতে পারছে না?'

মনে রাখতে হবে, বাংলায় সিপিএম শূন্য। কিন্তু বিহারে লিবারেশনের ১২ বিধায়ক আছেন। সিপিএমের ২। সিপিআইয়েরও ২।

সিপিআইয়ের সর্বভারতীয় তাত্ত্বিক নেতা, যিনি গোটা বিশ্বে গত ৫০ বছরের বেশি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট দলের সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন, সেই পল্লব সেনগুপ্ত আমাকে বললেন, 'লিবারেশন যদি মনে করে, দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়েছে, তাহলে কেরলে বিজয়নের নেতৃত্বে বাম সরকার থাকে কী করে? আর একাধিক রাজ্যে কংগ্রেস বা কংগ্রেস জোট সরকার কী করে টিকে, যা বামপন্থীরা সমর্থন করছে। এই সরকারগুলোর তো থাকার কথা নয়! সুতরাং লিবারেশনের ব্যাখ্যা পুরো ঠিক নয়।'

পল্লবের আরও যুক্তি, আবার সিপিএম যদি এখনও স্পষ্ট করে বিজেপিকে ফ্যাসিবাদী শক্তি না বলে, তাহলে আর কবে বলবে? এত রাখঢাক কেন? বিতর্ক কিছুটা উসকে দেওয়ার ভঙ্গিমায় তিনি বলেন, 'ইয়েচুরি বেঁচে থাকার সময় তো এত রাখঢাক ছিল না! উনি তো বিজেপিকে সরাসরি ফ্যাসিবাদী শক্তি বলে আক্রমণ করতেন। অবশ্য পার্টি কংগ্রেসের দলিলে সিপিএম কী বলবে, সেটা তাদের মত।'

নিঃসন্দেহে তাঁর এই কথায় বিতর্ক আরও বাড়ল।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৫৫

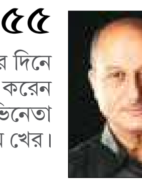

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা অনুপম খের।

২০১৭

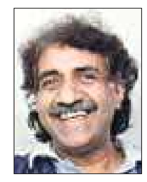

লোকসংগীতশিল্পী কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

তৃণমূলের জমানা বলেই যাদবপুরে ওরা এটা করতে পারছে। সিপিএমের জমানা হলে যে দল এরকম করত, তাদের রাজ্যেই থাকতে দিত না। তৃণমূলের লোকেরাও উগ্র হতে পারে। দু'মিনিট সময় লাগবে। কিন্তু আমাদের পার্টি বলবে না, যাও বিরোধীদের মেরে আসো।

- রাজ চক্রবর্তী

ভাইরাল/১

চলন্ত ট্রেন থেকে আইআরসিটিসির কর্মীর আবর্জনা ফেলার ভিডিও ভাইরাল। দেখা যাচ্ছে, রেলের এক কর্মী ডাস্টবিনের আবর্জনা চলন্ত ট্রেন থেকে ট্র্যাকে ফেলছেন। যাত্রীদের বারণ শোনেননি। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তাঁকে জরিমানা ও বরখাস্ত করা হয়েছে।

ভাইরাল/২

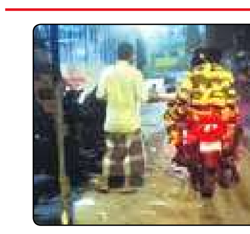

ধারাভিতে অবৈধভাবে নির্মিত খাবারের দোকান, স্টল ও হকারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত চার পুলিশ কনস্টেবল বাইকে পেট্রলিংয়ে বেরিয়েছিলেন। সেসময় দোকানদারদের কাছ থেকে তাঁদের ঘুষ নেওয়ার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলেছে। চারজনই সাসপেন্ড হয়েছেন।

জনমত

অপেক্ষা কোহলির ৭৫তম অর্ধশতরানের

আমি খুব ছোট বয়স থেকেই ক্রিকেটার বিরাট কোহলির ফ্যান। ৪ মার্চ দুবাইয়ের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সেমিফাইনাল ম্যাচে অত্যন্ত দায়িত্বসচেতন বিরাট কোহলি ৮৪ রানের (৯৮ বলে) ইনিংস খেলে ভারতীয় দলকে বিজয়ের পথে নিয়ে গেলেন। স্বাভাবিকভাবে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কারটাও (ওডিআই ক্রিকেটে ৪৩তম) জিতে নিলেন। ওডিআই ক্রিকেটে ৭৪তম অর্ধশতরান করার জন্য বিরাটকে জানাচ্ছি অজস্র ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

আশা রাখছি, ৯ মার্চ দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলা মহাগুরুত্বপূর্ণ ফাইনাল ম্যাচেও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিরাট কোহলির ব্যাট থেকে বেরিয়ে আসবে ৭৫তম ওডিআই অর্ধশতরান। একইসঙ্গে ফিল্ডিং করার সময় আরও একটা বা দুটো ক্যাচ নিয়ে নিজের ক্যাচের সংখ্যাটাকেও (বর্তমান ওডিআই ক্যাচ ১৬১টি) বাড়িয়ে নিতে পারবেন।

চিরঞ্জীবকুমার সাহা
দশম শ্রেণি, মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল।

ভেজাল ওষুধ এবং আমরা

সম্প্রতি সিডিএসসিও'র পরীক্ষায় ডাহা ফেল করেছে বিভিন্ন নামকরা ব্র্যান্ডের ১৪৫টি ওষুধের ব্যাচ। এরমধ্যে রয়েছে মাথাব্যথা, জ্বর, বমি, প্রেশার, সুগার থেকে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক। এই ডাহা ফেল করা গুরুত্বপূর্ণ ওষুধগুলো ভারতে এতদিন ধরে দিব্যি চলছে কী করে? ডাক্তাররাই বা সেইসব ওষুধ প্রেসক্রাইব করছেন কী করে? বিদেশে যে ওষুধগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলোই বা আমাদের দেশে চলছে কী করে?

আসলে এদেশের বা রাজ্যের নেতা-নেত্রীরা জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত নন, জনগণের কল্যাণ, উন্নতি বা স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁরা মোটেও ভাবিত নন। তাঁরা সবসময় ব্যস্ত থাকেন তাঁদের সিংহাসন রক্ষায় ভোটের হিসেবনিকেশ কষতে। দেশ ও রাজ্যের জনগণের উন্নতি, কৃষি, শিল্পবিকাশ, শিক্ষা ও চিকিৎসা পরিষেবায় তাঁদের মনোনিবেশ খুবই কম দেখা যায়।

প্রায় সকলের ঘরে ঘরে প্রায়শই চলে প্যারাসিটামল, টেলমা, অনডেম জাতীয় ওষুধ এবং সুগারের ওষুধ। আর এইসব ওষুধেই নাকি ভেজাল, নেই কোনও গুণমান, কমছে না রোগীদের সমস্যা। কে জানে ল্যাবরেটরিগুলোতেও কবে দুর্নীতি ঢুকে যাবে, সব ওষুধ পরীক্ষায় পাশ করে যাবে আর বলি হবে সাধারণ জনগণ!

কেউ কি আছেন সব দুর্নীতি দূরীকরণে ওষুধগুলোর গুণমান পরীক্ষা করে সঠিক ওষুধ বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করতে? বিভিন্ন অসুস্থতায় এদেশের রোগীদের সঠিক চিকিৎসা তথা ভেজালহীন সঠিক গুণমানযুক্ত ওষুধ দিতে দেশ বা রাজ্যগুলো কি দায়বদ্ধ নয়?

জ্যোতির্ময় রায়
নিউ আলিপুরদুয়ার।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

উদাসীনতার জন্য বাঙালি যাচ্ছে বিস্মৃতিতে

বারাণসী ঘুরলে বোঝা যায়, বাঙালি এককালের প্রাণের শহরে কতটা আড়ালে। মধুপুর, গিরিডি, শিমুলতলাতেও এক ছবি।

শৌভিক রায়

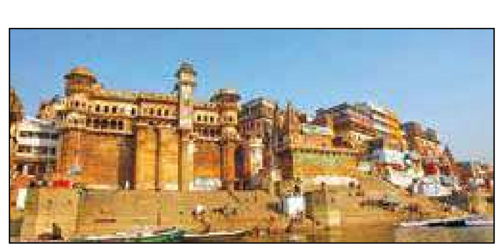

রিকশা চালাতে চালাতেই সিরাজ নাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছিলেন।

তিন পুরুষ ধরে ওঁরা বারাণসীতে। ঠাকুরদা প্রথম এসেছিলেন। টাঙ্গা চালাতেন। সময়ের পরিবর্তনে সেসব বিলুপ্ত। বাবার আমল থেকেই শুরু হয়েছিল রিকশা। প্রজন্ম আর রিকশার আদল বদলালেও, পেশা একই রয়ে গিয়েছে। তবে দেশের বাড়ি মালদার সঙ্গে যোগ বরাবর রয়েছে। সিরাজের নিজের স্ত্রী-পুত্র ওখানেই। তিন-চার মাস পরপর কিছুদিনের জন্য দেশের বাড়ি যাওয়াটাও বাপঠাকুরদার মতোই।

সিরাজ ও সিরাজের মতো মানুষজনদের ঠিক কোন ক্যাটিগোরিতে ফেলব বুঝতে পারছি না। পরিযায়ী? নাকি প্রবাসী? কেননা বেনারস ও সংলগ্ন এলাকায় এরকম বাঙালির সংখ্যা কম নয়। তিন-চার পুরুষ ধরে এঁরা জীবিকার জন্য বংশপরম্পরায় মধ্যভারতের এই জায়গাগুলিকেই বেছে নিয়েছেন। নিজেদের রাজ্যে কোনও কিছুই চেষ্টা করেননি তাঁরা।

কথা হচ্ছিল অটোচালক ছান্নু প্যাটেলের সঙ্গে। দিব্যি বাংলা বলেন। জানালেন তাঁদের পরিচিত তপন চক্রবর্তীর কাছ থেকে শিখেছেন। বাড়ি 'বঙ্গাল'-এর কোথাও হলে, ছান্নুজির মতে তপনবাবু তাঁর নিজের মতোই বেনারসিয়া! কেননা বাংলায় কাজের সুযোগ পেয়েও তিনি নাকি যাননি। রয়ে গেছেন ওখানেই।

এই মানুষজনের পাশে আর এক ধরনের বাঙালিও দেখা গেল, এইসব এলাকায় দৃশ্যমান। যেমন বাঙালিটোলার শম্ভু চক্রবর্তী। সারনাথের বেনারসি বুনকর অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হলেও, তাঁর মূল কাজ বৌদ্ধ মন্দিরের গাইডের। তাঁর কোন পূর্বপুরুষ কবে বেনারসে এসেছেন, জানেন না। বাংলায় কিছু আত্মীয়স্বজন থাকলেও, সেভাবে আর কারও সঙ্গেই যোগাযোগ নেই। দুঃখ করলেন, বাঙালিটোলা নামটি থাকলেও, দক্ষিণ ভারতীয়দের প্রতিপত্তি বাড়ছে সেখানে। কমে আসছে বারাণসীর বাঙালিদের প্রভাব।

তবে এখনও বারাণসীর মতো জায়গাজুড়ে বাংলার ছোঁয়া প্রচুর। ফলে বেঙ্গলি কলেজের পাশাপাশি, দশাশ্বমেধ ঘাটে যাওয়ার পথে দুই ধারের দোকানের সাইনবোর্ডে বাংলা দেখা যায়। অহল্যাবাই ঘাটের কাছেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আবক্ষমূর্তি জ্বলজ্বল করে। কমবেশি বাংলা বোঝেন প্রায় সকলে। তবে কোথায় যেন কাশীর সেই বিখ্যাত খাতিরদারির অভাব স্পষ্ট। বাঙালিদের ব্যাপারে উদাসীনতা যে দিন-দিন বাড়ছে, সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

তাই বাঙালিদের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধর্মশালার হাল দেখে কষ্টই হয়। যে গোধূলিয়া, ভেলুপুরা অঞ্চলে এক সময় বাঙালিরা রাজত্ব করত, সেখানেও তাদের কেমন ছন্নছাড়া অবস্থা। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে, মদনমোহন মালব্যর মরণোত্তর ভারতরত্ন প্রদানের সার্টিফিকেটে প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হিন্দিতে করা সইও বোধহয় সেই দৈন্য মেটাতে পারে না।

তবে শুধু বারাণসী নয়, গোটা পশ্চিমজুড়েই এই ছবি। যে বাঙালি এক সময় মধুপুর, শিমুলতলা, গিরিডি থেকে শুরু করে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিজেদের ছড়িয়ে রেখেছিল, আজ সব জায়গাতেই পিছু হটছে তারা। পশ্চিমের সূর্যের মতোই অস্তমিত বাঙালির গৌরব। আর এই ব্যাপারে, প্রবাসী বা দেশি বাঙালি সবাই সমান। কেননা আত্মঘাতী সকলেই!

তাই বারাণসীর ঘাটগুলিতে বেড়াতে বেড়াতে যখন কেদারঘাটে এলাম, মনে পড়ল সত্যজিৎ রায়ের কথা। 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর ক্লাইম্যাক্স হয়েছিল এখানেই। মহাকুম্ভ আর শিবরাত্রির তিথিতে পুণ্য করতে আসা বাঙালিও যেমন মনে রাখেনি সেটা, হয়তো ভুলে গিয়েছেন স্থানীয় বাঙালিরাও।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৮৩

পাশাপাশি : ১। পশ্চিমবঙ্গের নিকট প্রতিবেশী একটি রাজ্য ৩। অত্যন্ত নরম বা গলা ভাত ৫। বলার যোগ, বর্ণনীয়, কথনীয়, মুখে মুখে প্রচলিত ৬। রংবিশেষ, ফলবিশেষ, লক্ষ্মীদেবী ৮। নাকের অলংকারবিশেষ ১০। বায়না, অগ্রিম মূল্য বা পারিশ্রমিক ১২। পৃথিবী, ত্রিভুবন, রাজ্য, এলাকা ১৪। হাবলা, মূকবধির ১৫। চর্মরোগবিশেষ, প্রতিশোধ ১৬। গতিশীল, গমনশীল।

উপর-নীচ : ১। কুঞ্চিত করা ২। ব্যাঙের ডাক, মকমকি ৪। খুব ভালো, চমৎকার ৭। প্রশ্রয়, আশকারা ৯। শরম, খই ১০। অনিষ্টকারী, প্রতারক ১১। শ্রেষ্ঠ মানুষ, শ্রীকৃষ্ণ ১৩। এক ধরনের চিংড়ি মাছ।

সমাধান ■ ৪০৮২

পাশাপাশি : ১। কুমুদ ৩। খঞ্চাপোশ ৪। গণ্ডুক ৫। খটোমটো ৭। শ্রুতি ১০। পল ১২। কানাকড়ি ১৪। ঘরামি ১৫। ষাঁড়াষাঁড়ি ১৬। নফর।

উপর-নীচ : ১। কুম্ভীরাশ্রু ২। দগড় ৩। খকখক ৬। মধুপ ৮। তিলানা ৯। তড়িঘড়ি ১১। লম্বোদর ১৩। কামিন।

বিন্দুবিসর্গ

ভারতীয় ছাত্র খুন আমেরিকায়

হায়দরাবাদ, ৬ মার্চ : ডাকাতির সময় দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু ভারতীয় ছাত্রের। বুধবার মার্কিন প্রশাসনের তরফে এই খবর জানানো হয়। হায়দরাবাদের একটি কলেজ থেকে বিটেক করে উচ্চশিক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন তেলেঙ্গানার রঙ্গরেড্ডির বাসিন্দা প্রবীণ কুমার গাম্পা (২৭)। উইসকনসিনের মিলউইকির একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডেটা সায়েন্সে

স্নাতকোত্তর করছিলেন। স্থানীয় একটি দোকানে কাজও করতেন। জানা গিয়েছে, দোকানে ডাকাতির চেষ্টা হলে তাদের বাধা দিতে গিয়েই দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর জখম হন প্রবীণ। হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। তবে প্রশাসন জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

প্রবীণের ভাই জানিয়েছেন, বুধবার সকালেই বাবাকে ফোন করেন প্রবীণ। কিন্তু তিনি ধরতে পারেননি। পরে মেসেজ করলেও উত্তর আসেনি। ২০২৩-এ প্রবীণ আমেরিকায় গিয়েছিলেন। মৃতের বাবার কথায়, আর কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর পড়া শেষ হয়ে যেত। ছাত্র-মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে শিকাগোর ভারতীয় দূতাবাস। পরিবারকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

হামাসকে হুঁশিয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্টের

পণবন্দিদের মুক্তি না দিলে গাজা অভিযান

ওয়াশিংটন, ৬ মার্চ : বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর পর এবার ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনিও এবার কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র সংগঠন হরকত আল-মুকাওয়ামা আল-ইসলামিয়া (হামাস)-কে। বুধবার হামাসকে চূড়ান্ত সতর্কবার্তা দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, যদি হামাস অবিলম্বে সমস্ত পণবন্দিকে মুক্তি না দেয়, তাহলে গাজা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

নিজস্ব যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ ট্রাম্প লিখেছেন, 'সব পণবন্দিকে এখনই মুক্তি দাও, পরে নয়। নিহতদের দেহ ফিরিয়ে দাও। নাহলে তোমাদের অস্তিত্ব শেষ।' হামাস নেতাদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'এটাই তোমাদের শেষ সতর্কবার্তা! যাদের যাওয়ার ইচ্ছা আছে, তারা এখনই গাজা ছেড়ে চলে যাও।'

ইজরায়েলের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, তাঁর প্রশাসন ইজরায়েলকে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সব অস্ত্র ও সামরিক সহায়তা দিচ্ছে। যদিও হামাসের অভিযোগ, ট্রাম্পের হুমকির উদ্দেশ্য হল ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে গাজার যুদ্ধবিরতি চুক্তি থেকে সরে আসতে সহায়তা করা এবং গাজার ওপর অবরোধ আরও কঠোর করা। দলের মুখপাত্র আবদেল লতিফ আল-কানুয়া

> এটাই তোমাদের শেষ সতর্কবার্তা! যাদের যাওয়ার ইচ্ছা আছে, তারা এখনই গাজা ছেড়ে চলে যাও।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

বৃহস্পতিবার বলেন, 'ইজরায়েলি বন্দিদের মুক্তির ঠিক পথ হল ইজরায়েলকে দ্বিতীয় ধাপে যেতে বাধ্য করা এবং মধ্যস্থতাকারীদের তত্ত্বাবধানে স্বাক্ষরিত চুক্তি মানতে বাধ্য করা।'

কেবল হামাস নয়, গাজার সাধারণ বাসিন্দাদেরও কড়া বার্তা দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'গাজার জনগণ, তোমাদের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে, তবে শর্ত একটাই- তোমরা একজনকেও আর বন্দি করে রাখতে পারবে না। সেটা করলে তোমরা একেবারে নির্মূল হয়ে যাবে।'

হামাস ও ইজরায়েলের মধ্যে ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি শেষ হয়েছে। ইজরায়েল চেয়েছিল যুদ্ধবিরতি আরও কয়েক সপ্তাহ বাড়াতে। তবে হামাস দাবি করেছিল, এটি ধাপে ধাপে স্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে পরিণত করতে হবে। কিন্তু ইজরায়েল তার কঠোর অবস্থান বজায় রেখে গাজায় খাদ্য ও চিকিৎসা সামগ্রী ঢোকা বন্ধ করে দিয়েছে।

ইজরায়েলের নতুন সেনাপ্রধান আইয়াল জামির বলেন, 'হামাসকে বড় ধাক্কা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখনও তারা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়নি। তাই আমাদের মিশন এখনও শেষ হয়নি।'

ইউরোপের তিন দেশ ফ্রান্স, ব্রিটেন ও জার্মানি গাজায় বর্তমান মানবিক সংকটকে 'ভয়াবহ' আখ্যা দিয়ে গাজায় যাতে খাবারদাবার ও ওষুধপত্র প্রবেশে বাধা না দেওয়া হয়, তার জন্য ইজরায়েলকে অনুরোধ করেছে। এদিকে আমেরিকা এই প্রথম সরাসরি হামাসের সঙ্গে আলোচনা করেছে। ট্রাম্পের বিশেষ দূত অ্যাডাম বোহলার ওই আলোচনায় অংশ নেন। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট জানান, 'মার্কিন নাগরিকদের স্বার্থরক্ষা করতে প্রেসিডেন্ট সংলাপের মাধ্যমে কাজ করার পক্ষে।' ইজরায়েলও জানিয়েছে, তারা এই আলোচনার বিষয়ে অবহিত ছিল।

দূরবিন চোখে প্রকৃতির অপূর্ব দৃশ্য দেখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ডের হারসিলে।

প্রত্যর্পণ ঠেকাতে আদালতে তাহাউর

ওয়াশিংটন, ৬ মার্চ : তাঁকে ভারতে প্রত্যর্পণ করা হোক, তা কিছুতেই চাইছেন না ২৬/১১-র মুম্বই সন্ত্রাসের অন্যতম চক্রী তাহাউর রানা। পাক বংশোদ্ভূত মুসলিম তাহাউর ভারত সরকারের হাতে তাঁকে তুলে না দিয়ে প্রত্যর্পণ স্থগিত করার আবেদন জানিয়েছেন মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে। কারণ হিসেবে জানিয়েছেন, তাঁকে নয়াদিল্লির হাতে তুলে দেওয়া হলে তাঁর ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালানো হবে। এই সম্ভাবনা প্রবল রয়েছে।

লস্কর জঙ্গি ৬৩ বছরের তাহাউর রানা লস অ্যাঞ্জেলসের কারাগারে রয়েছেন। ২০০৮-এর নভেম্বরে টানা তিন দিন ধরে চলা মুম্বই হামলায় ১৬৬ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। মৃতদের মধ্যে কয়েকজন মার্কিন নাগরিক ছিলেন। সেই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুম্বইয়ের জঙ্গি হামলাকে প্রথম থেকেই গুরুত্ব দিয়ে দেখে আসছে। ঘটনাটি নিয়ে মামলা হয় মার্কিন আদালতে। দীর্ঘ কয়েক

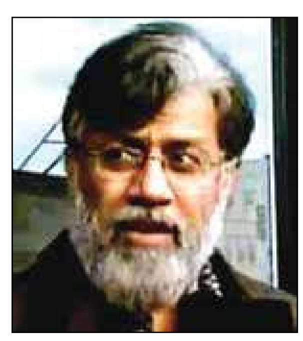

বছর ধরে তাহাউরকে প্রত্যর্পণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নয়াদিল্লি।

তাহাউর রানা কেন ভারতে বিচারের জন্য প্রত্যর্পিত হতে চাইছেন না? তাঁর কৌঁসুলিরা জানিয়েছেন, ভারতে ধর্মীয় বিদ্বেষ সাংঘাতিক। বিজেপিশাসিত ভারতে সংখ্যালঘু বিশেষত মুসলিমদের ওপর বৈষম্য করাটাই দস্তুর। ভিমরুলের চাকে হাত দিলে যে অবস্থা হয়, ভারতে তাহাউরকে ফেরত নিয়ে যাওয়া হলে একই অবস্থা হবে তার। তার ওপর তাঁদের মক্কেলের শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো নয়। একাধিক রোগে ভুগছেন। তাহাউর পারকিনসন্সের রোগী। হার্টে সমস্যা রয়েছে। সম্ভবত তাঁর মূত্রাশয়ে ক্যানসার হয়েছে। বিচারের জন্য তাঁকে ভারতে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি আর বাঁচবেন না।

বাইডেন সরকারের আমলে তাহাউরকে ভারতে প্রত্যর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্কিন সফর চলাকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাহাউরের ভারতে প্রত্যর্পণে সিলমোহর দেন। রানা সম্পর্কিত সমস্ত নথি মার্কিন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছে নয়াদিল্লি। প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া চলছে। এই আবহে মার্কিন শীর্ষ আদালতে তাহাউরের ভারতে প্রত্যর্পণের বিষয়ে স্থগিতাদেশের আর্জি নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতে কী জানায় সেটাই দেখার।

নিয়োগ বাতিল রেল বোর্ডের

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : অনিয়মের জেরে বাতিল হয়ে গেল রেলের সমস্ত বিভাগের গ্রুপ সি পদের নিয়োগ। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কাউকে আর নিয়োগ করা হবে না। বুধবার সমস্ত রেল জোনের জেনারেল ম্যানেজারদের কাছে রেলওয়ে বোর্ডের একটি সার্কুলার পাঠানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, 'সাম্প্রতিক অতীতে বিভিন্ন বিভাগীয় নিয়োগের ক্ষেত্রে একাধিক অনিয়ম সামনে এসেছে। তাই বিভাগীয় নিয়োগপ্রক্রিয়া পুনরায় খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গ্রুপ সি-র অন্তর্গত যে সমস্ত এলডিসিই এবং জিডিসিইদের নিয়োগ এখনও চূড়ান্ত হয়নি, সেগুলি বাতিল বলে গণ্য করা হবে।' এর পাশাপাশি রেলমন্ত্রক ঠিক করেছে এবার থেকে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড বা আরআরবি একটি কেন্দ্রীভূত কম্পিউটারবেসড পরীক্ষা নেবে। সম্প্রতি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে মুগলসরাই থেকে পূর্ব মধ্য রেলের ২৬ জন আধিকারিককে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। তল্লাশি চালিয়ে ১.১৭ কোটি টাকা উদ্ধারও করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল। এরপরই পরীক্ষা ও নিয়োগ বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়।

রাহুলকে জরিমানা

লখনউ, ৬ মার্চ : লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে ২০০ টাকা জরিমানা করল লখনউয়ের একটি আদালত। লখনউয়ের অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে রাহুলের বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলা চলছে। বুধবার তাতে হাজিরা দিতে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু তিনি হাজিরা না দেওয়ায় আদালত ২০০ টাকা জরিমানা করেছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৪ এপ্রিল। ওইদিন রাহুল গান্ধিকে ফের হাজিরা দিতে বলেছেন বিচারক। মহারাষ্ট্রে ২০২২ সালে বিনায়ক দামোদর সাভারকারকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে রাহুলের বিরুদ্ধে লখনউয়ের আদালতে মামলা দায়ের হয়েছিল। রাহুলের আইনজীবী আদালতের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন, তাঁর মক্কেলকে সশরীরে হাজিরা দেওয়া থেকে যেন অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিন্তু সেই আর্জি খারিজ হয়ে গিয়েছে।

সাতপাকে বাঁধা পড়লেন বিজেপি নেতা তেজস্বী সূর্য। বেঙ্গালুরুতে।

ট্রাম্পের নয়া নিষেধাজ্ঞার মুখে পাক, আফগানিস্তান

ওয়াশিংটন, ৬ মার্চ : আমেরিকা থেকে অনুপ্রবেশকারী ও অবৈধ অভিবাসীদের হটাতে বদ্ধপরিকর মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবার পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের নাগরিকদের আমেরিকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চলেছেন। সূত্রের খবর, ট্রাম্প সরকার আগামী সপ্তাহে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিয়ে সরকারি পর্যালোচনা হয়েছে। তার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে চলেছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর প্রথম পর্যায়ে শাসনে সাতটি মুসলিমপ্রধান দেশের নাগরিকদের আমেরিকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। তা নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছিল। মুসলিমপ্রধান ইরান, সোমালিয়া, সিরিয়া, লিবিয়া ও ইয়েমেনের মানুষ তখন যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারতেন না। বাইডেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে পর্যন্ত তা বহাল ছিল।

২০২১ সালে আফগানিস্তানে দ্বিতীয় পর্যায়ে তালিবান শাসন শুরু হওয়ার পর প্রাণ বাঁচাতে বহু আফগান আমেরিকায় চলে আসেন। তখন বাইডেন প্রেসিডেন্ট। আফগানরা শরণার্থী হিসেবে আমেরিকায় প্রবেশ করে পুনর্বাসনের ছাড়পত্র পান। তাঁরা বিশেষ অভিবাসী ভিসায় আছেন। ট্রাম্প জমানায় কী হবে তাঁদের?

আফগানিস্তানের অ্যাবে গেটে ২০২১ সালের বিস্ফোরণে অভিযুক্ত মহম্মদ সরিফুল্লাকে পাক সরকার আমেরিকায় প্রত্যর্পণে সাহায্য করায় ইসলামাবাদ সরকারের ব্যাপক প্রশংসা করেছেন ট্রাম্প। কিন্তু তারপরেই পাক নাগরিকদের আমেরিকায় প্রবেশ নিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চলার হুঁশিয়ারি।

আমেরিকায় যাবেন ম্যাক্রোঁ, স্টারমার

কিভ, ৬ মার্চ : আমেরিকা ইউক্রেনকে সামরিক ও গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। ওয়াশিংটনের পদক্ষেপে শঙ্কিত ইউক্রেন ও ইউরোপ। তাদের আশঙ্কা, ইউক্রেন রাশিয়ার পক্ষে অনুকূল শর্তে শান্তিচুক্তি গ্রহণ করতে যাতে বাধ্য হয়, সেজন্যই উল্লেখযোগ্য দুটি ক্ষেত্রে ইউক্রেনকে সহায়তা বন্ধ করে দিয়েছে ট্রাম্পের আমেরিকা। ইউক্রেনকে যেন তেন শর্তে চুক্তিপত্রে সই করানোই আমেরিকার উদ্দেশ্য। মার্কিন সমর্থন পুরোপুরি হারানোর ঝুঁকিতেও পড়তে হতে পারে ইউক্রেনকে, আড়ে বহরে তাও বুঝিয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এই পরিস্থিতিতে শান্তি চুক্তির জন্য ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার।

ফ্রান্স জানিয়েছে, ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ তুলে ধরাই তাদের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইউক্রেনের পাশে ইউরোপ আছে। সেই কারণেই ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের সঙ্গে যৌথ আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে ফ্রান্স ও ব্রিটেন। ট্রাম্পের সঙ্গে জেলেনস্কির বৈঠকে থাকবেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁ ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার। বৈঠকের তারিখ জানা যায়নি। সম্প্রতি জেলেনস্কিকে নিয়ে ট্রাম্পের উষ্ণ প্রকাশের ইউক্রেনের পাশে দাঁড়িয়েছিল ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি সহ গোটা ইউরোপ।

অভিবাসী তাড়ানোয় লাগামের জল্পনা

ওয়াশিংটন, ৬ মার্চ : অবৈধ অভিবাসীদের আমেরিকা থেকে বিতাড়নের জন্য সামরিক বিমানের ব্যবহার আপাতত বন্ধ করল ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। এই প্রক্রিয়া ব্যয়বহুল হওয়ায় এহেন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে।

১ মার্চ অবৈধ বাসিন্দাদের নিয়ে একটি সামরিক বিমান রওনা দিয়েছিল আমেরিকা থেকে। তারপর পেন্টাগনের আর কোনও বিমান অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর কাজে ব্যবহার হয়নি। এই সংক্রান্ত বিষয়ে আপাতত কোনও সামরিক বিমানের পূর্বনির্ধারিত সূচিও নেই বলে জানিয়েছে দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।

অবৈধ বাসিন্দাদের দেশে ফেরাতে ৩০ সামরিক বিমান ব্যবহার করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। ওই বিমানগুলি ছিল সি-১৭ এবং সি-১৩০ শ্রেণির। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ভারতেও এসেছিল। সাধারণত বাণিজ্যিক ফ্লাইট ব্যবহার করে অভিবাসী বহিষ্কারের কাজ পরিচালনা করে মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ।

কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন কঠোর বার্তা দিতে সামরিক বিমান ব্যবহার করেছিল। ডব্লিউএসজে-র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই পদ্ধতিতে বহিষ্কার ব্যয় বেড়ে গিয়েছে। সেই কারণে অভিবাসী বিতাড়ন প্রক্রিয়ায় রাশ টানতে হয়েছে ট্রাম্পকে।

উদয়ের স্বস্তি

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : সনাতন ধর্ম বিতর্কে তামিলনাড়ুর উপমুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিনকে স্বস্তি দিল সুপ্রিম কোর্ট। এবার থেকে সর্বোচ্চ আদালতের অনুমতি ছাড়া উদয়নিধির বিরুদ্ধে সনাতন বিতর্কে আর কোনও মামলা দায়ের করা যাবে না। বিভিন্ন রাজ্যে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে সনাতন ধর্ম নিয়ে করা মন্তব্যের জেরে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে। একের পর এক মামলা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন স্ট্যালিন। তাঁর আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি জানান, একাধিক রাজ্যে সনাতন বিতর্কে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা রুজু করা হয়েছে। সর্বশেষ মামলাটি দায়ের হয়েছে বিহারে। জবাবে সর্বোচ্চ আদালত বলেছে, 'আপনারা লাগাতার নতুন মামলা দায়ের করতে পারবেন না।' ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে সনাতন ধর্মকে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার মতো নির্মূল করার ডাক দিয়েছিলেন উদয়নিধি।

আমিরশাহিতে আরও ২ ভারতীয়ের ফাঁসি

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : ভারতীয় তরুণী শুধু শাহজাদি খানই নন, খুনের মামলায় মৃত্যুদণ্ডের সাজাপ্রাপ্ত আরও দুই ভারতীয়ের ফাঁসি হয়ে গেল সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। শাহজাদির মতো এই দুটি ক্ষেত্রেও ফাঁসি কার্যকর হওয়ার খবর তাঁদের পরিজনেরা পরে জানতে পারলেন।

বিদেশমন্ত্রক বৃহস্পতিবার মুহম্মদ রিনাশ আরঙ্গিলোট্টু ও মুরলীধরন পেরুমথাত্তা ভালাপিলের সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ফাঁসি হওয়ার কথা জানিয়েছে। তাঁদের ফাঁসি দেওয়া হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি। দু'জনেই কেরল থেকে আমিরশাহিতে গিয়েছিলেন। আমিরশাহির এক নাগরিককে খুনের দায়ে ফাঁসি হয়েছে মুহম্মদ রিনাশের। মুরলীধরন এক ভারতীয়কে খুনের ঘটনায় চরম দণ্ড পেয়েছেন। ফাঁসি না দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আমিরশাহি সরকারকে অনেক অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু কাজে লাগেনি। এখন প্রশ্ন, মোদি সরকারের পশ্চিম এশিয়া নীতি কি মেনে নিতে পারছে না মধ্যপ্রাচ্য?

সাউথ ব্লক জানিয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে দুই ভারতীয়কে সবরকমের আইনি সহায়তা দেওয়া হয়েছে। দু'জনকে মার্জনা করে দেওয়ার আবেদনও জানানো হয়। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রেখে চলেছেন দূতাবাস কর্তৃপক্ষ। দু'জনের শেষকৃত্যে পরিজনদের অংশগ্রহণের সুযোগও করে দেওয়া হচ্ছে। শাহজাদির বাবা সাবির খান জানিয়েছিলেন, মেয়ের খবর পেতে তাঁকে আদালতের আশ্রয় নিতে হয়। ফাঁসি কার্যকর হওয়ার প্রায় এক পক্ষকাল পরে তা জেনেছেন। আরও দুই ভারতীয়ের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার খবরও পরে জানা গেল।

পবিত্র রমজান মাসে মসজিদের ওপর এক ফালি চাঁদ। বৃহস্পতিবার ইস্তানবুলে।

হোলিতে না আলিগড়ের, শুরু বিতর্ক

আলিগড়, ৬ মার্চ : আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে হোলি মিলনোৎসবের অনুমতি না মেলায় গোল বেধেছে। বিতর্কের উত্তাপ ছড়িয়েছে রাজ্য রাজনীতিতেও। কিছু শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিষয়টি খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দরবারে নিয়ে যাওয়ার হুমকিও দিয়েছেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পড়ুয়া অখিল কৌশল এএমইউ উপাচার্যের কাছে হোলি মিলন অনুষ্ঠান করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু পরে প্রোক্টর ওয়াসিম আলি জানান, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে কখনও হোলির জন্য বিশেষ অনুমতি দেওয়া হয়নি, এখনও দেওয়া হবে না। শিক্ষার্থীরা চাইলে তাঁদের হস্টেল বা ক্যাম্পাসে হোলি খেলতে পারেন। তবে বিশেষ অনুষ্ঠান করার অনুমতি দেওয়া হবে না।'

এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের সুরে অখিল বলেন, 'আমাদের কাছে সেই বৈঠকের অডিও-ভিডিও প্রমাণ আছে। অনুমতি না পেলে আমরা তা সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেব। অন্যান্য ধর্মের উৎসব এখানে পালন করা হলে হোলি উৎসব কেন করা যাবে না?'

সংঘ নেতার মারাঠি মন্তব্যে জলঘোলা

মুম্বই, ৬ মার্চ : ত্রি-ভাষা নীতি নিয়ে তামিলনাড়ুর শাসক ডিএমকের সঙ্গে কেন্দ্রের বিতর্কের জল অনেকটাই গড়িয়েছে। তার নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই এবার মারাঠি ভাষা নিয়ে নয়া বিতর্কে নাম লেখাল আরএসএস এবং বিজেপি। সংঘের অন্যতম শীর্ষ নেতা সুরেশ ভাইয়াজি যোশি মুম্বইয়ের একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'মুম্বইয়ে একটি মাত্র ভাষা নেই। এখানে অনেকগুলি ভাষা রয়েছে। কয়েকটি এলাকার নিজস্ব ভাষা আছে। কাজেই যাঁরা মুম্বইয়ে আসেন তাঁদের মারাঠি জানা জরুরি নয়।' যোশির এই মন্তব্যে রুষ্ট হয়েছে শিবসেনা (ইউবিটি) এবং এনসিপি (এসপি)। এই ব্যাপারে মহারাষ্ট্রের এনডিএ সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করার দাবিও তোলে তারা। জবাবে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বলেছেন, 'ভাইয়াজি কী বলেছেন আমি তা শুনিনি। তবে মুম্বই এবং মহারাষ্ট্রের ভাষা হল মারাঠি। সবাইকে তাই মারাঠি শিখতে হবে এবং এই ভাষাতেই কথা বলতে হবে।'

ফড়নবিশ অবশ্য এও বলেন, 'আমাদের সরকার সমস্ত ভাষাকে ভালোবাসে। আপনি যদি নিজের

সাফাই ফড়নবিশের, সুর চড়ালেন উদ্ধব

ভাষাকে ভালোবাসেন এবং শ্রদ্ধা করেন তাহলে অন্য ভাষার প্রতি একই মানসিকতা দেখানো উচিত। আমি নিশ্চিত, ভাইয়াজি আমার সঙ্গে একমত হবেন।' ফড়নবিশের এহেন সাফাই শুনে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামেন খোদ ভাইয়াজি। তিনি বলেন, 'আমার বক্তব্য নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির কারণেই বিতর্ক হয়েছে। মহারাষ্ট্রের ভাষা মারাঠি। তাই স্বাভাবিকভাবেই মুম্বইয়ের ভাষাও মারাঠি। ভিন্ন ভাষাভাষীরাও মুম্বইয়ে থাকেন। তাই যাঁরা এখানে থাকেন তাঁরা সকলেই মারাঠি শিখবেন, বুঝবেন এবং পড়বেন এটা প্রত্যাশিত।'

তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানার মতো দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি ইতিমধ্যে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হিন্দি আগ্রাসনের অভিযোগ তুলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার সেই অভিযোগ মানতে না চাইলেও ত্রি-ভাষা নীতি মেনে নেওয়ার জন্য তামিলনাড়ুকে রীতিমতো চাপ দিয়েছে। এমনকি ভাষা নীতি না মানলে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন মোদি সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এই অবস্থায় মারাঠি নিয়ে খোদ গেরুয়া শিবিরের অন্দরে বিরোধের মেঘ দেখা দেওয়ায় পালটা সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা। মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে বলেন, 'মুম্বইয়ে বিভাজন তৈরি করাই যে আরএসএস-বিজেপির গোপন অ্যাজেন্ডা সেটা যোশির মন্তব্যে পরিষ্কার। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অবিলম্বে অভিযুক্ত করা উচিত ওঁকে।' উদ্ধবের অভিযোগ, 'মুম্বইকে ভাঙতে চায় বিজেপি। রাজ্যে মারাঠি ভাষা বাধ্যতামূলক করার জন্য একটি আইন তৈরি করেছিলাম। যোশির মন্তব্য সেই আইনের বিরোধী।' এদিন হুতাত্মা চৌকে ইউবিটি বিক্ষোভও প্রদর্শন করে।

উদ্ধারে প্রশিক্ষিত ক্যাডাভার

হায়দরাবাদ, ৬ মার্চ : অপেক্ষার তেরো দিন। পুরো ১২টা দিন কেটে যাওয়ার পরেও তেলেঙ্গানার সুড়ঙ্গে আটকে পড়া আটজন শ্রমিক কী অবস্থায় রয়েছেন, তা জানা যাচ্ছে না। তাঁরা জীবিত না মৃত, তাও না। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার নাগারকুর্নুল জেলার শ্রীশৈলম লেফট ব্যাংক ক্যানাল (এসএলবিসি) প্রকল্পের ধসে পড়া সুড়ঙ্গে শ্রমিকদের উদ্ধার প্রক্রিয়ায় যোগ দিল কেরল পুলিশের বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 'ক্যাডাভার' কুকুর, যারা সহজেই মানবদেহ বা দেহাংশ খুঁজে

তেলেঙ্গানার সুড়ঙ্গ ধস

বের করতে পারে। কেরল সরকার জানিয়েছে, 'রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর ক্যাডাভার (মানবদেহ শনাক্তকারী) কুকুরগুলিকে তেলেঙ্গানার উদ্ধার অভিযানে পাঠানো হয়েছে।'

কেরল থেকে প্রশিক্ষিত কুকুর এবং তাদের পরিচালকদের দল বৃহস্পতিবার সকালে হায়দরাবাদে পৌঁছোয়। তেলেঙ্গানার এক সিনিয়ার পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, 'কেরল থেকে আনা দুটি বিশেষ প্রশিক্ষিত কুকুর বৃহস্পতিবার সুড়ঙ্গে নেমেছে। এবার শ্রমিকদের খবর পাওয়া যাবে বলে আশা করছি।'

জিন দিয়ে রোগ চেনালেন বিজ্ঞানী শান্তশ্রী

সৌকর্য সোম

কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'জিনগত উত্তরাধিকারের মধ্যে শোনা যাচ্ছে একটা বাঁশির শব্দ'; আর বিজ্ঞানীরা বলেন ডিএনএ সিকোয়েন্সিং-এর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে জীবজগতের অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর। চিকিৎসাবিজ্ঞান থেকে উচ্চতর গবেষণা-পরবর্তী প্রজন্মের গবেষকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে এই নেক্সট জেনারেশন ডিএনএ সিকোয়েন্সিং।

সারা বিশ্বে আনুমানিক ৭০০০ রকমের বিরল রোগ রয়েছে এবং প্রায় ৩০ কোটি মানুষ এই সব রোগে ভোগেন। সমীক্ষা বলছে, প্রতি বছর মোট যতজন শিশু জন্মাচ্ছে তার মধ্যে প্রায় ছ'শতাংশ এই ধরনের বিরল রোগ নিয়ে জন্মায়। এদের মধ্যে ৩০ শতাংশের পাঁচবছরের আগেই মৃত্যু হয়। থ্যালাসিমিয়া, ডায়াবেটিস ছাড়া আরও নানা নাম না জানা জেনেটিক ডিসঅর্ডার নিয়ে কাজ চলছে বিশ্বজুড়ে।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের উদ্যোগে এরকমই এক বিষয় নিয়ে একদিনের আন্তজার্তিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ৫ মার্চ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স হলে এই আলোচনার বিষয় ছিল 'অ্যাপ্লিকেশন অফ জেনোমিক সিকোয়েন্সিং টেকনলজিস জেনেটিক মলিকিউলার ডায়াগনস্টিক্স অফ গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ডিলেহ অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি'। বক্তব্য রাখেন এবং পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনা করেন চিনের চ্যাংচুং-এর জিলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শান্তশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন রেজিস্ট্রার ডঃ বিশ্বজিৎ দাস, বিজ্ঞান বিভাগের ডিন ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান বিবেকানন্দ মণ্ডল, অধ্যাপক দেবব্রত দেবনাথ, সন্দীপ কুমার দাস, অভিজিৎ সরকার প্রমুখ।

বিবেকানন্দ মণ্ডলের কথায়, 'অধ্যাপক শান্তশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গেরই মানুষ। তিনি প্রায় ১৫ বছর ধরে চিনে গবেষণা করছেন এবং 'নেচার' পত্রিকাতে তাঁর অনেক পাবলিকেশন রয়েছে। হিউম্যান জেনেটিক্স নিয়ে কাজ করে তিনি তারই একটা ফলপ্রসূ ভাবনা আমাদের জানালেন। খুবই সমৃদ্ধ আলোচনা হয়েছে। আগামীদিনে বিজ্ঞানের আরও এরকম চর্চা চাই।'

সেমিনার

কৃষিপদ্ধতির উন্নয়নে পতিরামে জাতীয় আলোচনা

স্থায়ী কৃষির উন্নয়নে বহুবিভাগীয় পদ্ধতির গুরুত্ব এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে দুই দিনব্যাপী এক জাতীয় সেমিনার হয়ে গেল পতিরাম মাঝিয়ান কৃষি কলেজে। এই সেমিনারে ১০৩ জন প্রতিনিধি এবং ১০০ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। দেশ এবং রাজ্যের কৃষি বিজ্ঞানী, গবেষক ও নীতিনির্ধারকরা অনলাইন ও অফলাইনে তাঁদের মত বিনিময় করেন। সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল, স্থায়ী কৃষি উন্নয়নে কৃষিবিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব তুলে ধরা। পাশাপাশি, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নত কৃষিব্যবস্থা নিয়ে গবেষণার অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়েও বিশদ আলোচনা হয়।

সেমিনারে অনলাইনে বক্তব্য রাখেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ এ কে পাত্র, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ বিনয়কুমার সোরেন এবং দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ প্রণব ঘোষ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিএআর-এর ডিজি ডঃ হিমাংশু পাঠক, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ দেবব্রত বসু এবং এটিএআরআই-এর ডিরেক্টর ডঃ প্রদীপ দে। সম্মেলনে আলোচনা করা হয় কীভাবে স্থায়ী কৃষি উন্নয়নে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বিত ব্যবহারে কীভাবে কৃষির স্থায়িত্ব বজায় রাখা সম্ভব, পরিবেশবান্ধব চাষবাদ কীভাবে কৃষকদের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে পরিবেশ সুরক্ষার দিকটি নিশ্চিত করতে পারে।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় মাঝিয়ান ক্যাম্পাসের ডিন এবং অর্গানাইজিং সেক্রেটারি প্রোফেসর জ্যোতির্ময় কারফর্মা আশা ব্যক্ত করে বলেন, 'এই সম্মেলনটি কৃষি বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও নীতিনির্ধারকদের সমন্বয়ে ভবিষ্যতে আরও কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হবে। এই জাতীয় সম্মেলন স্থায়ী কৃষির উন্নয়নে বহু বিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং কৃষকদের উপকারে আসতে পারে এমন নতুন প্রযুক্তি ও গবেষণা বাস্তবায়নের পথ খুলে দেবে।' *ছবি ও তথ্য : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক*

নতুন শিক্ষাবর্ষের ৪৬ জন নতুন পড়ুয়াকে আপন করে নিতে নবীনবরণ গঙ্গারামপুর পশ্চিম চক্রের সিংফরকা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। *তথ্য ও ছবি : জয়ন্ত সরকার*

খুদে পড়ুয়াদের সৃজন প্রতিভার বিকাশ

শিশুদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিডজি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে আর্ট ও ক্র্যাফটস প্রদর্শনী হয়ে গেল। স্কুলের প্রিন্সিপাল অদিতা ঘোষ তামাং জানান, 'আমাদের প্লে-স্কুলে পড়ুয়াদের বয়স দুই থেকে ছয়-এর মধ্যে। পড়াশোনায় উৎসাহ বাড়াতেই এমন চিত্র ও হস্তশিল্প প্রদর্শনীর পরিকল্পনা করা হয়েছে।' তিনি আরও জানান, এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়েছিল। সৃজনশীলতা ও জ্ঞানের বিকাশের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর প্রকল্প জমা দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি বই, খেলনা ও খাবারের স্টলও ছিল। সামগ্রিকভাবে এটি সবার জন্য আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা ছিল। *তথ্য ও ছবি : চন্দ্রনারায়ণ সাহা*

লায়ন্স ক্লাব অফ রায়গঞ্জ ইউনিটির পক্ষ থেকে রবিবার দুপুরে রায়গঞ্জের সেন্ট জোসেফ গার্লস হাইস্কুলে করা হল পানীয় জলের বন্দোবস্ত। *তথ্য ও ছবি : চন্দ্রনারায়ণ সাহা*

ওয়ার্কশপ

বড়ম হাইস্কুলে কেরিয়ার কাউন্সেলিং

শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গঠনের দিশারি

ক্যাম্পাস রিপোর্টার

বড়ম উচ্চ বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তীতে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গড়তে আটইর আইটিআই-র সহযোগিতায় কেরিয়ার কাউন্সেলিং ও গাইডেন্স সেমিনার হয়ে গেল। ৮২ জন শিক্ষার্থী এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করে, যা তাদের জন্য একটি অনন্য অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। মূলত শিক্ষার্থীদের জন্য কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিভিন্ন পেশাগত সম্ভাবনা সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। বর্তমান চাকরির বাজার, প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা এবং ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কে পরামর্শ দিলেন আইটিআই-এর প্রিন্সিপাল কপিল মণ্ডল, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ডিরেক্টর জীবন মণ্ডল এবং আইটিআই কলেজের চেয়ারম্যান তথা বিশিষ্ট শিল্পপতি মিন্টু সাহা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শুভেন্দু বিশ্বাস ও অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা সেমিনারটিকে সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের পেশা সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়াতে এবং তাদের উপযুক্ত দিশা দেখাতে এই সেমিনারের আয়োজন। আগামীতেও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আরও কিছু কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা করছে, যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের কেরিয়ার গঠনে সঠিক দিকনির্দেশনা পায়। *তথ্য : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক*

লোকনাট্যের সঙ্গে পরিচয়

জাতীয় শিক্ষানীতির নিয়ম মেনে ইটাহারের ড. মেঘনাদ সাহা কলেজের পড়ুয়ারা সম্প্রতি জীবিকার দিশা পেতে লোকনাট্যের পাঠ নিল। কলেজের ড্রামা ক্লাবের ডিরেক্টর ড. আইরিন শবনাম জানান, 'দিনাজপুরের লোকনাট্য বিষয়ে পাঠ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ড্রামা ক্লাবের উদ্যোগে স্থানীয় লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে পড়ুয়াদের সচেতন করার পাশাপাশি জীবিকার পথ দেখাতেই এই আয়োজন। এখানকার লোকসংস্কৃতির অন্যতম আঙ্গিক স্থানীয় লোকনাট্য খন পালাগানের সঙ্গে পরিচয় করতে সম্প্রতি শতাধিক পড়ুয়া যায় দিনাজপুরের কুশমণ্ডিতে। সেখানে খন আকাদেমির উদ্যোগে খন লোকনাট্যের পাঠ নেয় পড়ুয়ারা।'

আকাদেমির কর্ণধার সুদেব সরকারের কথায়, 'এই প্রজন্মের শিক্ষিত পড়ুয়ারা খনগানে আগ্রহ প্রকাশ করায় আমরা ভীষণ খুশি।' খন পালাগান এবং সত্যপিরের গান শুনে ফেরার পথে মহিশবাথানের মুখোশগ্রামে এসে পড়ুয়ারা মুখোশ তৈরির কৌশল দেখে আনন্দ পায়।

এরপর ১৫ ফেব্রুয়ারি কলেজে লোকনাট্যের আরেকটি আঙ্গিক গমীরা নৃত্য ও অভিনয় পরিবেশনার আয়োজন করা হয়। মাঙ্গলিকা দলের গমীরা নৃত্য ও অভিনয় দেখে মুগ্ধ পড়ুয়ারা মুখোশ পরে নাচে মাতেন। মাঙ্গলিকার পরিচালক, কলেজের প্রাক্তনী ড. অভিজিৎ চৌধুরীর কথায়, 'নিজের কলেজে এসে গমীরা লোকনাট্য করতে পেরে ভীষণ খুশি।'

অন্যদিকে পড়ুয়া রতন বর্মণ, সাবিত্রী দেবশর্মারা জানায়, 'আমাদের আশেপাশে লোকনাট্যের চর্চা দেখে ভীষণ ভালো লেগেছে আমাদের। নিজেদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে জরুরি আরও চর্চা, প্রচার ও প্রসার আর তাতে আমাদেরও এগিয়ে আসতে হবে।' *তথ্য ও ছবি : সুকুমার বাড়ই*

ফোটোস্টোরি

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পতিরাম বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমাজসংস্কারক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করেন বালুরঘাট পূর্ব চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মৃন্ময় সরকার। এই উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রীদের নাচ, গান ও আবৃত্তির পাশাপাশি সম্প্রতি প্রকাশিত মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় জেলার মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া দুই শিক্ষার্থী অন্বেষা ঘোষ ও আশাদিয়া মণ্ডলের সংবর্ধনা। *তথ্য ও ছবি : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক*

মাতৃভাষার সংকট ও সম্ভাবনা চর্চা

রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

সম্প্রতি রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ কলেজে হয়ে গেল 'মাতৃভাষার সংকট ও সম্ভাবনা' নিয়ে বিশেষ আলোচনাচক্র। বিশেষ বক্তা হিসেবে ছিলেন কালিয়াগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক ডঃ দেবাশিস ভৌমিক। কলেজের অধ্যক্ষ ড. চন্দন রায়ের কথায়, ভাষার ব্যবহারিক প্রক্রিয়া যেমন উঠে আসে তেমনি ভাষার অর্থনৈতিক দিকের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। বাংলা ভাষার বিবিধ সংকট নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক দেবাশিস ভৌমিক। ভাষা আন্দোলন থেকে ভাষা মাধ্যম, বাঙালির দায়বদ্ধতা নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়াও বাংলা ভাষায় তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন কিংশুক মাইতি, ডঃ অভিনন্দন দাস, ডঃ সুজয় ঘোষ, ডঃ পুরুষোত্তম সিংহ, আবদুল কাদির।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল ছাত্রছাত্রীদের বাংলা ভাষা নিয়ে গান ও নৃত্য। ভাষা আন্দোলন ও বাংলা ভাষার তাৎপর্য নিয়ে বিবিধ গান পরিবেশন করেন বাংলা বিভাগের শিক্ষিকা ড. মৌমিতা দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাংলা বিভাগের শিক্ষিক ড. পুরুষোত্তম সিংহ। *তথ্য : দীপঙ্কর মিত্র*

প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা

বিশ্ব জলাভূমি দিবস উপলক্ষে এবার প্লাস্টিকমুক্ত পরিবেশ গঠনে উদ্যোগ নিল রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। কলেজ পড়ুয়ারা শহরে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের সচেতনতামূলক প্রচারের পাশাপাশি কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ ও আই কিউ এ সি র যৌথ উদ্যোগে একদিনের কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন হয়। প্রাণীবিদ্যা বিভাগের ও ভূগোল বিভাগের পড়ুয়ারাও এই কর্মশালায় যোগ দেন। জলাভূমিগুলিকে প্লাস্টিকমুক্ত করতে হলে কীভাবে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে এবং প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ কীভাবে আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে, তা হাতেকলমে দেখানো হয়। পড়ুয়াদের নিয়ে পিকনিক স্পট, পুকুর, নদীঘাটসহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্লাস্টিক বিরোধী সচেতনতা প্রচার করা হয়। সেমিনারের অতিথি বক্তা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক অভিজিৎ সরকার বলেন, 'আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে। প্লাস্টিক দূষণ বাড়ছে। প্লাস্টিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা জলাভূমিগুলিকে দূষিত করছে। সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গেছে, খাদ্যের পাশাপাশি আমাদের রক্তে ও ব্রেনেও সেই কণা পাওয়া গেছে।' তিনি আরও বলেন, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক খুবই মারাত্মক। সেগুলো বর্জন করতে হবে। বায়োলজিক্যাল পদ্ধতিতে প্লাস্টিককে ধ্বংস করতে হবে, তবে এক্ষেত্রে সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে। প্লান্ট বেসড প্লাস্টিক তৈরি করতে হবে কারণ সেগুলো মাটির সঙ্গে মিশে যায়। কালচে প্লাস্টিক আরও ক্ষতিকর।'

কলেজের অধ্যক্ষ চন্দনকুমার রায় বলেন, 'পৌরসভা প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বন্ধে লাগাতার প্রচার ও অভিযান করলেও একশ্রেণির মানুষ বুঝতে পারছে না এর ক্ষতিকর দিকগুলো। প্লাস্টিকের কণা আমাদের শরীরে কীভাবে প্রবেশ করছে এবং তার থেকে কী কী অসুখ হচ্ছে, তা তুলে ধরা হয়েছে। ছাত্ররা জলাভূমিগুলি পরিস্কার রাখার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে শুরু করেছে।' কলেজের এক ছাত্র কিংশুক প্রামাণিকের কথায়, 'শহরের মানুষদের মধ্যে প্লাস্টিক ব্যবহার সংক্রান্ত সচেতনতার কোনও বালাই নেই। তাদের সঙ্গে কথা বলার পর তারা যত্রতত্র প্লাস্টিকের মতো অপচনশীল দ্রব্য যাতে না ফেলেন, সেজন্য আবেদন করা হচ্ছে। রায়গঞ্জ পৌরসভার তরফে রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ কলেজের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানানো হয়েছে। *তথ্য : দীপঙ্কর মিত্র*

বিজ্ঞান মডেলের প্রদর্শনী

পড়ুয়াদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গোপালগঞ্জ রঘুনাথ উচ্চবিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী ও দেওয়াল পত্রিকার উন্মোচন সাড়া ফেললো।

৩০-৩১ জানুয়ারি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের মঞ্চে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান উপভোগ করলেন পড়ুয়াদের পাশাপাশি অভিভাবক, সংস্কৃতিপ্রিয় মানুষজন। উপস্থিত ছিলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দেবাশিস সমাদ্দার, সমগ্র শিক্ষা মিশন প্রকল্প আধিকারিক বিমলকৃষ্ণ গায়েন, সহকারী প্রকল্প আধিকারিক রুহুল আমিন, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ দাস, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সৌমিত্র সাহা প্রমুখ।

বসে আঁকো, আবৃত্তি, বাংলা ও ইংরেজি বানান লেখা, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, কুইজ, সংগীত, নৃত্য প্রতিযোগিতার পাশাপাশি নৃত্য শিক্ষিকা নিবেদিতা বর্মন পরিচালিত 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোর' মুগ্ধ করে। বীরেন বর্মন পরিচালিত মনোজ মিত্রের 'কেনারাম বেচারাম' নাটকে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রের অভিনয় এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। পাশাপাশি আদিবাসী নৃত্য, যোগা প্রদর্শনী, রবীন্দ্র-নজরুল-লোকনৃত্যসহ একগুচ্ছ নাচ দর্শককে মুগ্ধ করে। শিক্ষক পিন্টু খানচৌধুরী পরিচালিত কমেডি নৃত্য ছিল বাড়তি পাওনা। বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে শেষদিনের সংগীতানুষ্ঠানে শিল্পী অনীক শর্মা, অঙ্কিতা চ্যাটার্জি, বিশা দেবনাথ দর্শকদের বিপুল করতালি পায়। এছাড়া ছিল শিক্ষকদের পরিচালনায় পড়ুয়াদের বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শনী। পুরস্কার বিতরণী পর্বে প্রধানশিক্ষক ইন্দ্রমোহন পাল এবং সহকারি প্রধান শিক্ষক পুলকেশ চৌধুরী অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে পড়ুয়াদের সৃজনশীল কাজের চর্চা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন শিক্ষক মকসেদ আহমেদ ও সোমনাথ দত্ত। *তথ্য : সাজাহান আলি*

দেওয়াল পত্রিকা 'নীহারিকা'র প্রকাশ

সেন্টার ফর টিচার্স ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত হল দেওয়াল পত্রিকা 'নীহারিকা'র নবম সংখ্যা। প্রিন্সিপাল সীতেশ মন্ডল জানিয়েছেন, প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এবারের 'নীহারিকা'তে এগারোজনের লেখা প্রকাশিত হয়েছে, যা সাহিত্য ও সৃজনশীলতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উন্মোচন অনুষ্ঠানের পর এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যারও আয়োজন করা হয়, যেখানে উপস্থিত অতিথিরা সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যানুষ্ঠান উপভোগ করেন। কর্তৃপক্ষের মতে, এই পত্রিকা শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীলতা বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও অতিথিরা পত্রিকাটির প্রশংসা করে এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আহ্বান জানান। *তথ্য : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক*

প্রশ্নের মুখে ভাষার ভবিষ্যৎ

একুশে ফেব্রুয়ারি এলেই বাংলা ভাষা সংরক্ষণের দাবিতে সকলে সরব হলেও অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির ভবিষ্যৎ এবং বাংলা ভাষার চাপে যে আঞ্চলিক ভাষাগুলি বিপন্নতার দোরগোড়ায়... অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এইসব বিষয় নিয়ে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের নাথানিয়াল মুর্মু মেমোরিয়াল কলেজের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে দুইদিনব্যাপী জাতীয়স্তরের আলোচনাসভা হয়ে গেল। বক্তব্য রাখেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সাধনকুমার সাহা। থিয়েটারের ভাষা সর্বজনীন সংযোগের ভাষা... প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ওড়িশা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের প্রধান ড.সৌরভ গুপ্ত। অন্যদিকে প্রমিত বাংলার চাপে উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক লৌকিক ভাষাগুলির মৃত্যু নিয়ে বক্তব্য রাখেন গৌড় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড.ঋষি ঘোষ। মালদার খোট্টাভাষা নিয়ে বক্তব্য রাখেন ভাষা গবেষক ড.পতিতপাবন চৌধুরী। এই আলোচনাচক্রের দুইদিনে বাংলা ও বাংলার বাইরের প্রায় ২৫টি গবেষণাপত্র পাঠ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কলেজের পরিচালন সমিতি সভাপতি ড.অমলকুমার রায়। আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সমাপ্তি ঘোষণা করেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রণয় নারজিনারি।

রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন

সম্প্রতি হেমতাবাদ ব্লকের বীরগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের সাতদিন ব্যাপী রজতজয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের সূচনা হল। ১৯ ফেব্রুয়ারি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় সকাল ৮ টায় অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধন করেন রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মণ। ২১ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের প্রদর্শনী, দেয়াল পত্রিকার উন্মোচন করা হয়। সন্ধ্যায় ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কৌতুক নাটক। ক্যুইজ প্রতিযোগিতার পাশাপাশি ছিল পুরস্কার বিতরণী, পুতুলনাচ, পুনর্মিলনী, নাটক ও ভাওয়াইয়া গান এবং বাংলা ব্যান্ডের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা।

ইটাহারের বাড়িওল হাইস্কুলের রজতজয়ন্তী বর্ষের সূচনায় ২১ ফেব্রুয়ারি শোভাযাত্রার পর দুই দিন ধরে চলে নানা অনুষ্ঠান। স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি বহিরাগত শিল্পীরা ছিলেন।

করল কুশমন্ডি ব্লকের কাটাবাড়ি আদিবাসী হাইস্কুলের হীরকজয়ন্তীবর্ষ উৎসবের সূচনা উপলক্ষে পথ পরিক্রমা এবং বিদ্যালয়ের নিজস্ব মঞ্চে ছাত্রছাত্রীদের নৃত্য-সঙ্গীতের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ছিল। *তথ্য : সৌরভ রায়, দীপঙ্কর মিত্র*

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
f LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

জরুরি তথ্য
ব্লাড ব্যাংক
(বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ মালদা মেডিকেল কলেজ

এ পজিটিভ	২১
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	১৬
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১২
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৩৯
ও নেগেটিভ	০

(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)

■ রায়গঞ্জ মেডিকেল

এ পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	০

■ বালুরঘাট হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৫
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১৫
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	০

মালদা, পুরাতন মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর ও কালিয়াগঞ্জ শহরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আগাম খবর আমাদের জানান ৯৬১৪৭৪২৫৯২ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

চোখ পরীক্ষা বুনিয়াদপুরে

বুনিয়াদপুর ৬ মার্চ : বৃহস্পতিবার বুনিয়াদপুর পুরসভার উদ্যোগে পিরতলার পুরোনো পুরভবনে বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষা শিবির বসে। চোখ পরীক্ষা করেন নীলাদ্রি কর। এদিন মোট ৬৩ জন চোখ দেখান। পুরপ্রশাসক কমল সরকার বলেন, 'পুরবাসীদের জন্য এদিন একটি চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়।'

বণিক সভা

রায়গঞ্জ, ৬ মার্চ : জেলার ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি শিবির হল। বৃহস্পতিবার সকালে রায়গঞ্জ কর্ণজোড়ার বিবেকানন্দ সভাকক্ষে আয়োজিত হয় এই সচেতনতা শিবির। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ঋণ পাওয়া সহ নানা ধরনের পরামর্শ নিয়ে এদিন সচেতনতা তৈরি করা হয়।

দিনের শেষে... বৃহস্পতিবার মালদা শহরের ছবিটি তুলেছেন স্বরূপ সাহা।

ইংরেজবাজারে বিকল্প নিকাশিনালার ব্যবস্থা
একমাসের মধ্যে কাজ শেষ করার আশ্বাস

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৬ মার্চ : শহরের মূল জলনিকাশি ব্যবস্থার গতিপথ সামান্য হেরফের করার উদ্যোগ নিল পুরসভা। ঘুরপথে ড্রেনেজ সিস্টেমকে মহানন্দায় জুড়ে দেওয়ার পরিবর্তে মহানন্দা সেতুর পাশ দিয়ে মাটির তল দিয়ে হিউমপাইপ বসানোর কাজ শুরু হল। আগামী একমাসের মধ্যে কাজ শেষ করার আশ্বাস দিয়েছেন ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। তাঁর মতে ক্যানালের গতিপথ সোজা থাকলে দ্রুত জল বের হতে সুবিধা হবে। সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের পরামর্শে শুরু হয়েছে হিউম পাইপ জ্যাকপুস করার কাজ। আশা করা হচ্ছে, একমাসের মধ্যেই এই কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। মহানন্দার সঙ্গে এই ড্রেনেজ সিস্টেম যুক্ত হলে মালদা শহরে আর জমা জলের সমস্যা থাকবে না।

বর্ষায় জমা জলের সমস্যা ফি বছর মালদা শহরবাসীর কাছে বড় মাথাব্যথার কারণ। নিয়মিত ড্রেন সাফাই করেও এই জমা জলের সমস্যা থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাওয়া যাচ্ছিল না। সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে ভাবনাচিন্তা শুরু করে পুরসভা। জল নিষ্কাশনের পথ খুঁজতে উপগ্রহ চিত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। গোদরাইল হয়ে শুধু মালদা শহরের জল নয়, পার্শ্ববর্তী কাজিগ্রাম ও যদুপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জল বের হয়। বাইপাস রাস্তা ও সেতু হওয়ার পর থেকে জলের স্বাভাবিক প্রবাহে ছেদ পড়ে। যার ব্যাপক প্রভাব পড়ে শহরে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থায়। সামান্য বৃষ্টিতেই শহরের রাস্তায় জল জমে। বেশকিছু ওয়ার্ড সম্পূর্ণভাবে চলে যায় জলের তলায়।

নর্দমার কাজ দেখছেন চেয়ারম্যান। বৃহস্পতিবার মালদায়। - সংবাদচিত্র

> সেচ দপ্তরের সহযোগিতায় এই ক্যানালকে পাকা হাইড্রেনে রূপান্তরিত করে মহানন্দার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আশা করছি শহরে আর জল জমবে না।
>
> **কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী**
> চেয়ারম্যান

জল জমে মেডিকেল কলেজের মধ্যেও। সমস্যা নিরসনে একাধিক পুরবোর্ডের আমলে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভাবা হয়নি।

২০২৩ সালে দুর্গাপুজোর সময় পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী পরীক্ষামূলকভাবে রেগুলেটেড মার্কেট থেকে খাল কেটে জলের প্রবাহ ঘুরিয়ে অভিরামপুর রামনগর কাছারির কাছে পাম্প দিয়ে জল মহানন্দায় ফেলার ব্যবস্থা করে। তাতে সফলও হন তিনি। সেযাত্রায় শহরের মানুষ জমা জলের সমস্যা থেকে নিস্তার পেয়ে যান। কিন্তু ২০২৪ সালে ক্যানালে ত্রুটি ধরা পড়ে। এরপরই জেলা প্রশাসন শহরের জল বের করতে সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াদের পুরসভার সঙ্গে যুক্ত করে দেন। উপগ্রহ চিত্র থেকে নেওয়া ছবি দেখে ম্যাপ তৈরি করা হয়। সেচ দপ্তর জানিয়ে দেয়, মহানন্দা নদী থেকে ড্রেনের উচ্চতা না বাড়ালে জল বের হবে না। এবার সেভাবেই প্রকল্প তৈরি করে অর্থ মঞ্জুরের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়। অনুমোদনও মিলে। বুধবার ক্যানালের সঙ্গে মহানন্দা নদীকে সংযুক্ত করার কাজ শুরু হয়

চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর দাবি, 'বর্ষায় শহরের রাস্তায় যাতে জল না জমে তার স্থায়ী সমাধানের খোঁজে দুই বছর ধরে আমরা নানা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। তবে খাল কেটে শহরের জলকে মহানন্দায় জুড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা যে সঠিক ছিল তার প্রমাণ মেলে গত বছর বর্ষায়। শহরের কোথাও সেভাবে জল জমেনি। সেচ দপ্তরের সহযোগিতায় এই ক্যানালকে পাকা হাইড্রেনে রূপান্তরিত করে মহানন্দার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আশা করছি শহরে আর জল জমবে না।'

লালপুকুর নামেই পুরসভা, পরিষেবা নেই

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ৬ মার্চ : খাতায়-কলমে পুরসভা। এদিকে কাঁচা রাস্তা। একমাত্র পথে আজ পর্যন্ত ইট পড়েনি। কংক্রিটের ঢালাই তো দূরের কথা। বর্ষাকালে হাঁটুজলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হয়। আজ অবধি পাড়ায় টোটো চলেনি। বুনিয়াদপুরের ১২ নং ওয়ার্ডের লালপুকুর যেন কোনও অজপাড়াগাঁ।

স্থানীয়দের বক্তব্য, সাইকেলে করে রোগীদের স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়। তারপর অটো, অ্যাম্বুল্যান্স বা টোটোতে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের। বাড়ি বাড়ি নলযোগে পানীয় জল তাঁদের কাছে কেবলই স্বপ্ন। একটিমাত্র মার্ক টু টিউবওয়েলে পানীয় জলের পরিষেবা মেলে। ভেস্ট জমিতে তাদের বাসস্থান হওয়ায় সকলেই সরকারি পাকাবাড়ি থেকে বঞ্চিত। পুরসভা গঠনের ১০ বছরে পাওনা বলতে পথবাতিটুকু পেয়েছে ওই

লালপুকুরে কার্যত আলপথ।

কাঁচা রাস্তায়। পাড়ার ভেতরে অনেক জায়গায় এখনও আলো নেই।

কানন মহন্ত নামে এক এলাকাবাসীর কথায়, 'রাস্তা, জল, পাকাবাড়ি থেকে এলাকাবাসী বঞ্চিত। নয়-দশ বছর থেকে শুধু কয়েকটি পথবাতি পেয়েছি। কেউ অসুস্থ হলে ভোগান্তির শেষ নেই। আমাদের ন্যূনতম পুর পরিষেবা দিলেই সমস্যা অনেক কমে যায়।'

মোট পরিবারের সংখ্যা ২৩টি। কেউ ভ্যানচালক, কেউ রাজমিস্ত্রি। কেউ আবার কুলি। দিনমজুর করেই সংসার প্রতিপালন করেন। আর পরিবারের মেয়ে-বৌরা সকাল হলেই শহরের ঠিকাকাজ করেন। প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ মিটার ১২ ফুটের কাঁচা রাস্তা কবে পাকা হবে, সেই আশায় দিন গুনছেন লালপুকুরবাসী।

পুর প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন কমল সরকারের আশ্বাস, 'পাঁচ বছর ওই ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার লালপুকুরে শুধু ভোট চাইতে গিয়েছিল। তারপর একদিনের জন্য সেখানে গিয়ে সমস্যার কথা জানার চেষ্টা করেনি। আমি নিজে রাস্তাটির মেজারমেন্ট করিয়ে ডিপিআর তৈরি করে উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়েছি। ফান্ড পেলেই দ্রুত রাস্তাটি তৈরি করব। খুব শীঘ্রই ওই এলাকায় বাড়ি বাড়ি পাইপলাইনে জল সরবরাহ করা হবে।'

উত্তর দিনাজপুরে কাউন্সেলিংয়ে জোর
মাসে ৩০ থেকে ৩৫ গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৬ মার্চ : উত্তর দিনাজপুরে বাড়ছে গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনা। ওয়ান স্টপ সেন্টারে গড়ে প্রতি মাসে ৩০ থেকে ৩৫টি অভিযোগ জমা পড়ছে। এই ঘটনায় চিন্তিত প্রশাসন।

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে তৎকালীন বাম সরকারের আমলে ২০০৮ সালের ১৬ মার্চ উদ্বোধন হয়েছিল আই ব্যাংক। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় উত্তর দিনাজপুরে প্রথম গড়ে ওঠে আধুনিক আই ব্যাংকটি। কিন্তু সেই আই ব্যাংক এখন আর নেই। ২০১১ সালে রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর সেই প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়ে। সেই পরিকাঠামোতে গড়ে উঠেছে শিশু ও নারী বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের ওয়ান স্টপ সেন্টার। যেসমস্ত মহিলারা গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হন, সেখানে তাঁদের কাউন্সেলিং করে বিরোধ মেটানোর চেষ্টা করা হয়।

ওয়ান স্টপ সেন্টারে নির্যাতিতা কিশোরী থেকে গৃহবধূদের দ্রুত সুবিচার মেলার লক্ষ্যে রায়গঞ্জে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা চালু হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকল্যাণ দপ্তর ও শিশু ও নারী বিকাশ কেন্দ্রকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জেলায় কর্ণজোড়া প্রশাসনিক ভবনের পাশাপাশি রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে অভিযোগ জানাতে পারেন মহিলারা।

তবে ইসলামপুর মহকুমায় নির্যাতিতা মহিলাদের অভিযোগ জানানোর জন্য ওয়ান স্টপ সেন্টার নেই। কর্ণজোড়ায় জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে নিযুক্ত প্রোটেকশন অফিসার বা সুরক্ষা আধিকারিকরা সপ্তাহে দুইদিন ইসলামপুরে গিয়ে বিচার সামলান।

পাশে প্রশাসন
- ওয়ান স্টপ সেন্টারে নির্যাতিতা কিশোরী থেকে গৃহবধূদের দ্রুত সুবিচার মেলার লক্ষ্যে রায়গঞ্জে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা চালু হয়েছে
- অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত সমাধানের জন্য সমাজকল্যাণ দপ্তর ও শিশু ও নারী বিকাশ কেন্দ্রকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে
- জেলায় কর্ণজোড়া প্রশাসনিক ভবনের পাশাপাশি রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে অভিযোগ জানাতে পারেন মহিলারা

রায়গঞ্জ মহিলা সমিতির সম্পাদিকা কল্পনা রায় জানিয়েছেন, 'রায়গঞ্জ সহ আশপাশের এলাকায় প্রতিদিন মহিলা নির্যাতনের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। আমাদের নজরে যেগুলো আসে বা অভিযোগ পাই সেইগুলো প্রশাসনের নজরে নিয়ে আসি। নির্যাতিতা মহিলাদের অভিযোগ জানাতে সাহায্য করি। মেডিকেল কলেজের ক্যাম্পাসে ওয়ান স্টপ সেন্টার গড়ে উঠলেও অনেক নির্যাতিতা মহিলা জানেন না। তাই এই দপ্তর নিয়ে সচেতন করা দরকার।'

উত্তর দিনাজপুরের বিভিন্ন প্রান্তে গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হয়ে প্রচুর মহিলার দুর্বিষহ যন্ত্রণায় দিন কাটছে। গার্হস্থ্য হিংসায় আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। তাই নির্যাতিতা মহিলারা যাতে সহজেই অভিযোগ জানাতে পারেন। অভিযোগের ভিত্তিতে আক্রান্ত মহিলা সহ পরিবারের সদস্যদের সালিশি সভায় ডেকে শুনানির আয়োজন করা হয়। তারপর দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে প্রয়োজনীয় সমাধান করা হয়। কিন্তু তারপর মীমাংসা না হলে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে মামলা রুজু করার সংস্থান রয়েছে। এছাড়াও কর্ণজোড়ার জেলা প্রশাসনিক কার্যালয়ের সমাজকল্যাণ দপ্তরে গার্হস্থ্য হিংসা শাখায় নিয়মিত অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্তে শিকার মহিলারা।

জেলা সমাজকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক মলয় চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'গার্হস্থ্য হিংসায় আক্রান্তরা যাতে সুবিচার পান, সেই লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সেন্টার চালু হয়েছে। পাশাপাশি কর্ণজোড়ায় অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা রয়েছে। রায়গঞ্জ মেডিকেল হাসপাতালের ওয়ান স্টপ সেন্টারে প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অভিযোগ জানাতে পারেন নির্যাতিতারা।'

মহকুমা আদালতের দুর্দশা
দেড় বছর ধরে অচল লিফট, বেহাল শৌচাগার

দিলীপকুমার তালুকদার

বুনিয়াদপুর, ৬ মার্চ : বয়স্ক মক্কেল, আইনজীবীদের সুবিধার্থে দ্বিতল বিশিষ্ট গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে লিফট স্থাপন করা হয়েছিল ২০২২ সালে। বছর দেড়েক সেই লিফট সচল থাকলেও এখন তা বন্ধ। ফলে সমস্যায় পড়েছেন আদালতে বিচার চাইতে আসা বয়স্করা। শুধু কি লিফট, আদালতের প্রত্যেক শৌচাগারের অবস্থা তো অবর্ণনীয়। শৌচাগারে ঢুকলেই দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত মুখে উঠে আসার জোগাড়। এই পরিস্থিতিতে একাধিকবার আইনজীবীদের তরফে জেলা বিচারক এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে লিফট মেরামতির দাবি জানালেও কোনও সুরাহা হয়নি। আইনজীবীদের আরও অভিযোগ, নিয়মিত শৌচালয় পরিষ্কার করার ব্যবস্থা আজও হয়নি।

গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রঞ্জনকুমার মিত্রের অভিযোগ, 'বর্তমানে অনেক মক্কেল এবং আইনজীবীরা বয়সজনিত কারণে হাঁটুতে ব্যথা এবং উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠানামা করতে তাঁদের প্রচণ্ড কষ্ট হয়। প্রায় দেড় বছর থেকে লিফটটি অচল হয়ে পড়ে আছে।'

> বর্তমানে অনেক মক্কেল এবং আইনজীবীরা বয়সজনিত কারণে হাঁটুতে ব্যথা এবং উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠানামা করতে তাঁদের প্রচণ্ড কষ্ট হয়। প্রায় দেড় বছর থেকে লিফটটি অচল হয়ে পড়ে আছে।
>
> **রঞ্জনকুমার মিত্র,** সম্পাদক, বার অ্যাসোসিয়েশন, গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালত

আইনজীবীরা দাবি জানিয়েছেন, অবিলম্বে লিফটটি সচল করে দেওয়ার সঙ্গে শৌচালয়গুলি নিয়মিত পরিষ্কার করে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হোক। মহকুমা আদালতের বর্ষীয়ান আইনজীবী বরুণ মিত্রের কথায়, 'লিফট না চলায় কী যে আমরা সমস্যায় পড়েছি, তা ভাষায় বলতে পারব না। মামলার প্রয়োজনে দোতলায় উঠতে গেলে প্রচুর সিঁড়ি ভাঙতে হয়। খুব কষ্ট হয়। এছাড়া অন্যতম সমস্যা শৌচাগার। দীর্ঘদিন থেকে পরিষ্কার হয় না।

অন্যদিকে, যত্রতত্র পানের পিকের দাগ। প্রয়োজনে শৌচাগারে যেতে পারি না। আমরা পুরুষরা বাইরে গিয়ে শৌচালয়ের প্রয়োজন মেটালেও মহিলাদের অবস্থা খুবই করুণ।'

এদিন আদালতে এসেছিলেন গঙ্গারামপুরের চম্পাতলির বাসিন্দা গোলাম কিবরিয়া। বলেন, 'আজ আমার মামলার শুনানি ছিল আদালত ভবনের দোতলায়। খুব কষ্ট করে প্রচুর সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে হয়েছে। উপরে ওঠার মেশিন খারাপ হয়ে আছে। আমাদের মতো বয়স্ক লোকেদের সুবিধার জন্য মেশিনটা তাড়াতাড়ি ঠিক করা দরকার।'

নববর্ষের উপহার শিশুদের বিনোদন পার্ক

রায়গঞ্জ, ৬ মার্চ : বাংলা নববর্ষে রায়গঞ্জ শহরের শিশুরা উপহার হিসেবে পাচ্ছে একটি বিনোদন পার্ক। সৌজন্যে পুরসভা। পার্ক তৈরি হচ্ছে অটল মিশন ফর রেজুভেনেশন এবং আরবান ট্রান্সফর্মেশন (এএমআরইউটি) প্রকল্পের অধীনে, দক্ষিণ বীরনগরে। শিশুদের জন্য এখানে থাকছে রকমারি খেলনা, ফোয়ারা, নানা ধরনের বৈদ্যুতিক বাতি। পার্কে শিশুদের পাশাপাশি বড়দের জন্য থাকছে বসার ব্যবস্থা। থাকছে প্রার্তভ্রমণ ও সান্ধ্যভ্রমণের ব্যবস্থা। পার্কের শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে জোরকদমে। শিশুদের জন্য এই ধরনের একটি বিনোদন পার্ক গড়ে উঠায় খুশি শিশুদের পাশাপাশি অভিভাবকেরা।

পুরসভার চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, 'এএমআরইউটি প্রকল্পে রায়গঞ্জ পুরসভার নিজস্ব জমিতে ২৩ নং ওয়ার্ডে শিশু বিনোদন পার্ক তৈরির কাজ চলছে। ছোটদের পাশাপাশি বড়রাও এখানে আসতে পারবেন। আশা করি নতুন বছরে রায়গঞ্জবাসীকে এই উপহারটি তুলে দিতে পারব।' এর আগে রায়গঞ্জ শহরের ১, ২ ও ২৬ নং ওয়ার্ডে শিশুদের জন্য বিনোদন পার্ক গড়ে তুলেছে পুরসভা। ৫ নং ওয়ার্ডে পার্কের জন্য নির্ধারিত জায়গা সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে।

Affidavit

I, Wahida Khatun (Old Name), D/O- Abdus Sattar(Old Name) Residence at Baikunthapur, Ratua, Dist-Malda, Pin-732205 as per Chachal Magistret court Affidavit on 17/12/2024, I have change my name to MOST WAHIDA KHATUN (New Name) and father's name to MD ABDUS SATTAR (New Name) for all future purpose . Wahida Khatun and MOST WAHIDA KHATUN is same person and Abdus Sattar and MD ABDUS SATTAR is person. (M-115304)

ইংরেজি শিক্ষক ব্যস্ত বিজ্ঞানসাধনায়

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ৬ মার্চ : আগাগোড়া সাহিত্যের ছাত্র কৌশিক রায়। পড়ান ইংরেজি। মাথায় কিলবিল করে শেক্সপিয়র, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, অস্কার ওয়াইল্ড, জন মিল্টন। আপনভোলা মানুষটির কণ্ঠে মাঝেমধ্যে শোনা যায় কখনও ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'উই আর সেভেন' কবিতার কয়েকটি ছত্র কখনও বা শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের বিখ্যাত সলিলোকিউ বা স্বগতোক্তি। একসময় একটি ইংরেজি পত্রিকার সহ সম্পাদকের মতো গুরুদায়িত্ব

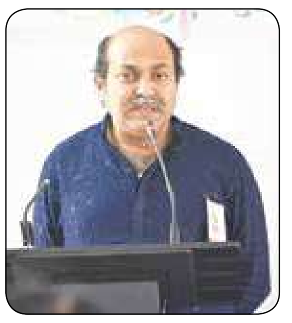

কৌশিক রায়।

সামলেছেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদেও প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নিবন্ধ। তাছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়মিত প্রতিবেদন লেখেন। বাংলাদেশে বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন বিষয় অনুবাদ করেছেন।

কৌশিক রায় জন্মসূত্রে কলকাতার বরানগরের বাসিন্দা। কর্মভূমি এবং বসবাস গঙ্গারামপুর। বর্তমানে তিনি গঙ্গারামপুর ব্লকের আবেশকুড়ি উচ্চ মাদ্রাসায় ইংরেজি পড়ান। স্কুলে পড়ানোর ফাঁকে বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা ও বিজ্ঞান নিয়ে লেখালেখিও করেন। এই প্রসঙ্গে কৌশিক রায় জানান, 'আমি মূলত ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। পড়ানোর বিষয় ইংরেজি। আমাকে একসময় যাঁরা পড়িয়েছিলেন, তাঁরাই আমাকে বিজ্ঞানচর্চায় ভীষণভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। তারপর থেকে আমার চর্চা শুরু। লক্ষ্য, বিজ্ঞানকে সকলের কাছে জনপ্রিয় করে তোলা। স্কুলে পড়াশোনার ফাঁকে স্টাফরুমে অবসরে লেখালেখির কাজ করি।'

নতুন বই প্রসঙ্গে কৌশিক রায় বলেন, 'মহাবিশ্বের জানা অজানা কথা' বইটি বিশ্ব পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন সহ বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে লেখা। রয়েছে ক্যাপ্টেন জেমস কুক, গার্ট্রুড বেলের মতো সাহসী অভিযানকারীদের কথাও। আগামীদিনে ছাত্রছাত্রী সহ সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে আমার এই সাধনা চালু থাকবে।'

গামছায় জল ভরি ছোট মাছ ধরে... বৃহস্পতিবার মালদায় মহানন্দা নদীতে। - স্বরূপ সাহা

রেলের মহড়ায় কুনকির পায়ে মৃত্যু

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ৬ মার্চ : ট্রেন ও হাতির সংঘর্ষ রোধে ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস) নামের আধুনিক পরিকাঠামো ব্যবহার করছে রেল। বৃহস্পতিবার ছিল তারই ট্রায়াল রান। সেই অনুষ্ঠানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব সহ রেলের বড় বড় আধিকারিকদের চোখের সামনেই কুনকি পিষে দিল এক ব্যক্তিকে। মৃত ব্যক্তির নাম সন্দীপ চৌধুরী। তিনি উত্তরপ্রদেশের নয়ডার গৌতমবুদ্ধনগরের সেক্টর-৭৫'এর বাসিন্দা ছিলেন। সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে অবসর নিয়েছেন আগেই। অবসরের পর রেলের অধীনে থাকা একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। সেই চাকরির সুবাদেই তিনি বর্তমানে সংস্থার হয়ে আলিপুরদুয়ার জংশনে উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন।

এদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মধুতলা এলাকায় রেলের ১৬২ নম্বর পিলারের কাছে ওই ঘটনা ঘটে। সে সময় ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন রেলের জেনারেল ম্যানেজার, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম, উত্তর-পূর্ব রেলের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার সিতেশ দাস সহ অন্য আধিকারিকরা। ছিলেন একগুচ্ছ সাংবাদিকও। দুটি কুনকিকে সেখানে নিয়ে আসা হয়েছিল সেই আধুনিক ব্যবস্থাপনার প্রদর্শনীর জন্য। তাদের মধ্যে একটি কুনকি, জোনাকি ট্রেনের হর্নে চমকে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটায় বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিন হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে প্রাক্তন ওই সেনাকর্তা রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর সাহায্যে কোনও আরপিএফ কর্মী এগিয়ে আসেননি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকরা তাঁকে উদ্ধার করে গাড়িতে তোলার আগেই তিনি মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েন। তখন রেলের এক আধিকারিকের গাড়ি

যা ঘটেছে

- রেলের আইডিএস পরিকাঠামোর কাজ হাতেকলমে দেখার কথা ছিল
- সেখানে হাজির ছিলেন রেলের বড় বড় আধিকারিকরা
- নিয়ে আসা হয়েছিল দুটি কুনকিকে
- ট্রেনের হর্নে একটি কুনকি ঘাবড়ে যায়
- তার রোষ গিয়ে পড়ে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা সেই ব্যক্তির ওপর

নিয়ে আসা হয় তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

ওই ঘটনার কিছুক্ষণ আগেই ওই হাতির সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছিলেন জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার সহ অন্য আধিকারিকরা। পরে জেনারেল ম্যানেজার বলেন, 'খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। শোক প্রকাশ করার মতো কোনও ভাষা নেই। রেলের একটা প্রোজেক্টের উদ্বোধনে এসে এমন ঘটনার সাক্ষী হব তা স্বপ্নেও ভাবিনি। এই ভয়াবহ দৃশ্য কোনও দিন ভোলার নয়।' ওই পরিবারের প্রতি রেলের তরফ থেকে সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি।

এদিন চেতনকুমার, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার অমরজিৎ গৌতম সহ রেলের আধিকারিকরা সেই আইডিএস-এর কর্মক্ষমতা হাতেকলমে খতিয়ে দেখতে পৌঁছান রাজাভাতখাওয়া মধুতলা এলাকায়। চেকোবিট থেকে জোনাকি এবং মমতাজ নামে দুটি কুনকি নিয়ে আসা হয়েছিল। সেই সময় ওই এলাকা দিয়েই ভিস্টাডোম ট্রেন জংশনের দিকে যাচ্ছিল। ট্রেনের হর্ন শুনে লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা জোনাকি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। সে সময় জোনাকির পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ওই সেনাকর্মী। জোনাকির রোষের মুখে পড়েন তিনি। মাহুত চেষ্টা করেছিল তাঁকে সাবধান করে দেওয়ার। তবে লাভ হয়নি। শেষ মুহূর্তে সরতে গিয়ে সন্দীপের পা পড়ে যায় একটি গর্তে। হোঁচট খেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান তিনি। তখন ওই কুনকি পায়ের তলায় ওই ব্যক্তির মাথা পিষে দেয়। রেললাইনের অপর পারে দাঁড়িয়ে ছিলেন রেলকর্তা সহ বাকিরা। দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া তাঁদের আর কিছু করারও ছিল না।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের ক্ষেত্র অধিকর্তা অপূর্ব সেন বলেন, 'গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বড়ই মর্মান্তিক ঘটনা। বন দপ্তরের তরফে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

মাদক মামলায় হেপাজতে ৫

বৈষ্ণবনগর, ৬ মার্চ : মাদক মামলায় যুক্ত থাকার অভিযোগে বৃহস্পতিবার পাঁচজনকে গোলাপগঞ্জ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮ মাইল এলাকা থেকে লক্ষাধিক টাকার মাদক সহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে সেই মামলায় যুক্ত থাকায় আরও পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত পাঁচজনের মধ্যে তিনজনের নাম কৃষ্ণ ঘোষ, পরিমল ঘোষ, সমীর ঘোষ। প্রত্যেকেরই বাড়ি বালুপাড়া এলাকায়। বাকি দুজন সারিকুল ইসলাম ও আবদুর রহিম। এদের বাড়ি ভাগজান এলাকায়।

বধূ নির্যাতনের অভিযোগে ধৃত

বৈষ্ণবনগর, ৬ মার্চ : বধূ নির্যাতনের মামলায় যুক্ত থাকা একজনকে গ্রেপ্তার করল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম বিশ্বজিৎ মণ্ডল। তার বাড়ি রামেশ্বরটোলা এলাকায়। বুধবার তাকে ১৬ মাইলের গুরুটোলায় এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

২০২১ সালের ১ মে পম্পা মণ্ডল নামে এক গৃহবধূ বৈষ্ণবনগর থানায় তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। তবে দীর্ঘদিন ধরে তিনি পলাতক ছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার গুরুটোলায় হানা দিয়ে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

গাঁজা আটক, গ্রেপ্তার দুই

ফরাক্কা, ৬ মার্চ : বিপুল পরিমাণে গাঁজা সহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করল রেল পুলিশ। মালদা থেকে ডাউন নবদ্বীপ এক্সপ্রেস ট্রেনটি নিউ ফরাক্কা স্টেশনে পৌঁছাতেই দুই তরুণ প্ল্যাটফর্মে নামে। তাঁদের গতিবিধি দেখে সন্দেহ হওয়ায় রেল পুলিশ তল্লাশি চালায়। ব্যাগের মধ্যে থেকে উদ্ধার হয় ১৫ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা।

রেল পুলিশের ওসি প্রশান্ত রায় বলেন,'আজ বিকেল চারটে নাগাদ নিউ ফরাক্কা স্টেশন থেকে ১৫ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা সহ দুইজনকে ধরি। প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে, ওরা কোচবিহার থেকে গাঁজাগুলো নিয়ে আসছিল মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে। ধৃতদের শুক্রবার জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে।'

ইট চুরি

বালুরঘাট, ৬ মার্চ : দিনের বেলায় বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের ইট চুরি করার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার বিকেলে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে ঘটনাটি ঘটে। এদিকে বিষয়টি জানতে পেরেই পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

শিক্ষক নিগ্রহে

প্রথম পাতার পর

নিশ্চয়ই চামাগ্রাম হাইস্কুল। কারণ, বাংলা পরীক্ষার দিনও ওই স্কুলের বিরুদ্ধে দেহ তল্লাশি চালানোর নামে বাড়াবাড়ির অভিযোগ ছিল। জেলা শিক্ষা আধিকারিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা অমল ঘোষকে ঘটনাটি জানানো হয়েছিল। ছাত্ররা অন্যায় করেছে।'

অপরদিকে সংসদ সভাপতির দাবি, 'তিনি নিজে ওই হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষককে ফোন করে জানিয়েছেন, এরকম ঘটনা যেন আর না ঘটে। পরবর্তীতে কোনও কিছু হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা অমল ঘোষ বলেন, 'হাই মাদ্রাসার ৯ জন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হবে শুনেছি। কিন্তু সব পরীক্ষা না ইংরেজি পরীক্ষা, সেনিয়ে এখন স্পষ্ট করে বলতে পারছি না।'

বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর উদ্ধার, আটক চালক

তপন, ৬ মার্চ : অভিযান চালিয়ে বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর উদ্ধার করল পুলিশ। সেইসঙ্গে এক চালককেও আটক করা হয়েছে।

পুনর্ভবা নদীর জল কমছে। আর এতে বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য মারাত্মকভাবে বেড়ে গিয়েছে। মধ্য রাত থেকেই তপনের বাসুরিয়া, নয়াবাজার, বজরাপুকুর, সুতইল সহ বিভিন্ন এলাকায় নদীতে মেশিন লাগিয়ে সারারাত ট্র্যাক্টরে করে চলছে বালি পাচার। দিনের বেলাতেও নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলা হচ্ছে। তপন নদীর বাঁধ সংলগ্ন এলাকা থেকে অবাধে মাটি কাটায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

তপন থানার আইসি জনমারি ভিয়ান্নে লেপচা বলেন, 'বালি পাচারের অভিযোগে একটি ট্র্যাক্টর উদ্ধার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এক চালককেও আটক করা হয়েছে।'

তপন ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব সংস্কার আধিকারিক সৌমেন্দ্র সাহা বলেন, 'বালি পাচার রুখতে এদিন জেলা আধিকারিকদের নিয়ে তপনের সাতটি ঘাটে অভিযান চালানো হয়েছে। লাগাতার অভিযান চলবে। রাতে নদী থেকে বালি তোলার বিষয়টিও নজরে রয়েছে।'

১৫ দিন পর অভিযোগ

পতিরাম, ৬ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুরের বাউল এলাকায় গত ১৭ ফেব্রুয়ারি গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন রাসেল মণ্ডল। সঙ্গে তাঁর জামাইবাবু মাহাবুর কবিরাজও ছিলেন। একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাসেলকে ধাক্কা মারায় তিনি ছিটকে পড়েন এবং গুরুতর আহত হন। প্রথমে বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল ও পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে টানা ১৫ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে পতিরাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে পতিরাম থানার পুলিশ। স্থানীয়রাও ঘটনার জন্য দায়ী চালকের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

চোর সন্দেহে গণধোলাই

বালুরঘাট, ৬ মার্চ : সাইকেল চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল চোর। এরপর তাকে গণধোলাই দেয় স্থানীয়রা। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাটের বোয়ালদার পঞ্চায়েতের দুর্লভপুরে। ওই ব্যক্তির নাম রাজেশ পাহান (৩৬)। বাড়ি নাজিরপুরে। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

'নেচার' পত্রিকায় ঠাঁই কোচবিহারের কন্যার গবেষণাপত্র

স্তন ক্যানসারের দাওয়াই চোখের ওষুধ

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ৬ মার্চ : ভারত সহ দুনিয়াজুড়েই স্তন ক্যানসারের বাড়বাড়ন্ত। এই কর্কট রোগ ঠেকাতে বিজ্ঞানীরা দিনরাত এক করেছেন। তবুও সেভাবে আশার আলো দেখা যাচ্ছে কই! আর এখানেই কোচবিহারের প্রিয়াংকা দে তালুকদার অনন্যা। সাধারণত চোখের চিকিৎসায় ব্যবহৃত একটি ওষুধ দিয়ে তিনি স্তন ক্যানসারকে ঠেকানোর দিশা দেখাচ্ছেন। তাঁর এই দিগদর্শনকে লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'নেচার' পত্রিকা মান্যতা দিয়েছে। পত্রিকার ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রিয়াংকার গবেষণাপত্র ঠাঁই পেয়েছে। খবর ছড়াতেই উত্তরবঙ্গে খুশির হাওয়া। প্রিয়াংকাও খুশি। তবে নিজের গবেষণাকে ক্লিনিকাল ট্রায়ালের মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী মানবকল্যাণে লাগাতে বদ্ধপরিকর তিনি।

কোচবিহার-১ ব্লকের ঘুঘুমারি এলাকায় ছাপোষা মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রিয়াংকার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। বাবা কৃষ্ণকুমার দে তালুকদার চিলকিরহাট কান্তেশ্বরী হাইস্কুলের শিক্ষক। মা সোমা দে তালুকদার সযত্নে বাড়ি সামলান। কোচবিহার শহরের একটি বেসরকারি স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনার পর প্রিয়াংকা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রাণীবিদ্যা বিষয়ে বিএসসি ও এমএসসি করেন। সেখানেই অধ্যাপক ঊর্মি চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ২০১৯ সাল থেকে ব্রেস্ট ক্যানসার নিয়ে তাঁর

প্রিয়াংকা দে তালুকদার।

গবেষণা শুরু। এক্ষেত্রে বালুরঘাটের বাসিন্দা তথা আরেক ক্যানসার গবেষক কুণাল প্রামাণিক প্রিয়াংকাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।

ঠিক কী আছে প্রিয়াংকার গবেষণায়? বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ক্যানসারের চিকিৎসায় প্রধান চ্যালেঞ্জ হল কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। এছাড়া, কেমোথেরাপির পরও ক্যানসারের স্টেম সেলের অনেক ক্ষেত্রে টিকে থাকা সম্ভব এবং এর থেকেই ক্যানসার ফের মাথাচাড়া দিতে পারে। প্রিয়াংকা এখানেই মাত করেছেন। গবেষণার মাধ্যমে এফডিএ অনুমোদিত 'ভারটেপর্ফিন' নামে একটি ওষুধের সাহায্যে তিনি ক্যানসার নিরাময়ের দাবি করেছেন। মজার বিষয় বলতে এই ওষুধটি সাধারণত চোখের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। প্রিয়াংকার কথায়, 'ভারটেপর্ফিন ক্যানসারের মূল কোষ বা স্টেম সেলকে বিশেষভাবে টার্গেট করে ধ্বংস করতে সক্ষম হয় এবং যা দেহে থাকা সাধারণ সুস্থ কোষের কোনও ক্ষতি করে না। ফলে ক্যানসারের ভয়াবহ পুনরাবৃত্তি অনেকাংশে কমে।'

প্রিয়াংকা জানালেন, গবেষণা চলাকালীন ৩০ জনের বেশি রোগীর টিউমারের নমুনা সংগ্রহ করেছেন তাঁরা। সেসবের ওপর ভারটেপর্ফিন প্রয়োগ করেছেন এবং প্রতি ক্ষেত্রেই ইতিবাচক ফল পেয়েছেন। সেই যাবতীয় বিষয় 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণাপত্রে স্থান পেয়েছে। প্রিয়াংকার কথায়, 'মার্চ মাসেই আমার গবেষণাপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা হবে। পরবর্তীতে গবেষণার বিষয়কে ক্লিনিকাল ট্রায়ালে নিয়ে যেতে চাই।'

'সাজানো' কেসে ৪ বছর

প্রথম পাতার পর

মুক্তি পাবেন জেনে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন তিনি। বলেন, 'দীর্ঘদিন বিনা অপরাধে শাস্তি পেল মানুষটা। সন্ধ্যাবেলায় আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ফোন করে খবরটা জানালেন। পুলিশের বিরুদ্ধে পরিবারের তরফে কোনও আইনি পদক্ষেপ করা হবে কি না, সেই প্রশ্নের জবাবে তাঁর উত্তর, 'আইনি পদক্ষেপ করতে চাই না। যত দ্রুত সম্ভব আমার স্বামীকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হোক। দীর্ঘদিন ধরে জেলে রয়েছেন আমার স্বামী। ওঁকে দেখতে যাওয়ার মতো সামর্থ্যও আমার হয়নি। ওঁর মুক্তির পাশাপাশি আর্থিক সাহায্য করলে ভালো হয়।'

আদালত সূত্রে খবর, ২০২০ সালে মেখলিগঞ্জ পুলিশ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে শ্যামলকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে হরিলালচন্দ্র পাল বলে চিহ্নিত করে বাংলাদেশের বাসিন্দা হিসেবে দেখিয়ে মেখলিগঞ্জ আদালতে পেশ করা হয়। আদালত অনুপ্রবেশ আইনে শ্যামলকে দু'বছরের সাজা ঘোষণা করে। সাজা ঘোষণা হওয়ার পর প্রথমে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ছিলেন তিনি। কিন্তু মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ার কারণে বহরমপুর মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসার স্বার্থে তাঁকে বহরমপুর সংশোধনাগারে পাঠানো হয়।

গোটা ঘটনা জানার পর পরিবারের তরফে শ্যামলের যাবতীয় নথি সহ বহরমপুর সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানানো হয়। সেইসঙ্গে শ্যামলকে অন্যায়ভাবে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, এই অভিযোগে পরিবারের তরফে একটি মামলা দায়ের করা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। পরবর্তীতে সেই মামলা জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে চলে আসে।

এদিকে, শ্যামলের সাজার মেয়াদ ২ বছর পার হয়ে যাওয়ায় এবং শ্যামল যে ভারতীয় তার সপক্ষে কোনও সরকারি তথ্য না থাকায় আদালত তাঁকে বাংলাদেশি ধরে নিয়ে সেই দেশে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেয়। তবে তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ায় আইনি জটিলতার কারণে হাসপাতালও তাঁকে ছাড়তে পারেনি।

হাইকোর্টে মামলা চলাকালীন আদালতের নির্দেশ মেনে বহরমপুর সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ ২০২৪ সালের জুলাই মাসে হরিলালচন্দ্র পাল এবং শ্যামলচন্দ্র পাল একই ব্যক্তি কি না তা জানতে চায় কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপারের কাছে। ওই বছর অগাস্ট মাসে কোচবিহার পুলিশ সুপার রিপোর্টে জানিয়ে দেন, হরিলালচন্দ্র পাল আসলে দিনহাটার বাসিন্দা শ্যামলচন্দ্র পাল। সমস্যা আরও জটিল হয় শ্যামলের তরফে যে আইনজীবী ছিলেন তিনি এই মামলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ায়। এরপর কোচবিহার পুলিশ সুপারের রিপোর্ট সার্কিট বেঞ্চে চলে আসায় আদালতের কাছে পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

কিন্তু শ্যামলের হয়ে মামলায় সওয়াল করার মতো কেউ ছিলেন না। জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি ডঃ অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় শ্যামলের জন্য 'অ্যামিকাস কিউরি' বা আদালতবান্ধব আইনজীবী হিসেবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়োগ করেন।

আইনজীবী সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, সমস্ত নথি খতিয়ে দেখে বিচারক শ্যামলকে দ্রুত জেল থেকে মুক্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন তাই পরিবারের উপস্থিতিতে তাঁকে জেল থেকে ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

গোটা ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। মামলার সরকারি আইনজীবী হিসেবে ছিলেন অদিতিশংকর চক্রবর্তী এবং অনিরুদ্ধ বিশ্বাস। এদিন রায় ঘোষণার পর অনিরুদ্ধবাবু বলেন, 'আদালত সব সময় চায় মানুষ সঠিক বিচার পাক। এই ঘটনায় সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে আদালত শ্যামলচন্দ্র পালকে জেল থেকে মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে।'

একই চিতায় দাহ বাবা ও ছেলের দেহ

রায়গঞ্জ, ৬ মার্চ : কাকতালীয়। তবে শোকের ছায়া এলাকাজুড়ে। বাবার মৃত্যুর মাত্র ৫ মিনিট পর মৃত্যু হল ছেলেরও। একই চিতায় শবদাহ করা হল বাবা ও ছেলের। মর্মান্তিক এই ঘটনা রায়গঞ্জের দুর্গাপুর বাগানবাড়ির।

বার্ধক্যজনিত কারণে দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ৭০ বছরের ভুবন সরকার। দুর্গাপুর বাগানবাড়ি এলাকায় বুধবার রাত ১১টা নাগাদ স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে তাঁর। সেই ঘটনার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কিডনির কার্যক্ষমতা হারিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ভুবনবাবুর ৪০ বছরের ছেলে বৈদ্যনাথ সরকারও। একই পরিবারে দুই সদস্যের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকাজুড়ে।

প্রয়াত বৈদ্যনাথ সরকারের একমাত্র ছেলে অনিমেষ সরকার পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। শ্মশানে মুখাগ্নি করে এসে বলে, 'একরাতে দাদুকে হারালাম, বাবাকেও হারালাম। এমন ঘটনায় আমাদের পরিবারকে দেখার মতো কেউ থাকল না।'

স্থানীয় বাসিন্দা বিপুল সরকার জানান, 'কিডনির সমস্যায় ডায়ালিসিস চলছিল বৈদ্যনাথ সরকারের। বুধবার রাতে শরীর খারাপ হলে বৈদ্যনাথকে নিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স হাসপাতালের পথে রওনা হয়। ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় মারা যান বাবা ভুবন সরকার। বৈদ্যনাথবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানিয়ে দেন। বাবা ও ছেলের একইদিনে মৃত্যুতে আমরা সবাই শোকাহত।'

খবর জানাজানি হতেই স্থানীয় বাসিন্দারা বীণা নদীর ঘাটে শ্মশানে হাজির হন। তাঁদের মধ্যে গিরিজাকান্ত সরকার বলেন, 'আমি আমার জীবনে কোনওদিন এমন পরপর মৃত্যুর ঘটনা দেখিনি। কারও কাছে শুনিওনি। পরিবারটার জন্য খারাপ লাগছে।'

ছয় মাসের মধ্যে ভাঙল কালভার্ট

পতিরাম, ৬ মার্চ : মাত্র ছয় মাস আগে তৈরি হয়েছে কালভার্ট। বুধবার বিকেলে সেই কালভার্টের একাংশ হঠাৎই ভেঙে যায়। ফেঁসে যায় ট্র্যাক্টরের একটি চাকা। ট্রলি থেকে ইট নামিয়ে ট্র্যাক্টরটিকে কালভার্ট থেকে তোলা হয়। পতিরাম উত্তর রায়পুর সাহাপাড়ায় নবনির্মিত কালভার্ট ভেঙে যাওয়ার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

কালভার্ট ভেঙে ঢুকেছে ট্র্যাক্টরের চাকা। - বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

এলাকার বাসিন্দা লাল্টু সাহা বলেন,'অনেক প্রতীক্ষার পর পাইপ সরিয়ে এই কালভার্টটি তৈরি হয়েছিল। অথচ ছয় মাস পার হতেই সেটি ভেঙে গেল।' এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্কও শুরু হয়েছে। বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডু সরাসরি তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে কাটমানির অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেন, 'এই সরকার জনসেবার নামে দুর্নীতি করছে, আর নিজের সেবা করছে। কাজের গুণগতমান বজায় না রাখার ফলেই কয়েক মাসের মধ্যে কালভার্ট ভেঙে পড়ল।' তবে প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে। বালুরঘাটের জয়েন্ট বিডিও বিদ্যুৎকুমার মণ্ডল জানান,'বিষয়টি দেখছি।সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে জানানো হবে।'

বনতারা উদ্বোধনে মোদি

নিউজ ব্যুরো

৬ মার্চ : গুজরাটের জামনগরে বনতারা বন্যপ্রাণী পুনর্বাসন ও সংরক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০০০ প্রজাতির ১.৫ লক্ষ উদ্ধার হওয়া বিপন্ন বন্যপ্রাণীকে এই বনতারায় সযত্নে রাখা হয়েছে। বনতারা উদ্বোধনের পাশাপাশি এখানে থাকা পশু হাসপাতালটি পরিদর্শন করেন মোদি। এই হাসপাতালে পশুদের চিকিৎসার জন্য এমআরআই, সিটি স্ক্যান, আইসিইউ সহ বিভিন্ন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। এই বিভাগগুলিও ঘুরে দেখেন মোদি। এর পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া সাদা বাঘ, সিংহ, তুষার চিতা সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর সঙ্গে সময় কাটান তিনি।

জয়শংকরের

প্রথম পাতার পর

দায়বদ্ধতার কথা মনে রেখে সমস্ত অতিথির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রক ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে অসন্তোষপ্রকাশ করে বলেছে, 'আমরা এই নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ফুটেজ দেখেছি। এই ধরনের উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানাচ্ছি এবং গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার অপব্যবহার মেনে নিচ্ছি না। আমরা আশা করব, ব্রিটিশ সরকার তাদের কূটনৈতিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে।'

বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'আমরা বিদেশমন্ত্রীর ব্রিটেন সফরের সময় নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ফুটেজ দেখে স্তম্ভিত। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির এমন কাজ নিন্দনীয়।'

নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, জয়শংকরের মতো ভিভিআইপির নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক গাফিলতি স্পষ্ট হয়েছে ওই ঘটনায়। এর নেপথ্যে খালিস্তানপন্থী নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনের সংগঠন 'শিখস ফর জাস্টিস' (এসএফজে) রয়েছে বলেও তাঁদের ধারণা।

শিক্ষকের মারামারি

প্রথম পাতার পর

নেতা বলে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নিতে পারেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ।

এবিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে প্রধান শিক্ষক অতীন্দ্রনাথ দাসকে বারবার ফোন করা হলে তিনি ঘটনার কথা স্বীকার করে বলেন, 'এটি একটি ছোটখাটো বিষয়। সবকিছুই নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেওয়া হচ্ছে।' তারপর থেকে দীর্ঘক্ষণের জন্যে ফোন সুইচ অফ করে দেন প্রধান শিক্ষক।

এবিষয়ে একজন অভিভাবক শেখ বাবলু বলেন, 'দুই শিক্ষকের সংঘর্ষের খবর পেয়ে স্কুলে আসি। কিন্তু স্কুলের মেইন গেটে তালা। আমাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তবে শুনেছি একজন মহিলা শিক্ষিকাকে কেন্দ্র করে ওই ঝামেলা। ত্রিকোণ প্রেমের বিষয় হতে পারে।' অভিভাবক শেখ বাবলুর আরও অভিযোগ, 'শিক্ষকরা এমন কাণ্ড করলে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কী শিখবে।'

এবিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ অধিকাংশ সহ শিক্ষকই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সহ শিক্ষকের দাবি, স্কুলে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। মুখ খুললে তাদের উপর শাস্তির খাড়া ঝুলতে পারে। তবে মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি উত্তমকুমার ঝা জানান, শিক্ষকের মধ্যে ঝামেলার ঘটনা তিনি ফোন মারফত শুনেছেন। শুক্রবার ওই বিষয়ে একটি জরুরি সভা ডাকা হয়েছে এবং আলোচনার মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি।

মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র আক্ষেপ করে বলেন, 'ঘটনাটি আমি শুনেছি। স্কুল ক্যাম্পাসের ভেতর দুই শিক্ষকের সংঘর্ষের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এরকম সংঘর্ষের ঘটনা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কুপ্রভাব ফেলবে।'

গল্পের ঢঙে তাল তৈরির কারখানা

প্রথম পাতার পর

না কেন? দুই, নির্যাতিতারবাবা-মা কেন এতবার নিজেদের সিদ্ধান্ত পালটে একেকবার একেক কথা বলতে থাকলেন? তিন, নকল শিরদাঁড়াটা কি এবার লালবাজার থেকে এনে নিজেদের টেবিলে রেখে দেবেন প্রতিবাদী ডাক্তাররা? জানি না, সেই শিরদাঁড়াটা এখন কোন ভাগাড়ে।

চিকিৎসকরা যে ধর্ষণ-খুনে একাধিক লোকের জড়িত থাকার তত্ত্ব বলছিলেন, তাতে তো জুনিয়ার ডাক্তারদেরই থাকার ইঙ্গিত। সেই সহপাঠীদের কথা বিপ্লবী ডাক্তাররা তুলে ধরলেন না কেন। এঁদের কথা শুনে মনে হচ্ছিল, শুধু সুপার সন্দীপ ঘোষই এখানে যুক্ত। কথা শুনে মনে হচ্ছিল, এঁরা সবকিছুই দেখছেন পার্টি রাজনীতির আয়নায়। সন্দীপের ডাক্তারি চালানোর অধিকার কেড়েই তাঁরা খুশি। এঁরা কেউ ভেবেছেন সন্দীপের স্ত্রী-সন্তানের মানসিক যন্ত্রণার কথা? সন্দীপের বাড়ি সম্পত্তির গল্পও অনেকটা সন্দেশখালির পিঠে তৈরির গল্প হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এবং যাদবপুর। সেখানে ছাত্রর গাড়ির তলায় চাপা পড়ার ঘটনাও দাঁড়াচ্ছে পিঠে তৈরির গল্পে রঙিন মশলা মেশানোর মতো। অশ্বত্থামা হত ইতি গজ। ওখানে তৃণমূলের শিক্ষক নেতারাও যেমন, বাম-অতিবাম ছাত্ররাও তেমন। ঝামেলা লগ্নে জন্ম। ঝামেলা তৈরির জন্য যেন তাঁদের সব ঝামেলা। শিক্ষকদের বৈঠকে তা না হলে ছাত্রদের হাজির হওয়ার কী মানে? এত প্রতিবাদী-- অথচ তাঁরা তো র‍্যাগিংয়ে মৃত স্বপ্নদীপের 'জাস্টিস' আনতে পারেননি। প্রায় দু'বছর তাঁরা চুপচাপ বসেছিলেন কেন? কেনই বা এই নয়া আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয় ও হস্টেলের ছাত্রদের ব্যবধান স্পষ্ট?

ব্রাত্য বসুরও বলিহারি! দীর্ঘদিন কলেজে পড়িয়েও কলেজ ছাত্রদের মানসিকতা বুঝতে ব্যর্থ তিনি। গাড়ি নিয়ে না পালিয়ে দরজা খুলে নেমে ছাত্রদের সামলালে তো তিনি এমন যাত্রাপালায় নায়ক হতে পারতেন।

সন্দেশখালি, আরজি কর এবং যাদবপুর-- তিনটি জায়গায় আন্দোলনের ধারায় একটা বাস্তব স্পষ্ট। বিধানসভা নির্বাচনেও এবার ব্যাপক হারে চলবে এআই এবং ফেক নিউজের ভয়ংকর বাড়াবাড়ি। অনেক মিথ্যে সত্যি হয়ে যাবে, অনেক সত্যি হয়ে উঠবে মিথ্যা।

একদল পোস্ট করবে গাড়ির নীচে ছাত্রের পড়ে থাকার ছবি। অন্য দল পোস্ট করে বোঝাবে, গাড়ির নীচে কেউ পড়েইনি। আপনি কোনটাকে সত্যি ধরবেন, দেখুন।

আরও বিপজ্জনক, ফেক নিউজ তৈরির নায়করাই ঘুরবেন শিরদাঁড়া নিয়ে। চোরের মায়েরই শুনব বড় গলা। কালবৈশাখীর মতো উড়বে গুজব। তুষারপাতের মতো পড়বে গুজব। বাঙালিরা তো আর এখন নিজস্ব মস্তিষ্ক খাটায় না। দিব্যি নিজের পছন্দের গ্রুপের হোয়াটসঅ্যাপে যা দেখে, তা দেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। নিরপেক্ষতা ত্রিবেণি সংগমে বিসর্জন দিয়ে এসে বাঙালি শুধু শুনতে চায় পছন্দের পার্টির পক্ষে সওয়াল ও খবর। নিজের পছন্দের খবর পেলে ভালো, নইলে সংবাদমাধ্যম চটিচাটা, গোদি মিডিয়া বা মাকু।

সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশে আজকের মতো সন্ত্রাস, হত্যালীলা, অনাচার, লুটপাট আমাদের বিধানসভার নির্বাচনের সময়ও চলতে থাকলে তো আরও সরেস। পদ্মাপারেও হবে গঙ্গাপারের নির্বাচনের প্রধান ইস্যু। ফেক ছবি, ফেক খবর হয়ে উঠবে সব পক্ষের তূণের তির। সে সব সম্বল করেই ভাষণ দিয়ে লোক তাতানোর খেলায় মাতবেন শাসক-বিরোধী পার্টির মাথারা।

খেলা হবে। এবং সাধু সাবধান।

একান্ত সাক্ষাৎকারে মুথাইয়া মুরলীধরন

‘ফাইনালের এক্স ফ্যাক্টর বরুণই’

ফর্মে থাকা বরুণ চক্রবর্তীতে বাজি ধরছেন মুথাইয়া মুরলীধরন।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল শ্রীলঙ্কা। সেই ব্যর্থতার কারণে তাঁর মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের আগে মানসিকভাবে এখন অনেক ভালো জায়গায় রয়েছেন তিনি। কারণ, মুথাইয়া মুরলীধরনের মনে হচ্ছে, শ্রীলঙ্কা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে থাকলে রোহিত শর্মার ভারতের সামনে লজ্জাজনকভাবে ম্যাচ হারত। হয়তো মানসম্মান জলাঞ্জলি যেত।

আজ দুপুরের দিকে কলম্বোয় মুরলীর সঙ্গে যখন যোগাযোগ করা হল, ব্যস্ত ছিলেন একটি বৈঠকে। প্রথমে সাক্ষাৎকার দিতে চাইছিলেন না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসন্ন ফাইনাল নিয়ে। পরে অনুরোধ করায় রাজি হয়ে গেলেন। ঘোষণা করে দিলেন, রবিবারের ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড ফাইনালের আসরেও স্পিনাররা বড় ভূমিকা নেবেন। আর ফাইনালের এক্স ফ্যাক্টর হতে চলেছেন বরুণ চক্রবর্তী।

রবিবার ফাইনালের ফেভারিট

অবশ্যই ভারত। ওরা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যে দাপটের সঙ্গে ক্রিকেট খেলে চলেছে, তারপর রবিবারের ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ফেভারিট ভাবার কোনও কারণ নেই। রোহিতরা চ্যাম্পিয়ন না হলে আমি ব্যক্তিগতভাবে অবাকই হব।

দুবাইয়ের মন্থর বাইশ গজ।

সেখানে বরাবরই স্লো পিচ হয়। এবারও তাই। তবে দুবাইয়ের গরমে মন্থর পিচে খেলা হলে তা নিয়ে অভিযোগ করার মানে হয় না। ব্যক্তিগতভাবে আমার বেশ ভালো লাগছে একথা ভেবে, অনেকদিন পর স্পিনারদের দাপট দেখছি সাদা বলের ক্রিকেটে।

ভারতের স্পিন চতুর্ভূজ

দুবাইয়ের পিচে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচনে পাঁচজন স্পিনার নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের মাস্টারস্ট্রোক। জসপ্রীত বুমরাহ এমনিতেই চোটের জন্য নেই। ওর অনুপস্থিতিতে স্পিনারদের উপর ভরসা রাখার জন্য গৌতম গম্ভীরকে কুর্নিশ জানাতেই হবে।

ফাইনালের এক্স ফ্যাক্টর

অবশ্যই বরুণ চক্রবর্তী। মনে রাখবেন, গদ্দাফি স্টেডিয়ামে দুর্বল দক্ষিণ আফ্রিকা বোলিংয়ের বিরুদ্ধে বড় রান করা, আর দুবাইয়ের মন্থর বাইশ গজে ভারতীয় স্পিন চতুর্ভূজকে সামাল দেওয়া এক নয় একেবারেই। ব্যাটারদের অনেক বেশি স্কিলের প্রয়োজন হয়। নিউজিল্যান্ড দলে কেন উইলিয়ামসন ও কিছুটা রাচিন রবীন্দ্র ছাড়া বাকিদের সেই দক্ষতা আছে বলে মনে হয় না।

ভারতের কাঁটা কেন-রাচিন

(একটু ভেবে) হতে পারে। ওরা দুবাইয়ের মন্থর পিচে কীভাবে স্পিন খেলতে হয়, জানে। তবে ফাইনালে ভারতের মতো শক্তিশালী দলের চাপ কতটা সামলাতে পারবে রাচিনরা, নিশ্চিত নই আমি।

বিরাটের পুনর্জন্ম

কোহলির প্রত্যাবর্তন চমকে দেওয়ার মতোই। সাম্প্রতিক অতীতে ও রান পাচ্ছিল না ঠিকই, কিন্তু খারাপ খেলছিল না। অস্ট্রেলিয়ার পারথে শতরানের পর বাকি সিরিজে একইভাবে ওর আউট হওয়াটা বিস্ময়কর। যা ওর মতো ব্যাটারের জন্য ভালো বিজ্ঞাপন নয়। কোহলি কিন্তু দ্রুত ভুল শুধরে নিয়েছে।

ভারতের সব ম্যাচ দুবাইয়ে

দেখুন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মূল আয়োজক দেশ পাকিস্তান। ভারত যে সেখানে খেলতে যাবে না, এই কথা সবারই জানা। তাই হাইব্রিড মডেলে খেলা হচ্ছে। বছর দেড়েক আগে এশিয়া কাপও এভাবেই হয়েছিল। রোহিতরা সব ম্যাচ তখন খেলেছিল শ্রীলঙ্কায়। এবার খেলছে দুবাইয়ে। হতে পারে একই মাঠে ভারত সব ম্যাচ খেলায় বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে। কিন্তু এর জন্য তো রোহিতরা দায়ী নয়। তাই অযথা বিতর্কের মানে হয় না।

ফাইনাল অন্য ম্যাচ বলছেন কেন

টিম ইন্ডিয়ার কাঁটা হতে চান ‘ভারতীয়’ রাচিন

সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শতরানের পর নিউজিল্যান্ডের রাচিন রবীন্দ্র।

লাহোর, ৬ মার্চ : বিগ টুর্নামেন্ট প্লেয়ার।

ওডিআই বিশ্বকাপের পর চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। রাচিন রবীন্দ্র ফের ভরসা দিচ্ছেন নিউজিল্যান্ডকে। সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানোর অন্যতম কারিগর রাচিনের চোখ আপাতত রবিবাসরীয় খেতাবি যুদ্ধে।

রাচিন ও কেন উইলিয়ামসনের জোড়া শতরানে রানের পাহাড় তৈরি করে নিউজিল্যান্ড। যে রান পাহাড়ে চাপে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার যাবতীয় প্রচেষ্টা। রাচিনের লক্ষ্য এবার রোহিত ব্রিগেডের ট্রফি জয়ের পথে কাঁটা ছড়িয়ে দেওয়া।

সেমিফাইনালের গাঁট পেরোনোর খুশিটা উপভোগ করছেন। দুবাইয়ে পা রাখার পরই ভারত-বধের নীল নকশা নিয়ে বসে পড়বেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাচিন বলেছেন, ‘৩০০ টার্গেট ছিল। কিন্তু কেন গতিটা বাড়িয়ে দেয়। তারপর গ্লেন ফিলিপস, ড্যারিল মিচেলের ঝড়ে ৩৫০ (৩৬২/৬) পার। একটা প্রাচীর অতিক্রম। এবার পরবর্তী লক্ষ্যপূরণের ভাবনা। তবে এদিনের জয়টা উপভোগ করি, দুবাইয়ে পা রেখেই ফাইনাল নিয়ে ভাবব।’

৫টি ওডিআই সেঞ্চুরি। প্রতিটিই আইসিসি টুর্নামেন্টে। চলতি মেগা ইভেন্টে ইতিমধ্যে জোড়া সেঞ্চুরিতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নজির (একটি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে ২টি শতরান) স্পর্শ করেছেন। ফাইনালে তৃতীয় তিন অঙ্কের দাবি পূরণ করতে চান রাচিন।

দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ শেষে রাচিন বলেছেন, ‘দলের জয়ে অবদান রাখতে পারার অনুভূতি সবসময় আলাদা। সেমিফাইনালে দাপুটে জয়ে দল আত্মবিশ্বাসী। চেয়েছিলাম ভালো শুরু। মার্কো জানসেন, লুঙ্গি এনগিডি বেশ ভালো বল করছিল। কিন্তু কিছুটা থিতু হওয়ার পর ইয়ং ও কেনের সঙ্গে পার্টনারশিপ আমাকে সাহায্য করেছে।’

প্রোটিয়া ব্রিগেডকে ছিটকে দিয়ে নিউজিল্যান্ডের অঘোষিত স্লোগান এখন ‘দুবাই চলো’। গত সপ্তাহে গ্রুপ লিগে ভারতের কাছে হেরে ফিরতে হয়েছিল দুবাই থেকেই। বদলার সঙ্গে এবার ট্রফির হাতছানি। কেন উইলিয়ামসন বলেও দিচ্ছেন, ফাইনাল আলাদা ম্যাচ।

> ভারত দুর্দান্ত দল। দারুণ খেলছেও। ওদের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছি আমরা। যা কাজে লাগাতে চাই। আর ফাইনালে যেকোনও কিছুই ঘটতে পারে। দুবাইয়ে শেষ ম্যাচে দারুণ আবহ ছিল। আমার বিশ্বাস, আকর্ষণীয় ফাইনাল হতে চলেছে।
>
> **কেন উইলিয়ামসন**

সেমিফাইনাল ম্যাচে কিউয়ি দলের আরেক শতরানকারী উইলিয়ামসন বলেছেন, ‘ভারত দুর্দান্ত দল। দারুণ খেলছেও। ওদের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছি আমরা। যা কাজে লাগাতে চাই। আর ফাইনালে যে কোনও কিছুই ঘটতে পারে। দুবাইয়ে শেষ ম্যাচে দারুণ আবহ ছিল। আমার বিশ্বাস, আকর্ষণীয় ফাইনাল হতে চলেছে।’

লাহোরে যেখানে হাইস্কোরিং ম্যাচ, সেখানে দুবাইয়ে ছবিটা উলটো। বোলারদের দাপট। উইলিয়ামসনও মানছেন, যে পিচ, পরিস্থিতির সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়াকে গুরুত্ব দেবেন। সেমিফাইনাল জয়ের উৎসব ঝেড়ে বৃহস্পতিবার থেকেই ফাইনাল-মোডে। উইলিয়ামসন বদ্ধপরিকর ২৫ বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পুনরুদ্ধারে।

ফাইনাল-অঙ্কের মাঝে ম্যাট হেনরি চোট ঘিরে অনিশ্চয়তা। অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার বলেছেন, ‘কাঁধে হালকা চোট। অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। দিন দুয়েক দেখার পর পরিস্থিতি পরিষ্কার হবে।’ তবে টিম সূত্রের খবর, হাতে কয়েকটা দিন রয়েছে, তার মধ্যেই ম্যাচ-ফিট হয়ে যাবেন দলের এক নম্বর পেসার।

বরুণ সোনা, কিন্তু কুলদীপ হিরে : অশ্বীন

চেন্নাই, ৬ মার্চ : সোনার জন্য হিরে যেন হাতছাড়া না হয়।

বরুণ চক্রবর্তী বনাম কুলদীপ যাদব ইস্যুতে এমনই দাবি রবিচন্দ্রন অশ্বীনের। গৌতম গম্ভীর জমানায় বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে রহস্য স্পিনার বরুণ। ক্রিকেটমহলের ধারণা, অচিরেই সাদা বলের ফরম্যাটে বরুণের কাছে জায়গা হারাতে চলেছেন কুলদীপ। সব ম্যাচে চার স্পিনার খেলানো সম্ভব নয়। অলরাউন্ডার হওয়ার সুবাদে রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেলরা অগ্রাধিকার পাবে। তৃতীয় স্পিনারের লড়াইয়ে বরুণ বনাম কুলদীপ। গম্ভীরের বরুণ-প্রীতি কুলদীপের জন্য সিঁদুরে মেঘ দেখছেন অনেকে। তবে কুলদীপের হয়ে ব্যাট ধরে সমালোচকদের উদ্দেশে অশ্বীনের বার্তা, বরুণ সোনা। কিন্তু কুলদীপ হিরে। মাথায় রাখতে হবে কোনওভাবে যেন হিরে হাতছাড়া না হয়। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন বলেছেন, ‘অনেককে দেখছি কুলদীপের সমালোচনা করছে। আমাকে ট্যাগ করে লিখছে ও পারফর্ম করতে পারছে না। এহেন সমালোচনার যৌক্তিকতা আমার বোধগম্য নয়।’

অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে বোলিং স্ট্র্যাটেজি তুলে ধরে অশ্বীনের যুক্তি, ‘স্টিভেন স্মিথ, মার্নাস লাবুশেন, জোশ ইনগ্লিসদের বিরুদ্ধে বাঁহাতি স্পিনার ব্যবহারের ভাবনায় কুলদীপকে প্রথমবার পাওয়ার প্লে-তে আক্রমণে আনে। শুরুতে সবসময় বিগহিটের সম্ভাবনা থাকে। ট্রাভিস হেডের হাতে ছক্কাও খেয়েছে। কিন্তু তারপরও ও ভালো বল করেছে। আর পরিসংখ্যান, উইকেট সংখ্যা দেখে সবসময় বোলিং পারফরমেন্সকে বিচার করা ভুল। সীমিত ওভারের ক্রিকেট এভাবে দেখা হয় না। বোলিংয়ে হাজার একটা ফ্যাক্টর কাজ করে।’

অশ্বীন আরও বলেছেন, ‘নতুন মুখ বরুণ। এক্স ফ্যাক্টরও। অবশ্যই আমাদের কাছে ও সোনা। কিন্তু কোনওভাবে হিরে হাতছাড়া করা উচিত নয়। কুলদীপ হল হিরে। উইকেট দিয়ে কুলদীপের বোলিংকে বিচার করতে যাওয়া অনুচিত। অনেকে বলেন, কুলদীপ অভিজ্ঞ, আরও দায়িত্ব নেওয়া উচিত। তাদের বলব, চলতি পরিসংখ্যান নয়, বোলিং দক্ষতা, পরিস্থিতি অনুযায়ী তার কার্যকারীতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।’

মা হচ্ছেন ভিনেশ

চণ্ডীগড়, ৬ মার্চ : নতুন অধ্যায় জুড়তে চলেছে কুস্তিগির ভিনেশ ফোগটের জীবনে। বৃহস্পতিবার নিজের ইনস্টাগ্রামে স্বামী সোমবীর রাঠির সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘আমাদের ভালোবাসার গল্পে একটি নতুন অধ্যায়।’ সেইসঙ্গে ভিনেশ একটি পা ও হৃদয়ের ইমোজি দেন। যা দেখেই সকলে বুঝে যান মা হতে চলেছেন ভিনেশ। এরপরই তাঁকে সামাজিক মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানান দুই কুস্তিগির সাক্ষী মালিক ও বজরং পুনিয়া।

আজ শুরু রোহিতদের ‘ফাইনাল’ প্রস্তুতি

দুবাই, ৬ মার্চ : প্রাথমিক লক্ষ্যপূরণ হয়ে গিয়েছে। এবার এগিয়ে চলার আসল চ্যালেঞ্জ।

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়া, অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে সিরিজ হাতছাড়া করার পর ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়েই তৈরি হয়েছিল প্রশ্ন। কোচ গৌতম গম্ভীরের পাশে দলের দুই সিনিয়ার তারকা রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে নিয়েও চলছিল সংশয় ও জল্পনা।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে টিম ইন্ডিয়া পৌঁছে যাওয়ার পর যাবতীয় জল্পনা আপাতত উধাও। বরং বাইরে থেকে দেখে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে আদ্যন্ত সুখী পরিবার বলেই মনে হচ্ছে। যেখানে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে ভরসাও। কোহলি, রোহিতরা না পারলে শ্রেয়স আইয়ার, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেলরা ঠিক ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দিতে পারবেন। আর দুবাইয়ের মন্থর বাইশ গজে বাকি কাজটা করে দলকে জেতানোর জন্য রোহিতের স্পিন চতুর্ভূজ তো তৈরিই রয়েছে।

টানা চার ম্যাচে জয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির একমাত্র অপরাজিত দল হিসেবে রবিবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলতে নামছেন রোহিতরা। তার আগে সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে দেওয়ার পর টানা দুই দিন বিশ্রাম নিয়ে আগামীকাল থেকে ফাইনালের প্রস্তুতিতে নামছে টিম ইন্ডিয়া। ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় শুক্রবার আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে অনুশীলন রয়েছে ভারতের। রবিবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনালের লক্ষ্যে সাফল্যের নীল নকশা তৈরির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে খবর। আজ দুবাইয়ে বিশ্রামের মাঝেই ভারতীয় দল কার্যত চূড়ান্ত করে ফেলেছে কিউয়িদের বিরুদ্ধে স্পিন চতুর্ভূজে ভরসা রাখার বিষয়টি। গতরাতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ম্যাচে রাচিন রবীন্দ্র ও কেন উইলিয়ামসন শতরান করেছিলেন। নিউজিল্যান্ড ব্যাটিংয়ের ফর্মে থাকা এই দুই তারকাকে থামানোর জন্য ফের বরুণ চক্রবর্তীর দিকেই তাকিয়ে রোহিতরা।

গত ২ মার্চ দুবাইয়ের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া। সেই ম্যাচেই চার স্পিনারের প্রথম আবির্ভাব হয়। চতুর্থ স্পিনার হিসেবে প্রথম সুযোগেই পাঁচ উইকেট নিয়ে বাজিমাত করেন বরুণ। রবিবাসরীয় ফাইনালেও তাঁর উপরই ভরসা রাখছেন রোহিত-গম্ভীররা।

ছুটির মেজাজে দুবাইয়ের রাস্তায় ঘুরছেন রবীন্দ্র জাদেজা। বৃহস্পতিবার।

দশজনে খেলেও জয় বার্সেলোনার

বেকারের বিশ্বস্ত হাতে জয় লিভারপুলের

প্যারিস ও মাদ্রিদ, ৬ মার্চ : সারা ম্যাচজুড়ে প্যারিস সাঁ জাঁ-র দাপট। কিন্তু তারপরও লিভারপুলের কাছে ১-০ গোলে হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে তাদেরকে। বলা ভালো, অ্যালিসন বেকারের দানবীয় পারফরমেন্সই তাদেরকে জিততে দেয়নি।

বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে আক্রমণাত্মক মেজাজে শুরু করেছিল পিএসজি। কিন্তু গোলমুখে কার্যত ‘চিনের প্রাচীর’ হয়ে দাঁড়ান লিভারপুলের ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক অ্যালিসন বেকার। নয়টি নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে রেডস দুর্গ অক্ষুণ্ণ রাখেন তিনি। খেলার গতির বিপরীতে লিভারপুলের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন হার্ভে ইলিয়ট।

জয়ের পর অ্যালিসনের প্রশংসা করে লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট বলেছেন, ‘পিএসজি-র বিরুদ্ধে অ্যালিসন বেকার প্রমাণ করেছে, কেন ওকে বিশ্বের সেরা গোলরক্ষক বলা হয়। ওর জন্য আমরা ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছেড়েছি।’ অ্যালিসন এই পারফরমেন্সকে জীবনের সেরা বলেই মনে করছেন।

তবে বেকারের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে বার্সেলোনার গোলরক্ষক ওজসিয়েচ সেজনির পারফরমেন্স। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে দশজনে খেলেও বেনফিকার বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জয় পেয়েছে বার্সেলোনা। ম্যাচের শুরুতে বার্সা ডিফেন্ডার পাউ কুবারাসি লাল কার্ড দেখেন। কিন্তু তারপরেও গোলরক্ষক সেজনির অনবদ্য পারফরমেন্সে তারা কোনও গোল হজম করেনি। একাধিকবার দলের নিশ্চিত পতন রোধ করেছেন তিনি। ৬১ মিনিটে বার্সার হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন রাফিনহা। ম্যাচের পর বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেছেন, ‘দশজনে খেলে ম্যাচ জেতা মুখের কথা নয়। ছেলেরা সেটাই করেছে। বিশেষ করে গোলরক্ষক সেজনি এদিন দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছে।’

অপর ম্যাচে বায়ার্ন মিউনিখ ৩-০ গোলে বেয়ার লেভারকুসেনকে হারিয়েছে। বাভারিয়ানদের হয়ে জোড়া গোল করেন হ্যারি কেন। অন্যটি জামাল মুসিয়ালার। ফেনুর্দকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মিলান। ইতালিয়ান ক্লাবটির হয়ে গোল করেন মার্কাস থুরাম ও লওটারো মার্টিনেজ।

নয়টি সেভ করে লিভারপুলের জয়ের নায়ক অ্যালিসন বেকার।

ফলাফল

প্যারিস সাঁ জাঁ	০-১	লিভারপুল
বেনফিকা	০-১	বার্সেলোনা
বায়ার্ন মিউনিখ	৩-০	বেয়ার লেভারকুসেন
ফেনুর্দ	০-২	ইন্টার মিলান

আকিবকে জোকার বললেন গিলেসপি

সিডনি, ৬ মার্চ : দল আগেই ছিটকে গিয়েছিল।

হাতছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল আয়োজনের সুযোগও। লাহোরের বদলে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড খেতাবি যুদ্ধ। সবমিলিয়ে ঘরে-বাইরে হতাশা, সমালোচনার সুনামিতে ভাসছে পাকিস্তান।

এরমধ্যেই হেডকোচ আকিব জাভেদকে ‘জোকার’ কটাক্ষ বাবর আজমদের প্রাক্তন কোচ জেসন গিলেসপির। দলের ব্যর্থতার অজুহাতে আকিবের দাবি, ‘গত ২ বছরে প্রায় ১৬ জন কোচ ও ২৬ জন নির্বাচক বদলেছি আমরা। বিশ্বের যে কোনও দলের সঙ্গে এরকম হলে তাদেরও একই হাল হত। সর্বস্তরে স্থিতিশীলতা না আসলে উন্নতি অসম্ভব।’

আকিবের যে যুক্তিকে হাস্যকর আখ্যা দিয়ে গিলেপসির অভিযোগ, ‘আকিব আসলে গ্যারি এবং আমার (দুইজনই পাকিস্তানের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ান) বিরুদ্ধে পর্দার আড়াল থেকে প্রচার চালাচ্ছিল, যাতে সব ফর্ম্যাটে কোচ হতে পারে। ও আদপে একটা জোকার।’

ম্যাচ হেরে আইসিসি-কে তোপ মিলারের

প্রোটিয়া মিডিয়ার নিশানায় গম্ভীরও

লাহোর, ৬ মার্চ : সেমিফাইনালের গাঁটে ফের আটকে যাওয়া। ১৯৯৮ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জয়ের পর গত আড়াই দশকের বেশি সময় ধরে ছবিটা কিছুতেই বদলাচ্ছে না দক্ষিণ আফ্রিকার। চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভালো শুরু করেও ফের শূন্য হাতে ফেরা। নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং বিস্ফোরণের সামনে মাঝপথেই ম্যাচ থেকে হারিয়ে যায়। যদিও বাইশ গজে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে অজুহাত খুঁজে বেড়াচ্ছে প্রোটিয়া ব্রিগেড। বাকি দলগুলির মতো সেই একসুর-দুবাই বিতর্কে ঘি ঢেলে নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করা।

টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার পর দুবাই-ইস্যুতে ডেভিড মিলারের আক্রমণের মুখে আইসিসি। দাবি করেন, সেমিফাইনালের টক্করের আগে লাহোর-দুবাই-লাহোর জার্নি তাদের সমস্যায় ফেলে। ৬৭ বলে শতরান করেও দলকে ফাইনালে তুলতে না পারা মিলারের যুক্তি, অহেতুক জার্নি মোটেই আদর্শ ছিল না। তারকা প্রোটিয়া মিডল অর্ডার ব্যাটার বলেছেন, ‘এটা শুধু এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের বিমানযাত্রা না, সেমিফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে এহেন পরিস্থিতি মোটেই আদর্শ নয়। গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচের পর সাতসকালে দুবাইয়ের বিমান ধরা। তারপর সেখান থেকে আবার লাহোরে ফেরা। আমাদের জন্য মোটেই সুখকর ছিল না। হয়তো ৫-৬ ঘণ্টা লম্বা বিমান জার্নি নয়। শারীরিক ধকল কাটিয়ে ওঠার সময়ও পেয়েছি আমরা। কিন্তু তারপরও গুরুত্বপূর্ণ দ্বৈরথের আগে এটা মোটেই কাম্য ছিল না।’

দক্ষিণ আফ্রিকা সংবাদমাধ্যমের রোষের মুখে আবার ভারতীয় দলের হেডকোচ গৌতম গম্ভীর! দুবাইয়ে সব ম্যাচ খেলার ফলে সুবিধা পাচ্ছে ভারত, নাসের হুসেন, মাইকেল আথারটনদের যে সমালোচনার বিরুদ্ধে একহাত নিয়েছিলেন রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের হেডস্যর।

গম্ভীর যুক্তি দেখান, দুবাইয়ে থাকলেও প্র্যাকটিস তাঁরা করছেন সেখানকার আইসিসি অ্যাকাডেমিতেই। ফলে মাঠ, পিচ নিয়ে যে সুবিধার কথা বলা হচ্ছে তা অযৌক্তিক। যদিও এই যুক্তি মানতে নারাজ প্রোটিয়া মিডিয়া। গৌতম গম্ভীরকে ‘অহংকারী’ আখ্যা দিয়েছে, আইসিসি অ্যাকাডেমি থেকে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামের কয়েকশো মিটার দূরত্বের কথা ফলাও করে লেখা হয়েছে।

কটাক্ষের সুরে প্রোটিয়া মিডিয়ার দাবি, ভারত যদি ট্রফি জেতেও সেই সাফল্য অনেকটাই অন্তঃসারশূন্য হবে, যা অস্বীকার করা মুশকিল। এক হোটেলে টানা থাকা, একই প্র্যাকটিস মাঠ, একই মাঠে খেলা - বাকি দলগুলির থেকে অনেক বেশি সুবিধা পাচ্ছে ভারত।

> এটা শুধু এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের বিমানযাত্রা না, সেমিফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে এহেন পরিস্থিতি মোটেই আদর্শ নয়। গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচের পর সাতসকালে দুবাইয়ের বিমান ধরা। তারপর সেখান থেকে আবার লাহোরে ফেরা।
>
> **ডেভিড মিলার**

শতরান করেও সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে যাওয়া ডেভিড মিলারকে সান্ত্বনা জানাচ্ছেন কেন উইলিয়ামসন।

অবসর ভেঙে ফের জাতীয় দলে সুনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ মার্চ : অবসর ভেঙে ফিরছেন সুনীল ছেত্রী।

জাতীয় দল থেকে গত জুনে অবসর নেন ভারতীয় ফুটবল কিংবদন্তি। বেঙ্গালুরু এফসি-র হয়ে অবশ্য এবারের আইএসএলে তাঁর পারফরমেন্স দুর্দান্ত। এখনও পর্যন্ত ২৩ ম্যাচের ১৭টিতে শুরু করে তিনি ১২ গোল করে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক গোলদাতা। যার মধ্যে একটি হ্যাটট্রিক। জোড়া অ্যাসিস্টও আছে তাঁর। তবু তাঁর জাতীয় দলে ফেরার কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা এই প্রতিবেদকের সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে খেলতে এসেও বলেছেন, 'আমি ভালোই আছি অবসরের পর।' সেই তাঁরই জাতীয় দলে অবসর ভেঙে ফেরার খবর বৃহস্পতিবার দিল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। এদিন তাঁরা এক্স হ্যান্ডলে লেখে, 'দ্য ক্যাপ্টেন, দ্য লিডার, দ্য লিডার উইল রিটার্ন ইন টু দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টিম ফর দ্য ফিফা ইন্টারন্যাশনাল উইন্ডো ইন মার্চ।' অর্থাৎ ২৫ মার্চ বাংলাদেশের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ যোগ্যতার্জন পর্বে তাঁকে সামনে রেখেই নামবে জাতীয় দল। ৪০ বছরের এই তারকা ৯৪ গোল করে এই মুহূর্তে পুরুষদের ফুটবলে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, লিওনেল মেসি ও আলি দাইয়ের পর চতুর্থ ফুটবলার সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতার তালিকায়। গত জুনে কুয়েতের বিপক্ষে তিনি কলকাতাতেই অবসর নেন। তার আগে থেকে তো বটেই, পরেও একটিও ম্যাচ এখনও জেতেনি ভারতীয় দল।

স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার একজন ফুটবলার খুঁজছিলেন মানোলো মার্কুয়েজ। নিশ্চিতভাবেই তাঁর এই অবসর ভেঙে ফেরার পিছনে কোচের ভূমিকা আছেই। এর আগে এভাবেই দলকে চাঙ্গা করতে একসময়ে স্টিফেন কনস্টানটাইন অবসর ভাঙিয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন আইএম বিজয়নকে। তবে এখনও এই বিষয়ে না সুনীল, না মানোলো, কেউই মুখ খোলেননি। সম্ভাব্য স্কোয়াড ঘোষাণাও সম্ভবত স্থগিত ছিল এই কারণেই। ১৩ মার্চ থেকে বাংলাদেশ ম্যাচের শিবির শুরু হওয়ার কথা। সুনীলের ফেরার খবরের পাশাপাশি এবারের দল থেকে গুরপ্রীত সিং সান্ধুর দল থেকে বাদ যাওয়াও বড় খবর। চোটের জন্য বাদ আনোয়ার আলিও।

২৬ জনের স্কোয়াড

গোলরক্ষক ঃ অমরিন্দার সিং, গুরমিত সিং, বিশাল কেইথ।

ডিফেন্ডার ঃ আশিস রাই, বরিস সিং থাংজাম, চিঙ্গলেসানা সিং, ভালপুইয়া, মেহতাব সিং, রাহুল ভেকে, রোশন সিং, সন্দেশ ঝিঙ্ঘান, শুভাশিস বসু।

মিডফিল্ডার ঃ আশিক কুরুনিয়ান, আয়ুষ দেব ছেত্রী, ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ, ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ, জিকসন সিং, আপুইয়া, লিস্টন কোলাসো, নাওরেম মহেশ সিং, সুরেশ সিং ওয়াংজাম।

স্ট্রাইকার ঃ সুনীল ছেত্রী, ফারুখ চৌধুরী, অরফান ইয়াদওয়াদ, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে, মনবীর সিং।

কার্যকারিতায় বিপক্ষ এগিয়ে : অস্কার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ মার্চ : ফিরতি লেগ যে সহজ হবে না, এই কথা না বোঝার মতো বোকা অস্কার ব্রুজোঁ নন। তাই ঘরের মাঠে এফকে আর্কাদাগের কাছে হারের আফসোস এখন লাল-হলুদ শিবিরে। তবে শেষ চেষ্টা দলের তরফে করা হবে বলেই আইএসএলে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসির বিপক্ষে দ্বিতীয় সারির দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত।

গতকাল সাউল ক্রেসপো মাঝমাঠ থেকে না পারলেন খেলা পরিচালনা করতে, না রাফায়েল মেসি বাউলি, দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসরা সামনে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করতে। ব্রুজোঁও মেনে নিলেন যে পিভি বিষ্ণু, রিচার্ড সেলিসরা ফ্লপ করেছেন। তারপরও আশায় ব্রুজোঁ। বলছেন, 'এই ফল কাঙ্ক্ষিত নয়। তবে আমাদের হাতে আরও ৯০ মিনিট থাকল।' তবে এরপরেই বাস্তবটা স্বীকার করে তাঁর মন্তব্য, 'এদিন কার্যকারিতাই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। বক্সে আরও ভালো হতে হবে, একথা আমরা বারবারই বলছিলাম। ওরা মাত্র দুটি সুযোগ পেয়ে একটা কাজে লাগিয়ে ফেলেছে। সেখানে আমার প্রচুর চেষ্টা করেছি, সেট পিস, নিজেদের কাছে বল রাখা, ক্রস তোলা, সবকিছু করেও সেগুলোকে গোলে পরিণত করতে পারিনি।'

Tender Notice

E-Tenders are hereby invited by the Prodhan, where NIT No: 28 of 2024-25, Memo No: 155/SGP/2025, Dt 03/03/2025. Details are available in website on **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Sitgram Gram Panchayat
Raiganj Development Block
Raiganj, Uttar Dinajpur

রোজা না রাখায় 'অপরাধী' সামি

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চলছে। দেশের প্রতি যে দায়বদ্ধতায় ধর্মের আগে অগ্রাধিকার দিয়েছেন ক্রিকেটকে। রোজা রাখতে পারছেন না। যার জেরে ধর্মীয় নেতাদের তোপের মুখে মহম্মদ সামি। ধর্মীয় অনুশাসন না মানায় সামিকে ক্রিমিন্যাল আখ্যা দিয়েছেন 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম জামাত'-এর সভাপতি মৌলানা শাহাবুদ্দিন রাজভি বারেইলভি।

মৌলানার অভিযোগ, 'রোজা না রেখে ও অপরাধ করেছে। শরিয়তের চোখে ও একজন অপরাধী। আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে ওকে। সুস্থ থাকলে রোজা রাখা আবশ্যিক। ম্যাচ চলাকালীন মহম্মদ সামি জল এবং অন্য কিছু খেয়েছে। সবাই তা দেখেওছে। আর যখন খেলছে, তার মানে ও সুস্থ। অথচ রোজা না রেখে ভুল বার্তা দিয়েছে ও।'

মৌলানার সমালোচনার মুখে সামির পাশে দাঁড়িয়েছেন একাধিক রাজনৈতিক দলের নেতারা। তাঁদের দাবি, দেশের স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়েছে সামি। যে কোনও মুসলিমকে জিজ্ঞাসা করলে বলবে তাঁরাও সামির জন্য গর্বিত। ধর্মকে খেলার মাঝে টেনে আনা অযৌক্তিক।

এদিকে, বল পালিশে 'থুতু' ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে সামির দাবিকে সমর্থন জুগিয়েছেন টিম সাউদি, ভার্নন ফিলান্ডাররা। সেমিফাইনালের পর সামির দাবি, থুতু ব্যবহার না করায় প্রভাব পড়ছে রিভার্স সুইংয়ে। আইসিসি-র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা উচিত। সাউদি-ফিলান্ডারও জানিয়েছেন, করোনাকালে বলে থুতু ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার পর রিভার্স সিং ক্রিকেট থেকে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। এর বদল দরকার।

'মিথরি' সিনেমায় এভাবেই দেখা যাবে ডেভিড ওয়ার্নারকে।

তেলুগু ছবিতে ওয়ার্নার

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ : বাইশ গজ ছেড়ে এবার সেলুলয়েডের পর্দায় নতুন ভূমিকায় ডেভিড ওয়ার্নার। সূত্রের খবর, তেলুগু ছবিতে আকর্ষণীয় চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। ভারত বিশেষত দক্ষিণী ছবি ভালোবাসেন ওয়ার্নার। আল্লু অর্জুনের ভক্ত। রবি শংকরের প্রযোজনায় তৈরি 'মিথরি' ছবির অনুষ্ঠানে এই খবর সামনে আসে। প্রযোজক জানান, ছোট্ট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে ওয়ার্নারকে। গত সেপ্টেম্বরে ভারতীয় সিনেমায় ওয়ার্নারের শুটিংয়ের ছবি প্রকাশ্যে আনে অজি মিডিয়া।

ভাস্করের ৫ উইকেট

কোচবিহার, ৬ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃক্লাব সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার ভারতী সংঘ ৪০ রানে এমজেএন ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে ভারতী ৩৮.২ ওভারে ১৫৬ রানে অল আউট হয়। কুণাল সাহা ৩৪ রান করেন। দীপক শা ১৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে এমজেএন ২৩.৩ ওভারে ১১৬ রানে গুটিয়ে যায়। প্রেম শা ৫৯ রান করেন। ম্যাচের সেরা ভাস্কর বিশ্বাস ৪২ রানে ৫ উইকেট পেয়েছেন। শুক্রবার খেলবে ধলুয়াবাড়ি শংকর ক্লাব ও সংস্থার কোচিং ক্যাম্প।

জয়ী ঘুঘুডাঙ্গা

জলপাইগুড়ি, ৬ মার্চ : মিলন সংঘের বিধুভূষণ দেব ও রবীন্দ্রনাথ মিত্র ট্রফি মহিলা ফুটবলে বৃহস্পতিবার ঘুঘুডাঙ্গা স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল কোচিং ক্যাম্প ২-১ গোলে জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। মিলনের মাঠে ঘুঘুডাঙ্গার পিয়ালী রায় গোল করেন। অন্যটি আত্মঘাতী। জলপাইগুড়ির গোলটি বিশাখা বর্মনের। ম্যাচের সেরা ঘুঘুডাঙ্গার সঙ্গীতা দাস।

জিতল পতিরাম স্পোর্টস

বালুরঘাট, ৬ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ১২ রানে অভিযাত্রী ক্লাবকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে পতিরাম টসে জিতে ৪৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৯৯ রান তোলে। প্রীতম বসাক ৫২ রানে অপরাজিত থাকেন। তাপস সরকারের অবদান ৩৪। প্রদুন্য সরকার ৩৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে অভিযাত্রী ৪৫ ওভারে ৯ উইকেটে ১৮৭ রানে গুটিয়ে যায়। শুভদীপ সেন ও ঋক দাস ৫২ রান করেন। ম্যাচের সেরা তাপস ৪০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন গৌতম রায় (২৮/২)।

ম্যাচের সেরা তাপস সরকার।

সুশ্রুতের ৭৭

বালুরঘাট, ৬ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আম্পায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল বালুরঘাট টাউন ক্লাব ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। বৃহস্পতিবার তারা ৪০ রানে নব যুবক ড্রামাটিক ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে টাউন ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৮৬ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সুশ্রুত সরকার ৭৭ ও শেখর মহন্ত ৪০ রান করেন। জবাবে নব যুবক ৫ উইকেটে ১৪৬ রানে আটকে যায়। প্রীতম দাস ৩৩ রান করেন।

ম্যাচের সেরা সুশ্রুত সরকার।

ম্যাচ হেরে আইসিসি-কে তোপ মিলারের

খবর এগারোর পাতায়

শোক সংবাদ

দুঃখের সহিত জানানো যাইতেছে যে, আমাদের পরম পূজনীয়া **মাতা সন্তোষ কানোড়িয়া** (ধর্মপত্নী স্বর্গীয় ওম প্রকাশ কানোড়িয়া) গত **শুক্রবার ২৮.০২.২০২৫** তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বৈঠকঃ ৬ মার্চ বৃহস্পতিবার থেকে **১০ই মার্চ, ২০২৫** সোমবার দুপুর ১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত শিলিগুড়ি জ্যোতি নগর ডন বসকো স্কুলের বিপরীতে নিজস্ব বাসভবনে অনুষ্ঠিত হইবে।

প্রসাদঃ ১২ই মার্চ ২০২৫ বুধবার দুপুর ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত শিলিগুড়ি, আড়াই মাইল, সেবক রোড, মালাবার গোল্ডের বিপরীতে নিজস্ব বাসভবনে অনুষ্ঠিত হইবে।

দ্বাদশা ও রম্মপাপড়ীঃ ১২ই মার্চ ২০২৫ বুধবার দুপুর ৪টা থেকে শিলিগুড়ি, আড়াই মাইল, সেবক রোড, মালাবার গোল্ড এর বিপরীতে নিজস্ব বাসভবনে অনুষ্ঠিত হইবে।

- শোকাকুল -

শকুন্তলা দেবী - কমন লাল আগারওয়াল (মাতা-পিতা)
জ্যোতি প্রকাশ - সারিতা কানোড়িয়া (পুত্র-পুত্রবধূ)
শশী প্রকাশ - গুলশান কানোড়িয়া (পুত্র-পুত্রবধূ)
আদিত্য, বিক্রম, রশমি, ঐশ্বরিয়া (নাতি-নাতনি)
এবং সমস্ত কানোড়িয়া পরিবার।
M : 90026 80577, 76999 99066